ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের

পত্রাবলী

চয়নিকা-
শ্রীমণিকা মহলানবিশ

১লা মার্চ্চ, ১৯৪১

শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ কর্ত্তৃক
৯০নং পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা

প্রাপ্তিস্থান :—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির
৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
নববিধান প্রেস হইতে
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী সতী জগন্মোহিনী দেবীর

স্মৃতির উদ্দেশে

মা,

পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণের সময় খুব ছোট ছিলাম, কিছুই জানিতাম না। কি যে হারাইলাম, তাহাও বুঝি নাই। সেই দিনই আমরা, ভাই বোনেরা পিতৃহীন হয়ে শোকসাগরে ভাসিলাম, তুমি দেবোপম স্বামীর বিয়োগে অনাথিনী হইলে, রত্নগর্ভা কেশবজননী বিশ্ববরেণ্য পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হইলেন। আর সমন্বয়াচার্য্যের তিরোধানে সমস্ত জগৎ হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল। এখন মনে হচ্চে—সেই ঘোর অমানিশার সময়, শ্রীভগবান্ কৃপা ক'রে তোমাকে আমাদের মাঝে রেখে, ভক্তপরিবারকে বাঁচাইলেন। স্নেহময়ী জননি, পিতৃদেবের অবর্ত্তমানে—তোমার বুকে আশ্রয় পেয়ে—তোমার সন্তানেরা রক্ষা পাইল। নিদারুণ শোকদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত ক'রে, তুমি মর্ত্ত্যধামে রহিলে—তোমার জগৎপূজ্য স্বামীর কাজ এখানে সাধন করিবার জন্য। অপার স্নেহে আমাদের পালন ও তাঁহার মহজ্জীবনের আদর্শে ধর্ম্মশিক্ষা দান এমন সুমিষ্টভাবে আর কে করিতে পারিত? তোমার সুন্দর পবিত্র জীবনে

স্বর্গের ছবি প্রতিভাত দেখে, আমরা পিতৃদেবের মহত্ত্বের পরিচয় পাইতাম। নূতন বিধানের লীলাক্ষেত্র—ভক্তের প্রিয় কমলকুটির তুমি আমাদের "অমরধাম" ক'রে রেখেছিলে। সেখানে—তোমার স্নেহনীড়ে কত আনন্দ পেয়েছি, কত আগ্রহে দেবালয়ে ফুল সাজাইতাম, তোমার মুখে দয়াময়ের সুধামাখা নাম শুনিতাম। ভাবনা কাহাকে বলে, জানিতাম না।

যে ডাকের জন্য উৎকর্ণ ছিলে—সেই ডাক শুনে—কমলকুটির আঁধার ক'রে, অমৃতালয়ে যখন চলে গেলে, তখন আমাদের সব সুখ ও আনন্দ যেন শেষ হয়ে গেল।

যে "যুগল-সাধন" সংসারে আরম্ভ করেছিলে—সেই সাধনের চরম আকাঙ্ক্ষা—তোমার বিদেহী আত্মার মিটিল—আনন্দলোকে।

তুমি কত যত্ন ক'রে পিতৃদেবের চিঠিগুলি রেখেছিলে, আজ সে সম্পদ্ লাভ ক'রে আমরা মহা ধনে ধনী হইলাম। মা গো, আজ তোমারি পুণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশে, এই "ব্রহ্মানন্দ-পত্রাবলী" উৎসর্গ করিলাম। সে আনন্দলোক হইতে তোমার আশীর্ব্বাদী ফুল পাঠাও, আমরা তোমার স্নেহের সন্তানেরা, যাহারা এ লোকে রহিয়াছি, তাহা মাথায় করিয়া লইয়া কৃতার্থ হই।

চিরসেবিকা

মণিকা

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

বিজ্ঞপ্তি

এই পুস্তকের চারিশত খণ্ড নববিধান পাব্লিকেশন কমিটীর হস্তে বিক্রয়ার্থ প্রদত্ত হইল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই কমিটীর নিকট গচ্ছিত থাকিবে ও তাহা দ্বারা, এই সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়া গেলে, দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কণের সাহায্য হইবে।

অবশিষ্ট কতকগুলি পুস্তক বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ-সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য বিশিষ্ট লাইব্রেরীতে এবং আবশ্যক হইলে ব্যক্তি-বিশেষকে বিতরণের জন্য প্রকাশিকার নিকট রহিল।

১লা মার্চ্চ, ১৯৪১

শ্রীমণিকা মহলানবিশ

সূচীপত্র

—:*:—

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রণতিসহকারে নিবেদন /০

১। ধর্ম্মপিতা শ্রীমদাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পত্রবিনিময় :—

(ক) হিমালয় হইতে (৭ই জুলাই, ১৮৮২—১১ই অক্টোবর, ১৮৮৩) ১—৬

(খ) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে (পরে আদিব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত) সংযুক্ত থাকা কালে :—

কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারবৃত্তান্ত (১২ই মে, ১৮৬১) ৬

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষেক, মহর্ষির পত্র (১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২) ১০

মতভেদের সূত্রপাত (৫ই মে, ১৮৬৫) ১১

মহর্ষির প্রত্যুত্তর (৬ই মে, ১৮৬৫) ১৫

মহর্ষির উত্তরের প্রত্যুত্তর (১৩ই মে, ১৮৬৫) ১৮

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী ও প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কেশবচন্দ্র-প্রমুখ ৬ জন সভ্যের পত্র (২রা জুলাই, ১৮৬৫) ২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রধানাচার্য্যের প্রত্যুত্তর (৬ই জুলাই, ১৮৬৫)	৩০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ব্যথিত অন্তরে লিখিত পত্র (২০শে আগষ্ট, ১৮৬৫)	৩৫

(গ) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংগঠনের পর :—

কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্যগণ কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে মহর্ষিকে অভিনন্দনপত্র প্রদান (নভেম্বর, ১৮৬৭)	৩৮
প্রত্যভিনন্দন-পত্রে মহর্ষির প্রত্যুত্তর	৪২
মতভেদে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না (২১শে জানুয়ারী, ১৮৬৮)	৪৮
ব্রহ্মমন্দির-নির্ম্মাণ শেষ হইলে, উপাসনা আরম্ভ হইবার প্রথম দিনে, মহর্ষিকে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও উভয়ের পত্রবিনিময় (৪ঠা হইতে ১৬ই আগষ্ট, ১৮৬৯)	৫০—৫৪
দুই সমাজভুক্ত ব্রাহ্মদের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের জন্য মহর্ষির নির্দ্দেশমতে কেশবচন্দ্র কর্তৃক সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতিকরণ ও তৎসম্বন্ধে মহর্ষির সহিত পত্রবিনিময় (১৩ই—১৪ই জানুয়ারী, ১৮৭১)	৫৫—৫৮

২। ধর্ম্মবন্ধু ও প্রচারকগণের নিকট :—

মহর্ষির সহযোগী শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে বিভিন্ন সময়ে লিখিত ছয়খানি পত্র	৫৯—৬৩
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র (১২ই অক্টোবর, ১৮৬৩)	১২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত (৮ই জুন, ১৮৬৭)	৬৪
শ্রদ্ধেয় ভাই সাধু অঘোরনাথকে ভাগলপুর হইতে লিখিত ("ভক্তবৎসল ভক্তের নিকট থাকিবেনই" ২৯।২।১৮৬৮)	৬৭
শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারকে বম্বে হইতে (২৯।৩।১৮৬৮)	৬৮
শ্রদ্ধেয় ভাই উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়কে মুঙ্গের হইতে (৩।৬।১৮৬৮)	৬৯
শ্রদ্ধেয় ভাই সাধু অঘোরনাথকে সিমলা (হিমালয়) হইতে (৬।৮।১৮৬৮)	৭০
মুঙ্গেরে শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারকে সিমলা (হিমালয়) হইতে (৯।৮।১৮৬৮)	৭২
মুঙ্গেরবাসী শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু সেন নামক জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মকে সিমলা হইতে (১৬ই আগষ্ট, ১৮৬৮)	৭২
শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারকে সিমলা হইতে(১৫।৯।১৮৬৮)	৭৬
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিরোধী প্রচারকদ্বয়ের নিকট মুঙ্গের হইতে (২৯শে অক্টোবর, ১৮৬৮)	৭৭
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুতাপসূচক পত্রের উল্লেখ করিয়া, মুঙ্গেরে ভাই দীননাথ মজুমদারকে (১৩।১১।১৮৬৮)	৭৮
ভক্তিবিরোধী আন্দোলন বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেনের পত্রের * উত্তর (জুন, ১৮৬৯)	৭৯

* ২৮৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন মহাশয়ের পত্র দ্রষ্টব্য।

বিষয়	পৃষ্ঠা
লণ্ডন হইতে মুঙ্গেরে শ্রদ্ধেয় ভাই সাধু অঘোরনাথকে (৬।৫।১৮৭০)	৮৫
ইংলণ্ডে অবস্থানকালে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনকে পত্র (১১।৬।১৮৭০)	৮৭
গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়োর গুপ্তহন্তার হস্তে মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য উপাসনা করিতে আহ্বান করিয়া সকল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ-সমীপে পত্র (ইংরাজী হইতে অনূদিত, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২)	৮৮
শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনের নিকট কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র	৮৯—৯১
মুঙ্গেরে শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারকে, এটোয়া হইতে (৬।১১।১৮৭২)	৯১
ভারতাশ্রমবাসিনী কয়েকজন ব্রাহ্মিকার নিকট পত্র (১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭২—৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৩)	৯২—৯৪
শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট, ডেরাডুন হইতে (১৩।১০।১৮৭৩)	৯৫
প্রচারকভ্রাতৃগণসমীপে, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অপ্রণয়ের কারণ মিটাইবার জন্য সকাতর অনুরোধ	৯৬—৯৭
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত প্রভৃতির উপাসকমণ্ডলীর সভা [সঙ্গত সভা] পুনর্গঠন বিষয়ে আবেদনপত্রের উত্তর (১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৪)	৯৮
হাজারিবাগ হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ গুপ্তের নিকট কলিকাতামণ্ডলীর কল্যাণকামনায় একান্ত ব্যাকুলভাবে লিখিত (১৯শে আগষ্ট, ১৮৭৪)	৯৯

বিষয় পৃষ্ঠা

হাজারিবাগ হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনের নিকট "কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ" নামক পুস্তিকা ছাপাইবার বিষয়ে (২০।৮।১৮৭৪) ১০০

হাজারিবাগ হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারকে বেহারে প্রচার বিষয়ে (২৯।৮।১৮৭৪) ১০২

হাজারিবাগ হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনকে মণ্ডলী বিষয়ে (২৯শে আগষ্ট. ১৮৭৪) ১০২

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর পুনর্গঠন জন্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির আবেদনের উত্তর ও সভা আহ্বান (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪) ১০৪

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংলণ্ড হইতে ২৬শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের সময়, তাঁহার সাদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিবার জন্য, শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনকে ইন্দোর হইতে পত্র ১০৫

শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে পারিবারিক ও সাংসারিক বিষয়ে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র ১০৬—১১৩

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনকে ঐ প্রকার কয়েকখানি পত্র ১১৩—১১৬

শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারকে স্ত্রীবিদ্যালয় সম্বন্ধে (১৭।৭।১৮৮২) ১১৫

শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে হিমালয় হইতে "নবসংহিতা" রচনার সময় লিখিত পত্র (৩১শে মে, ১৮৮৩) ১১৬

হিমালয় হইতে মণ্ডলীর সকলকে শুদ্ধ শান্ত হইয়া, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি স্থাপন করিয়া, সমগ্র দল একাত্মযোগে

বিষয় পৃষ্ঠা

সাধনের জন্য, শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর দাস, শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতিকে লিখিত কয়েকখানি মর্ম্মস্পর্শী পত্র (জুলাই ও আগষ্ট, ১৮৮৩) ১১৮—১২০

হিমালয় হইতে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়কে লিখিত গভীর প্রীতি-ব্যঞ্জক পত্র (আগষ্ট, ১৮৮৩) ১২২

৩। সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীকে বিলাত প্রবাসের সময় লিখিত পত্রাবলী (মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর, ১৮৭০) ১২৩—১৬৪

সতী জগন্মোহিনী দেবীকে স্বদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে লিখিত পত্রাবলী ১৬৪—১৭৬

৪। পারিবারিক :—

সন্তানগণকে কমলকুটীর সুপরিষ্কৃত রাখিবার জন্য "ঠাকুরবাড়ী যেমন শুদ্ধ থাকে, কমলকুটীর সেইরূপ শুদ্ধ থাকিবে এবং তোমরা চাকর চাকরাণীর ন্যায় খাটিবে" এই আদেশ দিয়া পত্র ১৭৭

জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্রকে বিবিধ সাংসারিক বিষয়ে লিখিত পত্রাবলী ১৭৮—১৮৫

জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবীকে নানা প্রসঙ্গপূর্ণ সুমধুর পত্রাবলী ১৮৫—১৯২

জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবীকে নবদেবালয়ের পত্তনভূমি-স্থাপনের সংবাদ দিয়া আনন্দপ্রকাশ (৮ই নভেম্বর, ১৮৮৩) ১৯৩

"প্রিয়তম মহারাজ" কুচবিহারাধিপতি নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাহাদুরকে সিংহাসনোপবেশন উপলক্ষে পত্র ও জন্মদিন উপলক্ষে উপদেশোপহার	১৯৩—১৯৬
জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শিশু মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণকে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে, মাতামহের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজনের সুমিষ্ট নিমন্ত্রণপত্র (আগষ্ট, ১৮৮৩)	১৯৬
দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রীদেবীকে নানা সময়ে লিখিত পত্রাবলী	১৯৭—২০০
দ্বিতীয় পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রকে লিখিত কয়েকখানি ছোট ছোট পত্র	২০১—২০২
৫। ইংরাজী হইতে অনূদিত বিবিধ পত্রাবলী :—	২০৩
রেভারেণ্ড উইলিয়ম জে পটার, এমেরিকান স্বাধীন ধর্ম্মসভার সম্পাদককে (১৮৬৭ খৃঃ)	২০৩
বিলাত যাত্রার পথে এডেন হইতে ভারতীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবৃন্দকে পত্র (৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৭০)	২১০
নটিংহামের ধর্ম্মযাজকগণের পত্রের উত্তর (লণ্ডন হইতে ১লা আগষ্ট, ১৮৭০)	২১৫
মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল পনসন্‌বীকে লিখিত পত্র (আগষ্ট—সেপ্টেম্বর, ১৮৭০)	২১৮—২১৯
বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাগমনের পথে, মিশর হইতে ইংলণ্ডের বন্ধুগণের প্রতি হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় গ্রহণ (১লা অক্টোবর, ১৮৭০)	২২০
ব্রাহ্মবিবাহ-বিধির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময়, বালিকাদিগের বিবাহযোগ্য বয়স নির্দ্ধারণের জন্য ডাক্তারগণের অভিমত চাহিয়া পত্র (১৮৭২ খৃঃ)	২২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
Indian Mirror পত্রিকায় মিস্ কলেটের লিখিত পত্রের উত্তরে ব্রহ্মানন্দের লিখিত পত্র (১০ই ডিসেম্বর, ১৮৭৫)	২২৬
হিমালয় গিরি হইতে সহভারতবাসিগণকে উদ্দেশ করিয়া, নববিধানের শুভবার্ত্তা প্রকাশ করিয়া, সেণ্টপলের ভাবে প্রণোদিত হইয়া, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল মহাজনের নামে লিখিত, একান্ত ব্যাকুলতা ও উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র (১৬ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)	২২৮
এমেরিকা, মিসিগ্যান হইতে রেঃ ই, এল, রেক্সফোর্ডের ১৮৮১ খৃঃ, ২৩শে মে তারিখের পত্রের উত্তর	২৩৬
"মুক্তি ফৌজের" (Salvation Army) মেজর টকারকে লিখিত পত্র (অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)	২৩৮
নববর্ষে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া, "ঈশ্বরের ভৃত্য, আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী পবিত্র কলিকাতা-নগরীস্থ নববিধানমণ্ডলীর প্রেরিতত্বে আহূত শ্রীকেশবচন্দ্রের নিবেদন" (১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)	২৩৯
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে হিমালয় হইতে ঘোষণাপত্র (২৪শে মে, ১৮৮৩)	২৪২
রেভারেণ্ড ডসন্ বরণকে মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনে প্রোৎসাহিত করিয়া পত্র (২২শে জুন, ১৮৮৩)	২৪৫
"ভক্তিবিরোধী" আন্দোলনে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন মহাশয়ের ১৮৬৯খৃঃ ২২শে জুনের পত্র (৭৯পৃষ্ঠায় প্রত্যুত্তর দ্রষ্টব্য)	২৪৬
(পরিশিষ্ট) পত্রোল্লিখিত নামসমূহের পরিচয়	২৪৯—২৬৭

প্রণতিসহকারে নিবেদন

পরম পূজনীয় পিতৃদেবের পত্রাবলী প্রকাশিত হইল। ভক্তের ভগবান্ আমার মত অকিঞ্চনের দ্বারা এই অমূল্য রত্নগুলির মালা গাঁথিবার কাজ করাইলেন, তাহাতে আমি কৃতার্থ হইলাম।

সরল ও স্বাভাবিক ভাবে লিখিত পত্রাবলীর দ্বারাই—দর্পণে প্রতিভাত ছবির ন্যায়—মানুষের জীবনের স্বচ্ছ পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের অবসানে—মানুষের অবর্ত্তমানে—ইহা দ্বারাই অনৃতখণ্ডন ও সত্য কথা প্রচারিত হয়। এই উদ্দেশ্য-সাধনে বর্ত্তমান গ্রন্থখানি দ্বারা কোন সাহায্য হইলে, আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের লিপিসমূহ কিরূপ মূল্যবান্, তাহা বর্ণনাতীত। ইহাতে একদিকে তাঁহার ব্রহ্মগত জীবনের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, অপর দিকে তাঁহার বহুমুখীন বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভা ও শক্তি প্রকট হইয়াছে। তাঁহার জীবনে নানা ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ। তিনি মহাযোগী, মহাকবি ও মহালীলারসজ্ঞ ছিলেন। অপরন্তু, জাতীয় জীবনের নানা স্তরে তাঁহার অগ্রদূতের সংস্কার-কার্য্যাবলী—তাঁহার অবদান—চিরদিন ভারতের অমূল্য সম্পদ্‌রূপে সমাদৃত হইবে। ধর্ম্মের

উচ্চতম সাধনার সঙ্গে—সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কর্ম্মবহুল জীবন ও সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনের প্রচেষ্টা আশ্চর্য্যভাবে মিলিত হইয়াছে। হৃদয়সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত প্রভুর আদেশে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি তাঁহার বিচক্ষণ দৃষ্টি ছিল। এমন কি, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিও তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। এই জন্য তাঁহার সংসারসম্বন্ধীয় ছোট ছোট চিঠিগুলিও এই পুস্তকে অতি সমাদরে মুদ্রিত হইল।

সমগ্র পত্রাবলী পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ও প্রধানতঃ কালানুক্রমিক ভাবে সন্নিবিষ্ট হইল। যথা—

১। মহর্ষির সহিত পত্রবিনিময়

২। ধর্ম্মবন্ধু ও প্রচারকগণকে লিখিত পত্র

৩। সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনীকে

৪। পারিবারিক

৫। ইংরাজী হইতে অনূদিত বিবিধ পত্র

(১) শ্রীমদাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পত্রবিনিময়ঃ—এই ভাগে কালানুক্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ও আমরা পত্রগৌরবে পরিচালিত হইয়া, হিমাচল হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত তিনখানি পত্র ও মহর্ষির প্রত্যুত্তরে দুই খানি পত্র, পুস্তকের সর্ব্ব প্রথমেই সন্নিবেশিত করিলাম। এই পত্রগুলি আমাদের পরম সম্পদ্। ইহা ত পত্র নহে—পিতা-পুত্রের হৃদয়ের গভীরতম প্রীতিব্যঞ্জক মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অধ্যাত্মরাজ্যের বাণী-বিনিময়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে

শ্রীমন্মহর্ষি ও কেশবচন্দ্রের প্রীতিবন্ধন বিধাতার এক অপূর্ব্ব লীলা। যাহার প্রভাবে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ অভাবনীয়-রূপে শক্তিশালী হইয়াছিল। এ মিলনের তুলনা মিলে না। এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মধ্যান-ব্রহ্মানন্দরসপাননিরত ঋষিবর—অপর দিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, ধর্ম্মোৎসাহপ্রদীপ্ত তরুণ কর্ম্মবীর। কি শুভক্ষণেই তাঁহাদের এই আত্মিক বন্ধন ঘটিয়াছিল। কেশবচন্দ্রকে পাইয়া মহর্ষির বাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে আপ্লুত করিল। কেশবচন্দ্রও মহর্ষিকে প্রথম পরিচয়ের পরই "ধর্ম্মতাত" বলিয়া প্রগাঢ় ভক্তিতে বরণ করিলেন। এই মধুময় ও স্বর্গীয় বন্ধনের পরিচয় এই পত্র-গুলিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ব্রহ্মানন্দ-জীবনের শেষ অধ্যায়ে ধর্ম্মপিতার সহিত এই অমূল্য পত্রবিনিময় সংশয়াতীতরূপে এ কথা ঘোষণা করেছে যে, মতভেদের প্রবল বাত্যাঘাতেও তাঁহাদের সুমধুর সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই। মহর্ষি তাঁহার শেষ পত্রখানিতে, এলোক হইতে তাঁহার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী—এই কথা উল্লেখ করিয়া—কেশবচন্দ্রকে জগতে মধুর ব্রহ্মনাম-প্রচারের ভার লইতে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা স্মরণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না। এই পত্র-প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই তাঁহার "প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ" পরম পিতার আহ্বানে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন—বুঝিবা সে অমৃতালয়ে "ধর্ম্মপিতার" জন্য গৃহ সাজাইয়া রাখিতে।

এই অপূর্ব্ব প্রাতিসম্মেলনের পর কেশবচন্দ্র শুধু ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ব্যাকুল হইয়া, বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা সময়েই (১৮৬১ খৃঃ), তিনি কৃষ্ণনগরে অসাধারণ কৃতকার্য্যতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহার বিবরণ সহ যে পত্র ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সম্পাদকমহাশয়কে (ধর্ম্মপিতাকে) লিখিত হইয়াছিল, তাহা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (৬ পৃঃ)। ইহার পর ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গুণগ্রাহী মহর্ষিদেব হৃদয়ের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত করেন। এই বৎসরেই মহর্ষিদেব গুস্‌করার একটি আম্রকুঞ্জে নির্জ্জন সাধনের জন্য কিছুকাল যাপন করেন। সেই সময়ে একদিন ঈশ্বরাদেশ শুনিলেন, "কেশবচন্দ্রকে সমাজের আচার্য্য কর, তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হইবে" ও তদনুসারে তাঁহাকে ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃঃ আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। সেই অভিষেক-পত্রখানি (১০পৃঃ) এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল।

ছয় বৎসরব্যাপী মধুময় প্রীতিপর্ব্ব হইতে আমরা এখন "বিগ্রহপর্ব্বে" আসিলাম। ৫ই মে, ১৮৬৫ হইতে, ৬ই জুলাই, ১৮৬৫ পর্য্যন্ত যে কয়খানি পত্র এই পুস্তকে (১১পৃঃ হইতে ৩৫পৃঃ পর্য্যন্ত) মুদ্রিত হইয়াছে, বিশেষতঃ দুইখানি (১৫ ও ১৮ পৃষ্ঠা) —মহা বিপ্লবপরিচায়ক। কোনরূপ পক্ষপাতিত্বের আভাসমাত্রও পরিহারের জন্য, এস্থলেও উভয় পক্ষেরই পত্র মুদ্রিত

হইয়াছে। এই পত্রগুলি পাঠে এই প্রশ্নই বার বার মনে উদয় হয়—যেখানে ভক্তির বা স্নেহের কার্পণ্য নাই, সেখানে এত কঠোরতা কেন? ব্রহ্মানন্দের জীবনবেদে এই বিপ্লব "বিবেকের যুদ্ধ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে কোন প্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হইব না—ভক্তদের ভক্তি করিব। তবে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই ভীষণ দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত নহে, কিন্তু মতগত। সমাজের কল্যাণকল্পে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন, অপরাভূতভাবে তাহার সমর্থনে, একে অপরের কার্য্যের প্রচণ্ড প্রতিবাদ করিয়াছেন; হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রীতিও তাহাতে বাধা দিতে পারে নাই। অথচ এ কথারও প্রমাণ আমরা পাইয়াছি যে, এই মহাবিপ্লব সত্ত্বেও তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহার পরবর্ত্তী পত্র কয়খানি (৩৫পৃঃ হইতে ৫৪পৃঃ পর্য্যন্ত) ব্রহ্মানন্দের দিক দিয়া শুধু গভীর ভক্তিদ্যোতক নহে, পরন্তু পুনর্ম্মিলনের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতাপ্রকাশক। এই প্রসঙ্গে ৩৫ পৃষ্ঠার মর্ম্মভেদী পত্র ও ৪৮ পৃঃ মুদ্রিত সকাতর নিবেদনের প্রতি বিশেষভাবে পাঠকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

(২) ধর্ম্মবন্ধু ও প্রচারকগণের নিকট:—এই ভাগে প্রথমতঃ মহর্ষির সহযোগী শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত, অতিশয় সদ্ভাব ও শ্রদ্ধাব্যঞ্জক কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইল। ইহার শেষ তিনখানি আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার বহুদিন পরে লিখিত, অথচ অক্ষুণ্ণ প্রীতিপূর্ণ।

পরবর্ত্তী পত্রগুলি প্রাণপ্রিয় মণ্ডলীর প্রচারকদিগের নিকট লিখিত। প্রচারকদিগকে ব্রহ্মানন্দ প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মানন্দের কিরূপ নিগূঢ় প্রেমের সম্বন্ধ ছিল, তাহার কিছু পরিচয় এই কয়েকখানি পত্রে পাওয়া যাইবে। এই মণ্ডলী-গঠন বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের এক বিচিত্র লীলা, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ক্ষণজন্মা কেশবচন্দ্রের প্রকৃতিগত আকর্ষণে এই দল কোথা হইতে আসিলেন ও ব্রহ্মকৃপার বলে অভাবনীয় শক্তিশালী হইলেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

এই ধর্ম্মবন্ধু ও একান্ত অনুগত সহযোগীদের আত্মার কল্যাণের জন্য তাঁহার সহানুভূতি চিরজাগ্রত ছিল। মোহ আঁধারে বা সংশয়ের সংগ্রামে পড়িয়া নিরাশায় অবসন্ন বন্ধুদের হৃদয়কে কিরূপে সান্ত্বনা দিয়া ব্রহ্মকৃপার অধীনে আনিতেন, তাহার পরিচয় ৬৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পত্রখানিতে পাওয়া যায়।

অখণ্ড মণ্ডলীর একাত্মতা-সাধনের জন্য তাঁহার প্রাণে বর্ণনাতীত ব্যাকুলতা সতত বিদ্যমান ছিল। * প্রচারকদিগের মধ্যে শুষ্কতা বা পরস্পরের প্রতি প্রেমের অভাব দেখিলে তাঁহার কোমল প্রাণে শেল বিদ্ধ হইত। এইরূপ বিরোধ নিবারণের জন্য নিজে কিরূপ শাস্তি গ্রহণ করিতেন, তাহা

* ১২০ পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ গুপ্তকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

(৯৬ ও ৯৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) প্রচারকদিগের নিকট হৃদয়ভেদী পত্র পাঠে জানা যায়।

মুঙ্গের ভক্তিঘাটের ভক্ত জগদ্বন্ধু সেনকে লিখিত (৭২ পৃঃ মুদ্রিত) অমূল্য পত্রখানি তাপিত জনকে, প্রাণে আশা, শান্তি ও বিমলানন্দের বারতা দিয়া, বিশ্বাসের দুর্গে সুরক্ষিত করে। ব্রহ্মানন্দের "প্রিয়তম মুঙ্গের"কে আমরা ভুলিতে পারি না। তাঁহার "প্রাণাধিক অঘোর"কে লিখিয়াছিলেন (৭০পৃঃ) "মৃত মুঙ্গের জীবন পাইয়া, অন্ধ মুঙ্গের চক্ষু পাইয়া, দয়াময়ের অতুল কৃপার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকুক।"

মুঙ্গেরে ভক্তিসমাগমে ভক্তদলসনে ভগবান্ অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই ভক্তিপ্লাবনের সময়ে ভাবের আতিশয্য ও তাহার বাহ্য প্রকাশ দেখিয়া, কোন কোন অসহিষ্ণু লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইল, বুঝিবা কেশবচন্দ্র পিতার প্রাপ্য অপহরণ করিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে "নরপূজা" প্রশ্রয় দানের অভিযোগ উঠিল ও এই ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গবিক্ষেপে বঙ্গদেশ টলমল করিতে লাগিল। বঙ্গের বাহিরে, এমন কি ইংলণ্ডেও ইহার ঢেউ পৌঁছিল। এই প্রবল ঝটিকাতেও ব্রহ্মানন্দ কেবল বিপদ্ভঞ্জন দয়াল হরির চরণে হৃদয়ের নিগূঢ়তম ক্লেশ ও প্রার্থনা নিবেদন করিয়া কিরূপ শান্ত সমাহিতচিত্তে থাকিতেন, তাহা প্রধান আন্দোলনকারিদ্বয়ের নিকট লিখিত পত্রে

(৭৭ পৃঃ) জানা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন মহাশয়ের পত্র (২৪৬ পৃঃ) ও তদুত্তরে তাঁহার বিস্তারিত পত্র (৭৯ পৃঃ) বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই আন্দোলন ক্রমে থামিয়া গেল। মহাঝটিকার অবসানে ব্রাহ্মসমাজের আকাশ জুড়িয়া প্রেমের ইন্দ্রধনু দেখা দিল। অক্ষুণ্নযশা ব্রহ্মানন্দ রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায়, অগ্নিপরীক্ষাবিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

(৩) সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীকে লিখিত পত্রাবলী ঃ—অত্যাশ্রমী কেশবচন্দ্র ব্রহ্মসংস্থ হইয়া কিরূপে প্রভুর আদেশে আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতেন, তাহার সুন্দর ছবি এই পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। তিনি একাধারে মহাবৈরাগী, অথচ পারিবারিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রকৃষ্ট গৃহী ছিলেন। জীবন-স্বামীর দান—মর্ত্ত্যের সুখ দুঃখ, ইহজীবনের আরাম ও আনন্দ তিনি কখনও অবজ্ঞা করিতেন না। ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, "সপরিবারে ধর্ম্মসাধন * হিন্দুস্থানের সর্ব্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া, পরিবার বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে।" "বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ্যতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব শেখা যায়, সেই দিকে চল। প্রাচীন আর্য্যসমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া যোগপথে

* "সপরিবারে ব্রহ্মসাধন"—আচার্য্যের উপদেশ, ১১ই মে, ১৮৭৯ খৃঃ।

তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিবার বিধান। সে পথে চলিলে, তোমার স্ত্রী তোমার অনুগামিনী হইবেন। ব্রাহ্ম, তোমায় এই দৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইবে।"

সতী জগন্মোহিনী দেবীকে লিখিত প্রেমপূর্ণ পত্রগুলির মধ্যে শান্ত, সখ্য ও বাৎসল্যের শোভন সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর ইংলণ্ডে প্রবাসকালে লিখিত পত্রগুলি ঘটনাবৈচিত্রে বড়ই মনোহর, ও তাহাতে বিদেশভ্রমণের একটী সরল চিত্তাকর্ষক বিবরণের সঙ্গে—সংসারের নানা প্রসঙ্গের মধ্যে—সহধর্ম্মিণীকে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে শিক্ষা দিয়াছেন। দাম্পত্য প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহাকে উদ্বোধিত (১৫২ পৃঃ) করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব মিলিত সাধনের প্রভাবেই সতী জগন্মোহিনী দেবী—আচার্য্য-দেবের তিরোধানের পরও, স্বীয় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, নববিধানের আদর্শে ভক্ত-ইচ্ছা পালন করিতে যত্নবতী ছিলেন।

(৪) পারিবারিক। সন্তানগণকে লিখিত পত্রসমূহ :— পিতৃদেব সংসারের কোন সামান্য কাজও তুচ্ছ করিতেন না। শুধু তাহাই নহে, সকল কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেন ও যাহা করণীয় মনে হইত, যতই সামান্য হউক না কেন—অসাধারণ পারিপাট্যের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই পুস্তকে মুদ্রিত পুত্রকন্যাদিগকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিঠি, এই

কথারই সমর্থন করে। তাঁহার সুন্দর ও সুসঙ্গত জীবনে স্বাভাবিক সরসতা ও আশ্চর্য্য শোভানুভাবকতা মিশ্রিত ছিল। কমলকুটিরকে ঠাকুরবাড়ীর ন্যায় শুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত রাখিবার জন্য সন্তানদের প্রতি আদেশপত্র (১৭৭ পৃঃ) পাঠে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রিয়তম জামাতা, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে লিখিত (১৯৩ পৃঃ) পত্রখানির ছত্রে ছত্রে স্নেহ মমতা, কল্যাণকামনা, কবিত্ব ও ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহার দৌহিত্র মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্রকে লিখিত মধুমাখা নিমন্ত্রণপত্রখানি (১৯৬ পৃঃ) পাঠকগণের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।

(৫) ইংরাজী হইতে অনূদিত পত্রাবলী ঃ—ইহাদের অধিকাংশ পত্রই ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ও তৎপ্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক অমূল্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এমেরিকান স্বাধীন ধর্ম্মসভার সম্পাদককে লিখিত (২০৩ পৃঃ), বিলাত যাত্রার পথে এডেন হইতে ভারতীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবৃন্দকে লিখিত (২১০ পৃঃ), হিমাচল হইতে, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সাধু মহাজনের প্রেরণায় নববিধানের মুক্তিপ্রদ সুসমাচার প্রকাশ করিয়া, সহভারতবাসিগণকে লিখিত (২২৮ পৃঃ), নববর্ষে (১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ) পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্দেশে নিবেদিত (২৩৯পৃঃ) প্রভৃতি পত্রগুলি ভাষার সৌষ্ঠব ও গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয় এবং

জগতের কল্যাণ কামনা, আধ্যাত্মিক উন্নতির মহোচ্চ আদর্শ ও ধর্ম্মসমন্বয়ের গৌরবময় পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ।

বিলাত প্রবাসান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পথে মিসর হইতে ইংলণ্ডবাসী বন্ধুগণের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক বিদায়সম্ভাষণপত্র (২২০ পৃঃ) পাঠে কবিত্বপূর্ণ ভাষা, ভাবের গভীরতা ও আদর্শের সার্ব্বভৌমিকতায় মন একান্ত শ্রদ্ধাবনত হয়। এই পত্রে ভারতের দুঃখমোচন ও নানা অভাব পূরণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা ও কৃতসংকল্পতা উজ্জ্বল ভাবে প্রকট হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আধ্যাত্মিক যোগস্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার বিলাত গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই পত্রে ইংলণ্ডবাসীদিগকে এ কথা বলিতে বিরত হন নাই যে, "সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিদিন গ্রন্থ, মত, চার্চ্চ ও অনুষ্ঠানের সমাধিমধ্যে খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু সত্যের বাণী গম্ভীরভাবে কর্ণে নিনাদিত হইতেছে,— তিনি সেখানে নাই। তাঁহারা মতের শুষ্ক কূপে জীবনবারি অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইতেছে না।"

নটিংহাম হইতে বিংশতিজন যাজকের সমবেত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি-ব্যঞ্জক পত্রের প্রত্যুত্তরে (২১৫ পৃঃ) ব্রহ্মানন্দ খ্রীষ্টধর্ম্মের কতকগুলি মৌলিক মত কেন অস্বীকার করিতে বাধ্য, তাহা অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদি কোন পাঠকের মনে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে

আচার্য্যদেবের যথার্থ মত কি, তদ্বিষয়ে কোন ভুল ধারণা থাকে, তাহা এই পত্রোল্লিখিত স্পষ্ট উক্তি পড়িলেই দূর হইবে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী সাধকবৃন্দের তৎকালীন বৈরাগ্য-সাধনের অতিরঞ্জিত সংবাদ শুনিয়া, মিস কলেট বৈরাগ্যের অনাবশ্যক আতিশয্যের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কা করিয়া "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকায় যে প্রতিবাদসূচক পত্র প্রকাশ করেন, তদুত্তরে আচার্য্যের পত্রের (২২৬ পৃঃ) প্রতি পাঠকদিগের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতেছি। সমাজের অকল্যাণ-প্রতিকারক ঔষধের মত বৈরাগ্যের প্রয়োজন হয়, একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, "উৎসাহ, দেশহিতৈষণা, ধ্যান, কর্ম্ম, আত্মত্যাগ, জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন, পারিবারিক ও সামাজিক অনুরাগ, আমার বৈরাগ্যের ভিতরে এ সমুদায়ই অন্তর্ভূত।" জীবনাদর্শের কি আশ্চর্য্য বিশালতা!

ইংলণ্ডের রাজপরিবার-সম্পর্কীয় পত্রাদির প্রসঙ্গে একথা বলা, বোধ হয়, অনাবশ্যক যে, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সাময়িক ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের—বিশেষতঃ সহৃদয়া সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ভারতশাসনে বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায়ে বিশ্বাস করিতেন ও মহারাজ্ঞীকে তাঁহার পদোচিত রাজভক্তি অর্পণ করিতেন। এ কথা অবিসম্বাদী যে, ধর্ম্মগত স্বাধীনতার দিক দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষতার তুলনা বিরল। তথাচ আচার্য্যদেব

কখনও ব্রিটিশরাজ্যশাসনের ক্রটি প্রকাশ্যভাবে—এমন কি ইংলণ্ডে অবস্থানকালেও দেখাইয়া দিতে বিরত হন নাই।

ইংরাজীতে লিখিত অনেক পত্র এই সংস্করণে অপ্রকাশিত রহিল। আচার্য্যদেবের সহধর্ম্মিণীর নিকট লিখিত পত্রাবলীর নানা স্থানে মিস শার্প নাম্নী যে মহিলা-বন্ধুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি (এখন মিসেস কব) আজিও জীবিতা আছেন। এই নবতিপরা সম্ভ্রান্ত মহিলা ব্রহ্মানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহাকে লিখিত পত্রগুলি অমূল্য সম্পদের ন্যায় অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি আমার নিকট সেগুলি পাঠাইয়া দিয়া, আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতাভাজনীয়া হইয়াছেন। এই সকল পত্র সময়ান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

ইহা সহজেই অনুমিত হইবে যে, আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে কর্ম্মবহুল জীবনে—নানা ক্ষেত্রে—নানা প্রসঙ্গে শত শত পত্র লিখিতে হইয়াছিল; সেই তুলনায় এই পুস্তকে যাহা মুদ্রিত হইল, তাহার সংখ্যা অতি অল্প। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের এই সুদীর্ঘকাল পরে, বহু চেষ্টাতেও অধিকাংশ পত্র উদ্ধার করিতে পারা গেল না।

পাঠকদিগের সুবিধার জন্য, পত্রোল্লিখিত নামসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

এই সংস্করণে নানা ভুল ও ক্রটি রহিয়া গেল—তথাপি বিশ্বাস করি, চয়নিকার গুণে নয়—কিন্তু অমূল্য রত্নগুলির অবিনশ্বর গৌরবে—ইহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে।

পিতৃদেবের পত্রাবলী সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিবার জন্য যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট আমি ঋণী। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় ও প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন কতকগুলি পত্র দিয়াছেন; তাহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লধ মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কণে অনুগ্রহপূর্ব্বক বহু যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রকাশে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন; এজন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সর্ব্বশেষে আমার পূজনীয় স্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, যাঁহার ঐকান্তিক যত্ন, উৎসাহ ও আচার্য্যদেবের প্রতি অচলা ভক্তি আমাকে এই মহৎ কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাঁহাকে প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

নিবেদিকা
শ্রীমণিকা মহলানবিশ

প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের

পত্রাবলী

হিমালয়, দার্জিলিং

৭ই জুলাই, ১৮৮২।

ভক্তিভাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয়, তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়, হরি কি সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া

রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা। /

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

(প্রত্যুত্তর)

আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ,

৩০শে আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরোনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে, সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্য মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি, এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ আপশোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "কাহাকেও এমন পাই না, যে আমার কথায় সায় দেয়;"-তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠ্‌ত, আর খুসি হয়ে বল্‌তে থাকিত—"কি মস্তি জানি না যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি, এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগ-বন্ধন হইয়াছিল; নানাপ্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ। এ কাজেই

তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা ;"—সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান – উচু নিচুর কোন খিরকিচ্ নাই। ইতি ২রা শ্রাবণ, ৫৩ ব্রাঃ সং।

তোমার অনুরাগী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

মসূরী পর্ব্বত।

তারাভিউ

শিমলা, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ।

পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম।

গত বৎসরে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম, আপনার শরীর অসুস্থ ; ইচ্ছা হয়, নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ সেবা করি। বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ? হৃদয়ের যোগ, আত্মার যোগ তো আছেই ; তথাপি মন চায় যে, শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে, তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর মনোহর ব্রহ্মলীলা-দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে। যত দিন যাইতেছে, তত ব্রহ্মসূর্য্যের কিরণ ও ব্রহ্মচন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্তরে বাহিরে দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! মনে হয়, পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর

কখন হয় নাই ; আমাদের কি সৌভাগ্য, এই সকল আনন্দলীলা আমরা পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু। নিরাকারের এমন খেলা, যিনি ভূমা মহান্, তাঁহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা জানিত, কে বা ভাবিত ? এখন তাঁহারই প্রসাদে এ সমুদায় দুঃখী কৃপাপাত্র ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল ! অনাগুনন্ত করতলন্যস্ত ! হইল কি ? ছিল কি ? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, গঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন, চারিদিকে নূতন শোভা ! কোথাও গম্ভীরনিনাদে, কোথাও মধুরস্বরে ব্রহ্মনাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকা যায় না। এ সকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আসুন, গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসখার প্রেমরস পান করি ও প্রেমময় নাম গান করি।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী সেবক
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

(প্রত্যুত্তর)

হিমালয় পর্ব্বত,
১৪ই আশ্বিন, ব্রাঃ সং ৫৪।

প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ !

আর আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছুদিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই শুভ সময়ে প্রেমসহকারে একটি শ্লোক উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর :—

"কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥"

"নিম্নে বসুন্ধরা উর্দ্ধে দেবলোক
সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর।
আনন্দময়ের মঙ্গলস্বরূপ
সকল ভুবন করে প্রচার॥"

তাঁহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্চর্য্য! তোমার কথা আশ্চর্য্য! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্মনাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা, যাও, তাঁর নাম প্রচারো—তাঁর আনন্দজনক সুন্দর আনন দেখ রে, নয়ন, সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুনশ্চ—এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিলে, আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব।

কাণপুর
১১ই অক্টোবর, ১৮৮৩।

পিতৃচরণকমলে প্রণাম ও নিবেদন,

শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ পথে তিন স্থানে থাকিতে হইয়াছিল, এজন্য এখানে আসিতে বিলম্ব হইল। আজ বৃহস্পতিবার, গত সোমবার রাত্রি ২টার সময়ে এখানে পঁহুছিয়াছি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে আপনার

আশীর্ব্বাদপত্রপাঠে কৃতার্থ হইলাম। শরীর সম্বন্ধে আপনাকে আর কি লিখিব? আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আর সে শরীর নাই, সে বলও নাই। দেহ নিতান্ত রুগ্ন ও ভগ্ন এবং কঠিন রোগে ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজকাল হাকিমের মতে চলিতেছি। এ সকলই তাঁহার ভৌতিক খেলা, তাঁহার দিকে প্রাণকে টানিবার গূঢ় প্রেম-কৌশল। কিছু বুঝিতে পারি না, কেবল মঙ্গলময়ের সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি। যোগানন্দের উদ্যান অতি মনোহর, সেখানে আপনার সুন্দর হাফেজপক্ষী থাকেন। জীবনে অনেক কষ্ট ও পরীক্ষা, চিরদিন এইরূপ, আপনি তো জানেন। কিন্তু এই রোগ শোকের মধ্যে আপনার সেই সত্য শিব সুন্দর, কাল ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রেমানন্দের আলোক। এ দানের প্রতি বিশ্বনাথের যথেষ্ট কৃপা। আর কি বলিব? স্নেহ-উপহারের জন্য বার বার ধন্যবাদ করি। যদি নিতান্ত কষ্টকর না হয়, সময়ে সময়ে হস্তাক্ষর পাইলে বাধিত হইব। অন্যথা হৃদয়ে রাখিবেন।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক * মহাশয়েষু—

অগণ্যনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

এখানে এতদিন কি করিলাম, তাহা বিস্তার করিয়া লিখিতেছি। দুই

* ১৭৮১ শকের ১১ই পৌষে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় পদে কেশবচন্দ্রের নিয়োগ হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি একা সম্পাদক নিযুক্ত হন নাই. ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ে সম্পাদক এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ পত্র ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের নিকট লিখিত।

লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য এখানে আসিয়াছি, প্রথমতঃ শরীর সুস্থ ও সবল করা, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণনগরে কুসংস্কার সকল পরিহার করতঃ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার করা। যদিও দ্বাদশ দিবস অতীত হইয়াছে, শরীরের বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাই নাই। এখানে দিবসে, বিশেষতঃ ২।৩টার সময় উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠে, এবং শরীরকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে। গত বৃহস্পতিবারে ঘোর ঘটা করিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে।

* * * *

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য আমরা কি করিতেছি, তাহা জানিতে আপনার কৌতূহল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যখন আমাকে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিবার গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিবন্ধকগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বোধ হইয়াছিল যে, আমার ক্ষুদ্র বলে এ মহৎ কর্ম্ম সংসাধন করা অত্যন্ত সুকঠিন। মনে করিয়াছিলাম, কেবল কতকগুলি প্রীতিবিহীন বিষয়ী লোক ও প্রখরবুদ্ধির মধ্যে পড়িয়া দিন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু সত্যের জয় সর্ব্বত্র হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া, আমার আশা অবসন্ন হয় নাই। যাহা হউক, কি আশ্চর্য্য! কি আনন্দের বিষয়! কৃষ্ণনগরেও আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানেও ঈশ্বর-প্রসাদে উৎসাহ ও প্রীতি পাইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। অনেক বিবেচনা করিয়া এখানে একেবারেই "টানা জাল" ফেলিয়াছি, অর্থাৎ যাহাতে অনেক এবং নানাবিধ লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জড়িত হইতে পারে। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারে সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম; তাহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার উন্নতির পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম একমাত্র উপায়, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, এবম্বিধ কতিপয় বিষয় বলিয়া, অবেশেষে মুখে একটি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

করিলাম। প্রায় ৩০০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে যুবা, বৃদ্ধ, বালক, ভদ্র, ইতর, ধনী, দরিদ্র অনেক প্রকার লোক ছিল। যদিও বক্তৃতা সুদীর্ঘ হইয়াছিল, এবং অনেকে স্থানাভাবপ্রযুক্ত দণ্ডায়মান ছিলেন, তথাপি অনেকাংশ লোকের যে প্রকার মনোযোগ দেখিলাম, তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। অনেক লোক আসিয়াছে, ক্রমে বাছিয়া লইতে হইবে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র নিকেতনে আনিতে হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া ৪টী বক্তৃতা করিবার কল্পনা করিলাম, দুটী জ্ঞান ও দুটী অনুষ্ঠানবিষয়ক। (১) ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি। (২) প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি। (৩) জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আবশ্যকতা। (৪) ঈশ্বরের জন্য বিষয়-ত্যাগ। গত মঙ্গলবারে প্রথম বক্তৃতা ও শুক্রবারে দ্বিতীয় বক্তৃতা হইল। প্রায় ১৫০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের কিছু কিছু বুঝাইয়া দিলাম এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রতি ২।৪টী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। পাদ্রি ডাইসন সাহেব বক্তৃতার পরে আমাদিগের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন, বোধ হয়, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। অদ্য প্রার্থনার বিষয় বলিবার দিন। ঈশ্বর করুন, যেন অদ্যকার বক্তৃতা নিষ্ফল না হয়, যেহেতুক ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই।

প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি। কিন্তু গূঢ়রূপে প্রীতির জাল বিস্তার না করিলে, কেবল বাহ্য আড়ম্বরে ধর্ম্ম-প্রচার হয় না। এজন্য এখানকার যুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে, তাহাদিগের সহিত দুশ্ছেদ্য প্রণয়শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছি। ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন ও কখন কখন তর্ক বিতর্ক হয়—তাঁহাদের কি কি অভাব জানিতেছি। ধর্ম্মালোচনার জন্য একটী সভা সংস্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছি। আমাদের পরিশ্রম কি বিফল হইয়াছে? আমরা কি অরণ্যে রোদন করিলাম? মরুভূমিতে বীজ

রোপণ করিলাম ? কখনই না। কালেজের মধ্যে উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত কত ছাত্র আমাদের বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে। আমাদিগের সহিত ভ্রাতৃ-ভাবে কথোপকথন করিতে ও সুচারুরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত জানিতে তাঁহাদের অত্যন্ত উৎসাহ। শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই আগ্রহপূর্ব্বক শুনিতে আইসেন। সত্য জানিবার জন্য ইচ্ছা, ব্রহ্মরস পান করিবার তৃষ্ণা অনেকেরই আছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতেছি। কৃষ্ণনগরস্থ যুবা বৃদ্ধ প্রায় সকলেরই মধ্যে একটী গোলমাল হইয়াছে। নিদ্রা ও উপেক্ষার লক্ষণ বড় দেখা যায় না। এদিকে তো এই, আবার পাদ্রিদের মধ্যেও গোল হইয়াছে। ডাইসন সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মের আপ্তবাক্য ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিলাম, সংগ্রামের জন্য হামিল্টনের লেকচর এবং অন্যান্য অস্ত্র সকল সংগ্রহ করিতেছেন। দেখি, তিনি কি বলেন। আমাদের লক্ষ্য তর্ক বিবাদ নহে; কেবল প্রীতির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা।

প্রীতি যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের প্রধান উপায়, এই বিশ্বাসটী মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রীতিবিহীন প্রচারক কোন কর্ম্মেরই নয়। প্রীতি থাকিলে সহিষ্ণুতা হয়, পরের কটূক্তি, গ্লানি, উপহাস, অত্যাচার সহ্য করা যায়। প্রীতি থাকিলে অভিমান ক্রোধ অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে হয়; কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের নিকট নম্র ও বিনীতভাবে যাওয়া যায়। প্রীতি থাকিলে সত্য-জিজ্ঞাসুদিগকে শীঘ্র আনা যায়, শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া যুদ্ধ করা যায়, সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে আকর্ষণ ও হরণ করা যায়। এ সময়ে কতকগুলি প্রচারক আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে প্রস্তুত করা উচিত। কত শত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গল ছায়া লাভ করিতে না পাইয়া, যে প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, তাহা দেখিলে কাহার না দয়া হয়। প্রচারের জন্য

আমাদের আরো যত্ন করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল জ্যোতি সর্ব্বত্রে প্রকাশিত হয়, যদি ইহার যথার্থ ভাব সকলে অবগত হয়, তাহা হইলে অনেকে ইহাতে অনুরক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সুধা পাইলে কে না আনন্দের সহিত পান করে? ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মের তিনিই প্রবর্ত্তক, তিনিই প্রচারক; আমরা কেবল উপায় মাত্র। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সফল হইয়াছে—সত্যের প্রভা যে ১০।১২ জন লোকেরও মনে বিকীর্ণ হইয়াছে—বীর্য্যহীন ও নিরুৎসাহী লোকদিগের মধ্যে যে উৎসাহ ও নবজীবন প্রকাশ পাইতেছে—কৃষ্ণনগরে যে এমন আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে, তজ্জন্য সকলে মিলিয়া পরম পিতাকে কৃতজ্ঞতা-উপহার অর্পণ করি।

কৃষ্ণনগর,
৩১শে বৈশাখ, ১৭৮৩ শক। শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
(১২ই মে, ১৮৬১ খৃঃ)

অধিকারপত্র

ওঁ তৎসৎ

"ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপান।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ * কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
আচার্য্য মহাশয়েষু।

তুমি অদ্য ঈশ্বরপ্রসাদে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে, তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। তোমার উপদেশ

* ১১ই মাঘ, ১৭৮৩ শক (২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬২ খৃঃ) কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

ও অনুষ্ঠান যেন ব্রাহ্মদিগের অমৃতের সোপান হয়। যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, মঙ্গলনিধান পরমেশ্বরের প্রতি ব্রাহ্মদিগের মনোবুদ্ধি আত্মা উন্নত হয়, ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, যাহাতে দ্বেষ কলহ অন্তরিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হয়, এপ্রকার সদুপদেশ দিবে, এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে। সম্পত্তি বিপত্তিতে, স্তুতি নিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। আপনার মান মর্য্যাদা প্রভুত্ব-বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধর্ম্ম পোষণ করুন, তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন বীর্য্যবান্ হউক, জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, ধর্ম্ম স্বার্থহীন হউক, হৃদয় প্রশস্ত ও পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক, তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্রকথা শ্রবণ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

১লা বৈশাখ, ১৭৮৪ শক।
(১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধানাচার্য্য।

শিবপুর,
২৪শে বৈশাখ, ১৭৮৭ শক।
(৫ই মে, ১৮৬৫ খৃঃ)

প্রণামা নিবেদনঞ্চ,

আমার প্রতি আপনার পূর্ব্বে যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি ছিল, তাহার সহিত আপনার বর্ত্তমান ব্যবহার তুলনা করিলে যে কি পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হইতে হয়, তাহা বলিতে পারি না। আপনি যে সকল পত্র আমাকে লিখিতেন এবং যে প্রকার প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন, তাহা যে

অসাধারণ প্রণয়ের লক্ষণ, তাহা আপনিও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। বাস্তবিক পিতা পুত্রের যে কোমল নিকট সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিল। ইহারই জন্য আপনার বর্ত্তমান ব্যবহার আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক হইয়াছে, এবং যখন ইহা স্মরণ করি, তখনই হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। যাহা হউক, ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিতে পারে। কয়েক দিবস হইল, প্রতিনিধি-সভা সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি অবজ্ঞা করিয়া তাহার উত্তর দেন নাই। সে পত্রের উত্তর লেখাতে সমাজের মানের হানি বা মহত্ত্বের হ্রাস হইত, ইহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ আপনি আমার বিষয় যাহা কিছু জানেন, তাহাতে কখনই আমাকে এত নীচ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না এবং আমার সহিত সামান্য ভদ্রতা রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। ইহাতে যে আমার বিশেষ অনিষ্ট বা ক্ষতি হইয়াছে, তাহা নহে ; এ বিষয়ের উল্লেখ করিবার এক মাত্র তাৎপর্য্য যে, যদি আমরা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে পরস্পরকে ঘৃণা বা ভয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ; প্রশস্ত-চিত্তে সাহস পূর্ব্বক সত্য পালন করিলে সকল দিক শোভা পাইবে। আমার দোষ দেখেন—ভৎ‌র্সনা করুন, আমার অসঙ্গত মত থাকে—প্রকাশ্যরূপে নির্ভয়মনে তাহা খণ্ডন করুন, কিন্তু বিদ্বেষ ঘৃণা বা ভয় এ সকল ঈশ্বরের কার্য্যের প্রকৃত লক্ষণ কখনই নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; পূর্ব্বে আপনি যে অসামান্য মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার উপর এই বিষয়টি নির্ভর করিতেছে, আপনি ইহার ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবেন।

(২) আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ট্রষ্টডীড অনুসারে কেবল উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে, এবং প্রচারের জন্য ভিন্ন স্থান

আবশ্যক; কিন্তু ঐ গৃহে আবার (ট্রষ্টডীডের বিরুদ্ধে) প্রচারের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, তবে পূর্ব্বের ন্যায় তথায় প্রতিনিধিসভা বা প্রচারসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য কেন হইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। এই মাত্র বোধ হয় যে, উক্ত সভা এবং আমাদের সমুদায় কার্য্য আপনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ জ্ঞান করেন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করিতে আপনি ভীত হন। কিন্তু আবার আপনি প্রতিনিধিসভার সভাপতি এবং প্রচারকার্য্যের অন্যতর অধ্যক্ষ; তবে এ সকল বিষয়ে আপনি বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? উভয় দিকে আপনি সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, অতএব উভয় দিকেই সদ্ভাব থাকা আবশ্যক।

(৩) যখন বর্ত্তমান গোলমালের সূত্রপাত হয়, তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে, এই কলহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে এবং সতর্ক না হইলে, ইহা হইতে অবশেষে দলাদলি হইবে; কিন্তু তখন আপনি এ কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই কলহ-অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। সামান্য বিবাদ হইতে কেমন ভয়ানক দলাদলি উৎপন্ন হইতেছে। এখন ভাবান্তর ও মতান্তর দুইই দেখা যাইতেছে। আপনি ভবানীপুরে যে উপদেশ দিয়াছিলেন (যদিও তাহা হইতে কিয়দংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে), তাহা লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। ইহাতে আপনার যথার্থ মত ও বিশ্বাস বিবৃত হইয়াছে, এবং এতৎপাঠে আমার পূর্ব্বের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইতেছে যে, আপনি অনুষ্ঠানকারী দলের প্রতি যে কেবল অপ্রসন্ন, তাহা নহে, তাহাদের উন্নতির পথ অবরোধ করিতেও আপনার একান্ত চেষ্টা। এ অবস্থায় যে দলাদলি ভাব আরো প্রগাঢ় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আপনি আমাদের কার্য্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত না করিয়া, যদি কেবল সমাজের ট্রষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং বিরোধী

না হইয়া পৃথকভাবে স্বীয় লক্ষ্য সংসাধন করিতেন, তাহা হইলে এত গোলের সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণে আমরা সফলযত্ন হইব, সেই পরিমাণে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত, তখন আপনি উল্লিখিত উপদেশের ন্যায় মত প্রচার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এবং যখন আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস যে, এরূপ উপদেশ দ্বারা গূঢ়রূপে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তখন আমরাই বা ঈশ্বরের দাস হইয়া তৎপ্রচারে কিরূপে উপেক্ষা করিব? এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, ইহা বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমি বিবাদের জন্য লিখিতেছি না, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হয়, ইচ্ছা আপনারও যেমন, আমারও তেমনি ইচ্ছা। সমাজে এরূপ বিরোধ অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু উভয় দিকেই আত্মপক্ষ-সমর্থনে অপ্রতিহত চেষ্টা থাকিলে এ বিরোধ হইবেই হইবে, নিশ্চয়ই হইবে। ভাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায়, অশেষ বিবাদ চলিবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বৈষয়িক সম্বন্ধ, তাহা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। আপনি যেরূপ উপদেশ দিতেছেন, তদ্দ্বারা আপনার ধর্ম্মবিষয়ক যথার্থ মত প্রকাশিত হইবে, এবং আমরা যাহা লিখিতেছি ও লিখিব, তাহাতে আমাদের মত প্রদর্শিত হইবে। এ বিবাদ নিবারণের উপায় নাই। কিন্তু এ বিবাদ হইতে অবশেষে সত্যের জয় হইবে, ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হইবে। আপাততঃ কেবল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক সম্বন্ধ লইয়া যে বিবাদ হইতেছে, তাহার মীমাংসা করা উচিত। এ বিষয়ে আপনার যাহা যথার্থ মত, তাহা বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করা বিধেয়; পত্র দ্বারাই হউক বা অন্য উপায়েই হউক, ইহা আমাদিগকে অবগত করিতে হইবে। কলি-

কাতা ব্রাহ্মসমাজের অর্থ কি, ইহাতে কেবল উপাসনা হইবে, কি প্রচারও হইবে, ব্রাহ্মসমাজগৃহে আমাদের কোন সভার অধিবেশন বা আমাদের প্রচারসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য হইবে কি না, ইহার দান কিরূপে ব্যয়িত হইবে, ইহার সহিত সাধারণের কি প্রকার যোগ থাকিবে, আপনি প্রতিনিধিসভা ও আমাদের তাবৎ প্রচারকার্য্যের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখিবেন,—এ সমুদায় আপনি পরিষ্কার করিয়া লিখিলে, আমরা আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বুঝিয়া লইতে পারি, এবং যাহাতে বৈষয়িক বিরোধ না থাকে, এরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। অতএব বিনীতভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এ বিষয়ে আপনি সত্বর মনোযোগী হইবেন। আগামী রবিবারে সাধারণ সভা হইবার কথা আছে, যদি ইহার পূর্ব্বে আপনি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

সত্যের জয়! সত্যের জয়!! সত্যের জয়!!!

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা,
২৫শে বৈশাখ, ১৭৮৭ শক।
(৬ই মে, ১৮৬৫ খৃঃ)

প্রাণাধিকেষু,

সান্ত্বনাপূর্ব্বকং সম্ভাষণমিদম্—

আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, আমার কথায় বিরক্ত হইও না। তোমার মনোহর কান্তি ও উজ্জ্বল মুখ যখনি মনে হয়, তখনি তোমার প্রতি আমার স্নেহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ধাবিত হইতে যায়; কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তোমার নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের চেষ্টা স্মরণ হইয়া, অমনি তাহা

নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ধূম বিনির্গত হইয়া আমার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে। আমার জীবনে বঙ্গভূমি মধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশুদ্ধচরিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই, বিশুদ্ধতার সঙ্গে, মহত্বের সঙ্গে ঘৃণা-ভাব কখনই থাকিতে পারে না। অতএব তোমাকে আমি কখনই ঘৃণা করিতে পারি না—বিশেষতঃ তোমার হৃদয়ে যখন পবিত্র-স্বরূপ বাস করিতেছেন। প্রতিনিধি সভার অধিবেশনের জন্য সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন মত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, পুনর্ব্বার তাহার উল্লেখ করিতে সম্পাদককে বলি নাই। তোমাকে আমি নীচ ভাবিয়া, তোমার প্রতি আমি ঘৃণা করিয়া যে সম্পাদককে তাহার উত্তর লিখিতে বলি নাই, ইহা কদাচ মনে করিবে না। তুমি চিরকালই আমার সমাদরভাজন আছ ও থাকিবে। তোমার বুদ্ধি কৌশল, তোমার মনের কল্পনা, তোমার বাক্-পটুতা, নিপুণতা, একাগ্রতা প্রভৃতি যে সকল প্রচুর সদ্‌গুণ আছে, ইহাতে তুমি যে জয় লাভ করিবে, ইহাতে আমার এতটুকুও সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি আপনাকে ভুলিয়া এবং জয় পরাজয় ভুলিয়া, কেবল ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে প্রবৃত্ত থাক, তবে এই বঙ্গভূমিতে অমৃতবারির বর্ষণ হইবে ও ইহার মহোপকার সাধিত হইবে,—নতুবা আপনার গৌরবের জন্য, আপনার দলপুষ্টির জন্য, আপনার জয়লাভের জন্য যদি ঈশ্বরের মহিমা-ঘোষণা উপায়মাত্র করা হয়, তবে তাহা হইতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে। আমার ভয় হইতেছে যে, পাছে তোমার হৃদয় অতীব কঠোর হইয়া তোমার সদ্‌গুণ সকলকে অযোগ্য-রূপ ব্যবহার করে এবং লোকের অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। এজন্য বলিতেছি যে, যাহাতে "ভাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায়, অশেষ বিবাদ" না চলে, এমন বিধান সর্ব্বাগ্রে

করিবে। আমার কথা যদি শ্রবণ কর, তোমার এই করা কর্ত্তব্য যে, তুমি আমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। এই ছয় বৎসর যেরূপ প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে মনের সহিত তোমার সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলাম, এখন আর তোমার সহিত সে প্রকার যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মৌখিক যোগ দিলে হিতে আরো বিপরীত হইয়া পড়িবে। তোমার অভিপ্রায়-মতে আমি কর্ম্ম না করাতেই বর্ত্তমান গোলযোগের সূত্রপাত হয়। এ বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ যে, "যখন বর্ত্তমান গোলযোগের সূত্রপাত হয়, তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে, এই কলহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে।" পরে তুমি লিখিতেছ যে, "আপনি এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।" যথার্থই আমি তখন এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তখন আমি জানিতে পারি নাই যে, তোমার মনে মনে এত ছিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আমার কার্য্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায় ব্রাহ্মদিগের ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব; তথা হইতে যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করিব; পত্রিকাদ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রচার হয়, তাহাতে যত্ন করিব। ইহা করিলে যদি তোমার বিপক্ষতা করা হয়, তবে ইহার উপায় নাই। আমার দল নাই, আমার বল নাই, আমার এ পৃথিবীর জীবন অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে; আমি সেই কয়দিনের জন্য যতটুকু পারি—একাকী বা আমার সুহৃদ্দিগের সঙ্গে—ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ভার অপরাজিতচিত্তে বহন করিব, এই আমার প্রিয় অভিলাষ। কর্ম্মেতে আমার অধিকার, কিন্তু ইহার ফল ফলদাতার হস্তে, আমি সে ফল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই এখান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া, এই ছয় বৎসর তোমার নিকট হইতে যে

কিছু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, নমস্কার করিয়া এই পত্র শেষ করিতেছি। সুবিজ্ঞকে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন কি?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

শনিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ,
১৭৮৭ শক।
(১৩ই মে, ১৮৬৫ খৃঃ)

প্রণামা নিবেদনমিদং,

আপনার সরলভাবপূর্ণ পত্রপাঠে কত আরাম ও সন্তোষ লাভ করিলাম, বলিতে পারি না। যখন আপনি হৃদয়ের যথার্থ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে সহস্র কটু বা কঠোর কথা বা গ্লানিসূচক ভৎ'সনা থাকিলেও, আমি "ক্রুদ্ধ" হইতে পারি না, "বিরক্ত" হইতে পারি না। বাস্তবিক আমার মনে স্বভাবতঃ ক্রোধ এত অল্প যে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এ বিষয়ে আপনার আশঙ্কা করা এক প্রকার অন্যায় ও অনাবশ্যক। আমাকে আপনি ঘৃণা করেন না, কখনই ঘৃণা করিতে পারেন না, ইহা শুনিয়া আমার মনের কষ্ট কিছু লাঘব হইল, এবং আমার এরূপ আশা হইতেছে যে, আপনি আমার কথা অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞা করিবেন না। বর্ত্তমান কষ্টের সময় ইহা আমার সামান্য সন্তোষের কারণ নহে। আপনি পত্রের শেষভাগে আমার নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়া বিদায় লইবার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমি আপনার কৃতজ্ঞতা-উপহার গ্রহণ করিতে পারি না এবং আপনাকে বিদায় দিতেও পারি না। সেই উপহার আপনি ঈশ্বরচরণে অর্পণ করুন, যেহেতু আপনি যাহা কিছু উপকার

পাইয়াছেন, তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত, কখনই মনুষ্যপ্রদত্ত নহে। অতএব আপনার কৃতজ্ঞতা-গ্রহণে আমার কোন অধিকার নাই। দ্বিতীয়তঃ আমরা উভয়েই যখন ব্রাহ্মসমাজরূপ এক শরীরের অঙ্গ এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-ব্রতে ব্রতী, তখন আপনাকে বিদায় দিব? যদি আমাদের সম্বন্ধ পার্থিব বন্ধুতামাত্র হইত, তাহা হইলে এ অবস্থাতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু আমাদের যোগ গূঢ় ধর্ম্মযোগ, প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্মেরই সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছি, এবং আপনাদের স্বীয় স্বীয় লক্ষ্যসিদ্ধিও পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছে। তবে আপন ইচ্ছাতে কি আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি? আপনি যেন আমাকে পৃথক্ করিয়া দিলেন, কিন্তু আপনি কি আমার কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন, না, আমি আপনার কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারি? ইহা নিশ্চয় জানিবেন, যতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক্ষেত্রে আমাদের উভয়েরই কার্য্য করিতে হইবে, তত দিন কেহ কাহাকে মৌখিক বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।

(২) আমার চরিত্রবিষয়ে যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন এবং সেই সকল দোষ সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা নিরপেক্ষ-ভাবে আপনার পুনর্ব্বিচার করা কর্ত্তব্য। আমার বাস্তবিক দুঃখ হইতেছে যে, ছয় বৎসর কাল এত গভীর যোগ সত্ত্বেও আপনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। আমার দোষ গুণ অন্যে না জানুক, আপনার জানিবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কেনই আপনি এত সূক্ষ্মদর্শী হইয়া তাহা বুঝিতে অক্ষম হইলেন এবং কেনই এত মহৎ হইয়াও অকারণে আমাকে দোষী বলিয়া বিদায় করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। আপনার লেখার ভাবে বোধ হইতেছে যে, আমার যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহা আমি গৌরবের জন্য নিয়োগ করিতেছি, এবং আমি যাহা কিছু করিতেছি,

সকলই জয়লাভের জন্য—এই কারণেই আমি সম্প্রতি আপনার অপ্রীতি-ভাজন হইয়াছি এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষকে "কালকূট গরলে অভিভূত" করিবার কারণ হইয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই সকল (কু অথবা সু) লক্ষণ কি আপনি আমার চরিত্রে বা জীবনে সম্প্রতি দেখিতে পাইয়াছেন, এবং তাহারই জন্য কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন? বলিতে কি, আমার ইহা বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয়, এই লক্ষণগুলিরই জন্য আমি গত ছয় বৎসর আপনার প্রীতি ও স্নেহভাজন হইয়াছিলাম। তবে এখন মতভেদ হইয়াছে বলিয়া, তাহা আর আপনার ভাল লাগে না। আপনি কি জানেন না, আমি পূর্ব্বাবধি একজন দাম্ভিক, এবং জয়লাভেচ্ছা আমার সকল কার্য্যের অন্যতর প্রবর্ত্তক! এমন কি, আপনার সহিত যোগ দিবার পূর্ব্বে, এই লক্ষণগুলি আমার জীবনকে অধিকার করিয়াছিল, এবং অদ্যাপি তাহা অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে। আমি যে আমার আত্মার মত প্রচার করি, এবং অন্যের পরামর্শের পরতন্ত্র হইতে চাহি না, আমি যে অন্যের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া আত্মাতে ঈশ্বরপ্রেরিত শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করি, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমার অন্তরে ঈশ্বর একটি আদর্শ নিহিত করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তদনুসারে আমি ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার করিতে পারি, ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য, যতই আমি আত্মনির্ভর করিব, যতই স্থিরচিত্ত হইয়া সেই আদর্শ আলোচনা করিব, যতই অন্যের কথা না শুনিয়া সেই আদর্শের অনুবর্ত্তী হইব, ততই আমি কৃতকার্য্য হইব, ততই ঈশ্বরের দাস বলিয়া আমি পরিচয় দিতে পারিব, ইহা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। যদি আমি অন্যের কথায় ভুলিয়া বা অন্যের অনুরোধে বদ্ধ হইয়া, আমার আত্মনিহিত সত্য-প্রচারে যত্নশীল না হই, আমার জন্ম বৃথা, মেদিনী এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে স্থান দিবে না;

যদি আমি জয়লাভ করিতে না পারি, আমার জীবন আর মৃত্যুতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ দম্ভ ও জয়লাভেচ্ছা দোষ, কি গুণ, তাহা তিনি জানেন, যিনি ইহা আমাকে দিয়াছেন, ইহা হইতে মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে, তাহা তিনি জানেন, যিনি ইহা নিয়োগ করিতেছেন। যখন আমি হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিলাম, তখন সকলেই আমাকে দাম্ভিক বলিয়া তিরস্কার করিল, যখন পরিবার ও গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, আত্মীয় বন্ধুরাও ঐ কথা বলিল, এখন আপনার সহিত মতভেদের জন্য বিচ্ছেদ হইতেছে, আপনিও সেই পুরাতন কথা বলিতেছেন। এই সৌসাদৃশ্যের কারণ কি? যে ব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম ও অমান্য করিয়া আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে, যে ব্যক্তি আমাদের মত বা পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া, স্বীয় মতের অনুবর্ত্তী হয়, আমরা তাহাকে দাম্ভিক বলি, জগতের এই সংস্কার। বাস্তবিক সে দম্ভ দম্ভ নহে, তাহার প্রকৃত অর্থ আত্মনির্ভর ও স্বাধীনতা। আপনার মনে হইতেছে যে, আমার হৃদয় অতীব কঠোর হইয়া, আমার সদ্‌গুণ সকলকে অযোগ্যরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার হৃদয় বহুদিনাবধি কঠোর, তাহা কি আপনি জানিতেন না? এই কঠোরতার জন্য আমি সংসার অপেক্ষা ঈশ্বরকে প্রীতি করিতাম; এই কঠোরতার জন্য আমি আপনাকে আমার স্ত্রী অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতাম; ইহারই জন্য আমি স্নেহময় ভ্রাতা ও স্নেহময়ী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, আমার সেই কঠোরতার জন্য এখন আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলাম। কিন্তু যখন পরিবার ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে ত্যাগ করিয়াও তাঁহাদিগকে প্রীতি করিতে নিরস্ত হই নাই, সেইরূপ আপনার প্রতি কঠোর হইয়াও আপনাকে প্রীতি করিতে অক্ষম হই নাই। "হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠোর ও পুষ্পের ন্যায় কোমল হইবে" এই উপদেশ

আপনি নিজ হস্তাক্ষরে সঙ্গতের পুস্তকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। এখন বোধ করি, আমার জীবনের দম্ভ ও কঠোরতার প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে আর তাহা হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা বৃথা, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। এই বলিয়া আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আরও দাম্ভিক হও, আরও আত্মনির্ভর শিক্ষা কর, স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধনে আরও কঠোর হও, জয়লাভের জন্য আরও একাগ্রচিত্ত হও, এবং লোকভয়ে ভীত না হইয়া, মান অপমানে বিচলিত না হইয়া, কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর।

(৩) আপনি লিখিয়াছেন যে, আমার প্রতি আপনার যেটুকু স্নেহ অগ্নি আছে, তাহা আমার নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের চেষ্টা স্মরণ মাত্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আমি যে নির্য্যাতন করিতেছি, তাহা আমি অস্বীকার করিব না; কিন্তু আপনাকে নহে, আপনার মত ও সংস্কারকে নির্য্যাতন করিতে হইতেছে। তজ্জন্য আপনি ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ করুন, আমি তাঁহার আদেশ ভিন্ন তাহা হইতে বিরত হইতে পারি না। যত দিন আপনার সংস্কার অন্যায় ও অনিষ্টকর বোধ হইবে, যত দিন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির প্রতিবন্ধক বলিয়া বোধ হইবে, ততদিন তাহাকে নির্য্যাতন করা, তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দু-ধর্ম্মকে নির্য্যাতন করা যেমন কর্ত্তব্য, কল্পিত ব্রাহ্মধর্ম্মের শিথিলভাবকে নির্য্যাতন করা তেমনি কর্ত্তব্য, উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার চেষ্টাকে নির্য্যাতন করা তেমনি কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর জানেন যে, আমি আপনাকে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

(৪) আপনি একস্থলে লিখিয়াছেন, আমার মনে মনে এত ছিল, তাহা আপনি জানিতেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। যদি পূর্ব্বাবধি ভাল করিয়া আমার পরিচয় লইতেন, তাহা হইলে এখন যাহা

যাহা ঘটিতেছে, তৎসমুদায় আপনি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেন ও তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। আমার এইরূপ সংস্কার ছিল যে, আপনি দূরদৃষ্টির সহিত সকল দিক দেখিয়া, আমার সহিত যোগ দিয়াছেন। এখন বুঝিতেছি যে, তাহা যথার্থ নহে। হয়ত এখন আমার মনে কি আছে, তাহাও আপনি জানেন না, এবং যখন তাহার প্রকাশ হইবার সময় হইবে, তখন হয়ত আপনি এখন অপেক্ষা সহস্র গুণ বিস্ময়াপন্ন ও বিরক্ত হইবেন। এই জন্য এখনও বলিতেছি, আমার মনে যাহা আছে, তাহা আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহকারে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করুন এবং আমার সহিত, ব্রাহ্মসমাজের সহিত, স্বদেশের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করুন। আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোন কার্য্য করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি না। এই মাত্র বলিতেছি, আমার যথার্থ মতগুলি, আমার হৃদয়ের ভাব এবং আমি যে যে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা আপনি অবগত হইয়া, আপনার কার্য্য করুন। আমাকে আপনি বুঝিতে না পারাতেই, তত্ত্ববোধিনী সভার মত, অক্ষয়কুমার দত্তের মত, আমাকে বিঘ্ন জ্ঞান করত, আমাকে বিদায় করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকরূপে ব্রাহ্ম-সমাজকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন করিবেন, এরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আমাকে না জানাতেই, আপনি আমাকে বলপূর্ব্বক বা কৌশলপূর্ব্বক, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। আমাকে না জানাতেই, আপনার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ট্রষ্ট-ক্ষমতা প্রকাশ করিলে, আপনি নির্ব্বিঘ্নে আপনার মত রক্ষা ও প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করা হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যদি আপনার এরূপ সংস্কার থাকে যে, আমার কার্য্য হইতে "কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে", তবে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমি কালসর্পের ন্যায় সমুদায়

ব্রাহ্মসমাজকে বেষ্টন করিয়া আছি, আমায় দুর করিবার যতই চেষ্টা হইবে, ততই আমার দংশনে সকল লোক গরলাভিষিক্ত হইবে! বাস্তবিক অন্যান্য ব্রাহ্মের ন্যায় আমিও ব্রাহ্মসমাজের এক অঙ্গ; যত দিন সমাজে আমার কার্য্য থাকিবে, তত দিন কাহারও সাধ্য নাই, বল বা কৌশলে বিদায় করিয়া দেন। গরল উদ্গীরণ করা হউক বা অমৃতবর্ষণ করা হউক, আমার যাহা যথার্থ কার্য্য, তাহা করিতেই হইবে। তাহা না করিয়া আমি ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের উপর আমার জীবন নির্ভর করিতেছে, আমি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইব, অথচ জীবিত থাকিব, ইহা কি আপনি সম্ভব মনে করেন? যখন আপনি আমাকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলাম যে, আপনি আমার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, আমার সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় যে আমি সর্ব্বপ্রযত্নে এবং ঈশ্বরের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আপনি ভিতরে ভিতরে সকল দিক ঠিক করিয়া হঠাৎ আমায় বলিলেন, হয় আমার মতে মত দাও, নয় চলিয়া যাও; আপনার মতে সায় দিতে পারিলাম না, কিন্তু চলিয়া যাইব কোথায়? একথার উত্তর না দিয়া, একেবারে আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম; পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পরম পিতাকে আহ্বান করিলাম, তিনি রক্ষা করিলেন, পথ দেখাইয়া দিলেন এবং অভয় দান করিলেন। ঈশ্বর যখন সহায়, তখন আর আমার ভয় কি? আমাকে যদি পূর্ব্বে সকল বিষয় জানাইয়া, একটু দাঁড়াইবার স্থান দিতেন, তাহা হইলে আমার এত যন্ত্রণা হইত না, এবং আমাদের মধ্যে এত বিরোধ হইত না। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর গোলযোগ বৃদ্ধি না হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করুন। সে

সদুপায় কি? আপনি লিখিয়াছেন, "আমার কথা যদি শ্রবণ কর, তোমার এই করা কর্ত্তব্য যে, তুমি আমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।" আপনি যদি বিবাদ মিটাইবার এই মাত্র উপায় স্থির করিয়া থাকেন, নিশ্চয়ই জানিবেন, ইহা কোন কার্য্যকর হইবে না। ধর্ম্মঘটিত বিবাদ কখনই এইরূপে শেষ হইবে না। যদি বিষয়-সম্বন্ধীয় কলহ হইত, উভয়ে পৃথক্ থাকিলে তাহা মিটাইবার সম্ভাবনা থাকিত, অথবা উভয়ের উদ্যোগে রফা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে আপনি আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না, আমিও আপনার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিব না। আপনার নিজের যাহা কিছু আছে, জমীদারী হউক বা সাংসারিক কার্য্য হউক, তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আপনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা আপনার কার্য্য কিরূপে বলিব, সাধারণ ব্রাহ্মেরা তাহাতে কিরূপে উপেক্ষা করিবেন, যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের। আপনি যদি আপনার মত কেবল নিজের জন্য ও নিজের সুহৃদ্দিগের জন্য রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে বড় বিবাদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যদি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া প্রচার করেন, এবং সমুদায় ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে তাহাতে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। আপনাকে স্পষ্ট বলিতেছি, যাহা আমার সাধ্যের অতীত, তাহা আমি করিতে পারিব না। আমার অন্তরে যে আদর্শ আছে, তদনুসারে আমায় কার্য্য করিতেই হইবে; যে কোন মত, যে কোন ভাব, যে কোন কার্য্য আমার পথের প্রতিবন্ধক বোধ হইবে, তাহা অতিক্রম করিতেই হইবে। ইহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। বার বার যদি সেই আদর্শে আঘাত লাগে, আমার একাগ্রতা, আত্মনির্ভরতা ও বল হয়ত আরও বৃদ্ধি হইবে;

কি করি, ইহাই আমার স্বভাব। বিনীতভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি শীঘ্র প্রতিবিধানের চেষ্টা দেখুন, আমাকে এ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাতে নিক্ষেপ করিবেন না। এখনও উপায় আছে; বার বার নিবেদন করিতেছি, "অশেষবিবাদ" নিরাকরণের চেষ্টা দেখুন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আপনি এতদিন যেরূপ অপ্রতিহত ও নিঃস্বার্থ যত্নের সহিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য ঈশ্বরপ্রসাদে আপনি বৃদ্ধ-বয়সে শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া, এ জীবন অবসান করেন। আপনার এ অবস্থাতে শান্তির ব্যাঘাত হইবে, ইহা স্মরণ মাত্র হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আবার যখন ভাবি যে, আমার জন্য আপনি কষ্ট পাইতেছেন, তখন মন একেবারে অস্থির হইয়া উঠে। এজন্য বার বার শত বার বলিতেছি, কৃপা করিয়া, ঈশ্বরের জন্য, আপনার জন্য, আমাদের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য, ভারতবর্ষের জন্য, সমুদায় পৃথিবীর জন্য—এই কলহ বিবাদের যাহাতে শেষ হয়, এরূপ বিধান করুন।

যিনি আত্মনির্ভরের জন্য দাম্ভিক হইলেন এবং
স্বাধীনতার জন্য অনেকের অপ্রিয় হইলেন, তিনি
পূর্ব্বেও যেমন, এখনো তেমনি আপনার
শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্ ও অনুগত দাস
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী ও প্রধান আচার্য্য মহাশয় সমীপেষু—

বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন,

কয়েক বৎসরাবধি ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উন্নতি হইয়া আসিতেছে, তদ্দর্শনে ব্রাহ্মমাত্রেরই হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইয়াছে, এবং ইহাতে ঈশ্বরের করুণা ও সত্যের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন। এই উন্নতি সমগ্র ও জীবন্তভাবে প্রকাশিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে দেশবিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ধাবিত হইতেছে; যুবা বৃদ্ধ, নর নারী, নির্ধন সধন, জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, সকল প্রকার লোকেই ইহার শরণাপন্ন হইতেছে, ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের শাখাপ্রশাখা নানাস্থানে সংস্থাপিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার গভীরতারও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা যেমন অধিকতর লোককে এক বিশ্বাসসূত্রে গ্রথিত করিতেছে, তেমনি আবার প্রত্যেকের জীবনে গভীরতররূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জ্ঞানোন্নতি, প্রীতির বিকাশ, চরিত্রোৎকর্ষ, সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মপ্রচার, সকল বিষয়েই উন্নতি দেদীপ্যমান। কিন্তু আপনার নিকট এ বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা অনাবশ্যক। আপনি স্বয়ং যেরূপ অপ্রতিহত অনুরাগ ও যত্নসহকারে প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহাতে এখনকার উন্নতি যে আপনার পক্ষে বিশেষ আনন্দকর, তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতেছি। আপনি কত সময়ে আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "আমি আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি।"

এই উন্নতির স্রোত হইতেই বর্ত্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মূলীভূত কারণ। এ বিবাদ আক্ষেপের

বিষয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহা কোন মতেই বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। পরিবর্ত্তনের সময় এরূপ বিবাদ বিসংবাদ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, এ সময়ে পুরাতন ও নূতন ভাবের সংঘর্ষণ হয়, উভয় পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা হইতে তর্ক বিতর্ক ও কলহ বিবাদ উপস্থিত হয় ; কিন্তু অবশেষে ঈশ্বরপ্রসাদে সত্যের জয় ও প্রকৃত কল্যাণের অভ্যুদয় হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেকের যেরূপ বিরাগ ও অসন্তোষ জন্মিয়াছে, তাহা কেবল এই সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে। জ্ঞানোন্নতি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাধীনতা, উদারতা ও উন্নতিশীলতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং ইহা যে পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক মত, এবং কি সামাজিক, কি গৃহসম্বন্ধায়, সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাতে তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাসানুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনাপ্রণালী ও কার্য্যপ্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িকলক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া, তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন। বর্ত্তমান কলহ কোন বৈষয়িক ব্যাপারসম্ভূত নহে, ইহা স্বার্থপরতানিবন্ধন বৈরভাবমূলক নহে, ইহা ধর্ম্মোন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রাম—ইহা নব্য ব্রাহ্মদিগের হৃদিস্থিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শের সহিত ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন অবস্থার বিরোধ।

সুতরাং এ অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। কালের উন্নত ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া, জনসমাজের নূতন ভাব ও নূতন অভাব অনুসারে ইহার কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন না করিলে, ইহা অগ্রগামী লোকদিগের অনুরাগবিরহিত হইয়া, স্বীয় মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে অক্ষম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উন্নতির ধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজকেও সেইরূপ উন্নতিশীল করা কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে, অদ্য আমরা বিনীতভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব আপনার উদার বিবেচনার উপর অর্পণ করিতেছি। আপনি যথাবিহিত বিধান করিবেন।

১। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা, কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।

২। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মেরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

৩। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার, প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য থাকিবে।

৪। যদ্যপি উপাসনাসম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর একদিন ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন। ইহা হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে, এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাবসঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপন-বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন।

নিতান্ত বশংবদ
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
শ্রীউমানাথ গুপ্ত
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার

কলিকাতা,
১৯শে আষাঢ়, ১৭৮৭ শক।
(২রা জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ)

প্রধানাচার্য্যের প্রত্যুত্তর

ওঁ তৎসৎ

প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

মহাশয় সমীপেষু—

সাদর নিবেদন,

১। তোমাদের ১৯শে আষাঢ়ের পত্র পাইয়া, তোমাদের অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রার্থনা অবগত হইলাম। তোমরা যে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হইয়াছ, ইহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে, কেবল ব্রাহ্মসমাজে নয়, কোন প্রকার জনসমাজেই চিরকাল একবিধ প্রণালী প্রচলিত রাখিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কালসহকারে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়া উঠে, সেই পরিবর্ত্ত সহকারে পুরাতন সামাজিক প্রণালীও পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কদাপি এ বিষয়ের অন্যথা হয় নাই। যখন যখন যে বিসয়ের যে প্রকার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করা গিয়াছে, এবং এক্ষণও সেইরূপ নিয়ম চলিতেছে।

২। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের ফললাভ হয় না। এই

বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই যে ব্রাহ্ম-সমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনাপ্রণালী ও কার্য্যপ্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িকলক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া, তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন, এবং তন্নিমিত্ত তোমরা একত্র হইয়া যে তিনটি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহ্লাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

৩। তোমাদের প্রথম প্রস্তাব এই যে, "ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।" জাতিবিভাজক ও গোত্রপ্রকাশক যে সকল উপাধি সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদসূচক দীপ্যমান চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে, বোধ হয়, তাহা রহিত করা তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদসূচক একমাত্র উপবীতই তোমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য। আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। যে সকল কারণে ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

৪। অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; সেই সময় অবধি যাঁহারা উৎসাহপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারাও দুর্ব্বিষহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। বর্ত্তমান অনুষ্ঠানপ্রণালী এবং তোমাদের ন্যায় উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লাভ করা তাঁহাদিগেরই উৎসাহ ও আন্দোলন এবং ধৈর্য্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অদ্যাপি হয়ত তোমাদের মধ্যে এমত লোকও আছেন যে, ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন না। পুরাতন ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন

নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ও তোমরা কেহই আমার অনাদরের বস্তু নহ। তোমরা উভয় পক্ষই সদ্‌ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন কর, তাঁহাদের বল তোমাদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরও পোষণ করুক এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে, তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে এবং তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন। এই উভয় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাহ্মসমাজের অহিতকর। যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমাদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলে, এই অনিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে না। আবার তোমাদের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে, তোমরাও পৃথক হইয়া সেইরূপ ঘটনা সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমাদের ইচ্ছার অনুরোধে যদি তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষপাত করা হয়। যাঁহারা যে ভাবের সহিত এতকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সেই ভাব সত্ত্বে কি প্রকারে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্য্যগুণে তাহা সহ্য করিতে পার, এবং প্রীতিপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ, এরূপ করিলে তাহার আনুকূল্য ব্যতীত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই; তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছ, ইঁহাদেরও

তাহাই লক্ষ্য। কেবল উপায় অবলম্বন বিষয়ে তোমাদের পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা বাহুল্য। জ্ঞানানুসারে সম্ভবমত উক্ত দুই প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্য্য চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং চিরকালই তদনুসারে চলিতে হইবে।

৬। তোমরা লিখিয়াছ যে, "যদ্যপি উপাসনা-সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।" ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তোমরা যে কয়েকটি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটিকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ; বাস্তবিক তোমাদের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমাদের ও তাঁহাদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া, তাঁহাদের জন্য অপর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না, উপাসনার জন্য যে যে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্য। কেবল ব্রাহ্মসাধারণের জন্যও নয়, সর্ব্বসাধারণের জন্য। সেই সেই দিনে ব্রাহ্মদিগের—সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উপাসনামণ্ডপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহারা আপনাদের মনের আনন্দই ব্যক্ত করেন।

৭। তোমরা যদি আপনাদের জন্য আর একটি দিন প্রার্থনা করিয়া থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। তোমরা লিখিয়াছ যে, "ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে, এবং ব্রাহ্ম-

দিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব-সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে।" আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা হইলে আরও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজগৃহে তাহা হওয়াও সুসঙ্গত বোধ হয় না। ইতিপূর্ব্বে 'এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, মাসের প্রথম বুধবার তোমাদের অভি-লষিত ব্যক্তিরা বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করি-বেন; ইহা হইলে অতিরিক্ত দিনের আবশ্যক তোমাদের মনে হইত না, অথচ নির্ব্বিঘ্নে একটি পরিবর্ত্তনের ও উন্নতির সোপান নিদ্ধার্য্য হইত। এইরূপ নিয়মে একবার উপাসনাকার্য্যও চলিয়াছিল, এবং কয়েকবার তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করাও হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে তাহাতেও তোমাদের অভিরুচি না হওয়াতে, আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া-ছিলাম। এইক্ষণে পূর্ব্ববৎ একত্র মিলিয়া উপাসনা ব্যতীত ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

৮। তোমাদের শেষ কথা এই যে, আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে, তোমরা পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে এবং তন্নিমিত্ত আমার নিকট সৎপরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনাবিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া, ইহাতে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাব সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনাসময়ে এই প্রকারে বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও পাঠ ব্যবহৃত করিবে।

৯। উপরি উক্ত সকল হেতুতে বাধ্য হইয়া, তোমাদের ইচ্ছার অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না; ইহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে

না। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমাদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

কলিকাতা,
২৩ আষাঢ়, ১৭৮৭ শক।
(৬ই জুলাই, ১৮৬৫)

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

"সত্যমেব জয়তে"

প্রণামা নিবেদনমিদং,

অনেক দিবসের পর অদ্য আপনার বক্তৃতা * শ্রবণ করিয়া সুখ লাভ করিলাম। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এরূপ বক্তৃতা দ্বারাই আপনি ব্রাহ্মসমাজে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, ইহারই দ্বারা অনেকের হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং চিরদিন ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করুন। আপনি আমাকে বলিলেন যে, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক, তাঁহারা চলিয়া গেলেন; এখন যিনি রক্ষকের রক্ষক, তিনিই রক্ষা করুন। আমি ব্রাহ্মসমাজকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আমার কি পলায়ন করিবার কোন সম্ভাবনা আছে? আমি আপনাদের ক্রীতদাস; আমার ইচ্ছা যদিও কখন মোহ পাপের অনুরোধে অন্য দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু আমার শরীর মন যখন একবার বিক্রীত হইয়াছে, তখন কি তাহা আর অন্যের কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে? আপনারা যতদিন আমাকে দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ততদিন, সর্ব্বসাক্ষী জানেন, আমি নিঃস্বার্থভাবে, একাগ্রতাসহকারে আপনাদের কার্য্য করিয়াছিলাম। যখন আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন,

* ১৭৮৭ শকের ৫ই ভাদ্র, প্রধান আচার্য্য কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ দান করেন।

আমি ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইলাম। হায়! সেই প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ! স্মরণমাত্র হৃদয় ব্যাকুলিত হয়। সেই গৃহমধ্যে কত দিন প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া শরীরকে সার্থক করিয়াছি; কতবার সেই সুন্দর ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া, পরম পিতার নাম কীর্ত্তন করত আত্মাকে সার্থক করিয়াছি; কিন্তু আমাকে বিদায় করিলেন। তাহাতেই বা কি? আমি পূর্ব্বেও যেমন আপনার দাস ছিলাম, এখনও তেমনি আছি। আপনারা এখনও আমার প্রভু। মঙ্গলকার্য্যের আদেশ করিলেই, এ সেবক সত্বর তাহাতে নিযুক্ত হইবে। যতদিন পৃথিবীতে থাকিব, ততদিন দাসত্ববৃত্তি আমার থাকিবেই থাকিবে; আমি যেখানে থাকি, আপনাদের দাস, স্বদেশের দাস, ব্রাহ্মসমাজের দাস হইয়া আমার থাকিতেই হইবে। আপনার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তাহা বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাকে পিতা বলিয়া ভক্তি ও প্রীতি করি এবং আপনার পরিবারের সকলকে আমি আমার পরিবার বলিয়া জ্ঞান করি? তবে কেন আমার প্রতি এত বিরাগ? আমার এইমাত্র অপরাধ যে, কোন কোন বিষয়ে আপনার মতে আমি সায় দিতে পারি নাই। কিন্তু বিবেচনা করুন, আপনার পুত্র, আমার প্রিয় ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ত আপনার মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন; কিন্তু তথাপি আপনি স্বাভাবিক স্নেহ ও বাৎসল্যভাববশতঃ তাঁহাকে প্রীতি করিতে ক্ষান্ত হন নাই। আমি তবে কেন আপনার এত বিরাগ-ভাজন হইলাম, বলিতে পারি না। আমি কতবার দীনভাবে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনি ভাল করিয়া কথা কন নাই, এবং বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; এমন কি, কখন কখন বোধ হয়, আমাকে দেখিলে আপনার মনে অসুখ হয়, এবং আমি সর্ব্বদা কাছে না যাই, এরূপ আপনার ইচ্ছা। আপনার স্নেহাভাব দেখিয়া আমার হৃদয়

কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, বলিতে পারি না। ঈশ্বর করুন যে, ত্যজ্যপুত্র হইয়াও আপনাকে পিতা বলিয়া প্রীতি করিতে ক্ষান্ত না হই। হয়ত এ কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না, কি করি, উপায় নাই। এই মাত্র নিবেদন, আমার মৃত্যুর পর যদি আমার হৃদয় কেহ বাহির করিয়া দেখিতে পারেন, তাহা হইলে এই কথা সপ্রমাণ হইবে। আপনার পরিবারের সকলকে আমার প্রিয় সম্ভাষণ জানাইবেন এবং বলিবেন, অনেকে আমাকে যেরূপ শত্রু বলিয়া বর্ণনা করেন, আমি তাহা নই। আপনি ধন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। আমি দরিদ্র, যন্ত্রণা আমার খাদ্য, চিন্তা আমার বিশ্রাম, শরশয্যায় আমার শয়ন; আমার দরিদ্রভাবে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে হইবে। আমি ত্যাগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, অতএব আমার নিজের জীবনে উহার প্রমাণ না প্রদর্শন করিতে পারিলে, আমার জীবন বৃথা, আমার ধর্ম্ম কপটতা, এবং আমি প্রচারক না হইয়া প্রতারক হইব। যাহাতে সরলতা, সাহস ও বিনয়সহকারে আমি এই ধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচার করিতে পারি, ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য এবং ইহারই জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। ইহার জন্য আমি অনেক বন্ধু বান্ধবের অপ্রিয় হইলাম; কি করি, ঈশ্বরকে সহায় জানিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এখন মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন। আমি কোন্ পথে যাইতেছি এবং অবশেষে আমার দশা কি হইবে, কিছুকাল পরে তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমার শোণিত দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের পদপ্রক্ষালন করিতে না পারিলে, আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। সত্যের জয় হউক, আপনাদিগের মঙ্গল হউক, এই পাপাচারী ক্ষুদ্র ভৃত্যের মৃত্যুতে এই দেশের জীবন হউক!

রবিবার, ২০শে আগষ্ট, ১৮৬৫।
(৫ই ভাদ্র, ১৭৮৭ শক) } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র

ভক্তিভাজন মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

কলিকাতা,

নভেম্বর, ১৮৬৭।

আর্য্য,—

যেদিন দেশহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই দিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল। বহুকালের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া বঙ্গদেশ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে, তৎপ্রদীপ্ত ব্রহ্মোপাসনারূপ আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়া, বঙ্গদেশের ধর্ম্মোন্নতির ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন। আপনি নিঃস্বার্থভাবে ও অপরাজিত-চিত্তে, বিগত ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ হইয়াছি।

যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দাপন করিবার জন্য, আপনি ১৭৬১ শকে (২১শে আশ্বিন) তত্ত্ববোধিনীসভা সংস্থাপন করেন; তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্ম্মালোচনা দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং অবিলম্বে বহু-সংখ্যক সভ্য দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল

আরও বিস্তীর্ণরূপে প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে (১লা ভাদ্র) সুবিখ্যাত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষা প্রকৃতরূপে সংগঠিত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্যার বিবিধ তত্ত্ব সমুদায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের পরস্পর সাহায্য দ্বারা ব্রহ্মোপাসকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে এক বিশ্বাসসূত্রে গ্রথিত করিয়া, দলবদ্ধ করিবার জন্য, আপনি যথাসময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা আপনি উপাসনাকে বিশ্বাসভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্প্রদায়ীভূত করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহার দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখাসমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতিস্রোতে অধিককাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততাবিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্ব্বে সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে, আপনি তদুভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্যসংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণপ্রণালীও সুতরাং পরিবর্ত্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী নির্বিরোধ মূল সত্য নির্দ্ধারণ করত, তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন। এইরূপে সমাজ-সংস্কার করিয়া,

আপনি কয়েক বৎসর পরে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় দুই বৎসর কাল অবস্থান করত, হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া, সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলেন, এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠা সহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিতরণ করিয়া, নব্য সম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশগুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়াতে, শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার যথার্থ মহত্ত্ব তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল, এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কত দিন আমরা সংসারের পাপ তাপে উত্তপ্ত হইয়া, সমাজে আসিয়া, আপনার হৃদয়বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃতলাভে শীতল হইয়াছি; কতদিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় ও মুমূর্ষু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া, সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই সকল স্বর্গীয় অনুপম "ব্যাখ্যান" পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তচ্ছ্রবণ দ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি, অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশ বিদেশে উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইবে। এই প্রকারে সাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শ

অনুসারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষরূপে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্রসদৃশ স্নেহপাত্র হইয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জীবনের গূঢ়তম মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া, আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথে আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া, চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রীতির ধর্ম্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য অনুষ্ঠানের অতীত, তাহা আপনারই নিকট ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই সকল মহোপকারে উপকৃত হইয়া, আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ও ভক্তিসূচক এই অভিনন্দনপত্রখানি আপনাকে উপহার দিতেছি। শূন্য প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কর্ত্তব্যেরই অনুরোধে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতারই উত্তেজনায়, আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহত্ত্বের অযোগ্য এই উপহারটি গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন। পরমেশ্বর আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আপনার সাধু কামনা সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও
অন্যান্যগণ।

প্রত্যভিনন্দনপত্রে প্রত্যুত্তর

হে প্রিয়দর্শন কেশবচন্দ্র ও প্রীতিভাজন ব্রাহ্মবন্ধুগণ! আমি আদর-পূর্ব্বক, কিন্তু সংকুচিত হইয়া, আপনাদের নিকট হইতে এই প্রেমোপহার গ্রহণ করিতেছি। আমার পক্ষে ইহা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার; ইহা কখন আমার চিন্তার পথেও আইসে নাই যে, আমি আমার যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যে আপনাদের এ প্রকার প্রীতি ও অনুকূলতা আকর্ষণ করিব। আমি এই হিন্দুস্থানের স্বকীয় হিন্দুজাতির মমতাতে বদ্ধ হইয়া, ইহাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মধুর অমৃতরস আস্বাদন করিয়া আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির মধ্যে পরিবেশন করিবার নিমিত্তে মন নিতান্ত উৎসুক রহিয়াছে। আমি কেন প্রথমে নির্ব্বিশেষে সমুদায় উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া, এই হিন্দুসমাজে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরে কেনই বা এখন তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহাতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, তাহার আমূল হেতু এই অবসরে সংক্ষেপে আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্তাকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। এক দিন শুভক্ষণে এই অগণ্যনক্ষত্রপুঞ্জ, অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য-ভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন, সমুদায় আত্মা আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, এ কখনও পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠাবস্থা। এ কথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার সৌহার্দ্দে

বাধ্য হইয়া, হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া. তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম. যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার এক পার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম, পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপদেশ হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ হৃদয়ে উত্থিত হইল। সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকশিত হইল যে, সে রাত্রে চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পর দিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে আকুল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর, প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তপটের জ্ঞানভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাবমাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির

মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম তাহাতে পাঠ করিলাম, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥' তখন আমার মন এক আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে আমার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্যস্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগা হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখনও অর্চ্চনা হয় নাই। পরে যখন আমার হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, 'এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে, পাপ-চিন্তা ও বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না', তখনই আমার হৃদয় উৎসাহে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদায় উপনিষৎকে, সমুদায় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্ব্বে আমার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদায় বেদশাস্ত্রে আমার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দ্দেশ্য বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত বেদশাস্ত্র হইতে আমার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া, কৃতজ্ঞতাসহকারে আমার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে লাগিল। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।' ইহার পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আপনাকে জানিলেন, আমি ব্রহ্ম। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' ইহার পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য, সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই অদ্বিতীয়। 'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' তিনি আলোচনা করিলেন,

তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। 'স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ' সেই—যে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আদিত্যে—তিনি এক। কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'সোঽহমস্মি' 'তত্ত্বমসি'—এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি—তখনই বুঝিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই। আবার তাহাতে যখন দেখিলাম যে, 'যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাস-সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস-সকল হইতে পিতৃ-লোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হয়, এবং সেই চন্দ্রলোকে স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার এই পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়; তাহারা এখানে ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই ব্রীহি যব তিলমাষাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে, সেই সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে'—তখনই এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা বলিয়া বোধ হইল। আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্ব্বাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।' যেমন নদী সকল স্যন্দমান হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ইহাতো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের

লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই নির্ব্বাণমুক্তি—পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিভিন্ন। বেদান্তের এই নির্ব্বাণমুক্তি আমার আত্মাতে স্থান পাইল না। তথাপি এ কথা বলা বাহুল্য যে, উপনিষদের যে সকল বাক্যে 'যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়-ভার', তাহার যে সকল বাক্যে আমাদের আত্মা 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।' সেই সকল মহাবাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে সৎপথে অমৃতপথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহাবাক্যে আমার শ্রদ্ধা দিন দিন আরও গাঢ়তর হইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গূঢ় অর্থ সকল আমার আলোচনাপথে আসিয়া, মাতার ন্যায় আমাকে শান্তিপ্রদান করিয়া থাকে। সেই সেই ভূরি ভূরি মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

আমি প্রথম যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন দেখিতাম—যাঁহারা নিয়মমত প্রতি বুধবারে সমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশানুসারে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রণালীমত প্রতিদিন-ব্রহ্মোপাসনাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। তদুদ্দেশে সেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই দুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, 'পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।' কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতে আমি আশার অনুযায়ী বড় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অতএব আপনাদের প্রদত্ত এই অভিনন্দনপত্র অতিশয় সংকুচিত হইয়া গ্রহণ করিতেছি। যাঁহারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়া এই

অভিনন্দনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সকলেই আপনাদের কতিপয় অগ্রসর ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেন এবং প্রতিদিন পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলেই আমি এই অভিনন্দনপত্র হৃদয়ের আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতাম। এখন আপনাদের উপর আমার এই অনুরোধ যে, যাহাতে ব্রাহ্মেরা সকলেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া, আধ্যাত্মিক ভাবে দিনান্তে নিশান্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, দিনে নিশীথে তাঁহার মহিমা গান করেন, এমন প্রকৃষ্ট উপায় সকল নির্দ্ধারণ করিয়া, কায়মনোবাক্যে তাহাতে যত্নশীল থাকুন। আমি যতদুর কৃতকার্য্য হই নাই, যদি দেখিতে পাই, আপনারা সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমার আশানুযায়ী কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাহাতে যে আনন্দ হইবে, তাহার সহিত অদ্যকার এই অভিনন্দনের উপমা হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয় তো ইহা নামানুযায়ী কার্য্য করিবে, হয় তো এত কাল যাহা হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহা হইবে—এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে, সকলে একবাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে,—এই দুইটি আমার হৃদয়ের কামনা। ঈশ্বর এই মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আপনাদের হৃদয়ের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন এবং আপনদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন। তিনি আপনাদের ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত করুন। তাঁহারই দিকে সকলের লক্ষ্য হউক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা, কলুটোলা ;
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯০ শক।
(২১শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খৃঃ)

শ্রীচরণে নিবেদন,

আর কতদিন হৃদয়ের ভাব বন্ধ করিয়া রাখিব, মতভেদের আন্দোলনে আপনার সঙ্গে ধর্ম্মের নিগূঢ় ও সুমধুর আলাপে বঞ্চিত থাকিব? পূর্ব্বের সে সকল কথা আপনিও ভুলিতে পারিবেন না, আমিও ভুলিতে পারিব না; স্মরণ হইবামাত্র মনে যে কি ভাব হয়, তাহা বলা যায় না। সে দিবস আপনার একখানি পুরাতন পত্র ঘটনাক্রমে হস্তগত হইল, এবং তাহাতে যে সকল সুন্দর মহান্ ভাব আছে, তাহা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, এবং বোধ করি, বলিয়াছিলাম যে, আপনার সঙ্গে যে গূঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা এত গভীর ও বিশুদ্ধ যে, তাহা সামান্য আন্দোলনে বিচলিত হইবার নহে। আপনিও কি তাহা স্বীকার করিবেন না? আপনার স্মরণার্থে ঐ সম্বন্ধের কথা উল্লিখিত পত্র হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

"প্রথমেই তোমার সহিত দিন কতকের আলাপের পর, আমার প্রতি তোমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তুমি সত্যেন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা আমি কখনই ভুলিব না। তুমি তাহাতেই আমাকে ধর্ম্মতাত বলিয়া বরণ করিয়াছিলে, এবং আমার স্নেহ তৎক্ষণাৎ চক্ষুসলিলে পরিণত হইয়া তোমাকে প্রিয় পুত্ররূপে অভিষেক করিল। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রসাদ আমি আমার আত্মাতে অনুভব করিলাম। তাহার পূর্ব্বে আমি কিছুই জানিতাম না যে, তোমার সহিত আমার এত নৈকট্য, অবিচ্ছেদ্য, প্রিয়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবে। কিন্তু তদবধি সেই সম্বন্ধ তোমার নিকটে বাহিরে আমি কিছুই প্রকাশ করি নাই, আমার অন্তরে গূঢ়রূপেই ছিল, মধ্যে মধ্যে আমার

অশ্রুপাত দ্বারা যত ব্যক্ত হইবার, তাহাই হইত। কিন্তু যখন গত নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার পর ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে প্রকাশ্যে আমাকে পিতৃভাবে প্রণাম করিলে, তদবধি এ সম্বন্ধ অব্যক্ত রাখা আর আমার পক্ষে উচিত বোধ হইল না।"

যদি এ সম্বন্ধ কল্পিত না হয় এবং বাস্তবিকই সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তবে কিরূপে ইহা বিনষ্ট হইবে? কোন সম্পর্ক তো অবস্থাভেদে, মতভেদে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। আপনার নিকট আমি তো কখনই পর হইতে পারি না। অপ্রিয় ঘটনাতে প্রীতির স্রোতকে মন্দগতি করিতে পারে, কিয়ৎকালের জন্য অবরোধ করিতে পারে, কিন্তু উহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। কবে আপনি আবার সদয় হইবেন, ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এখন বলুন, আপনার স্নেহের আশা কি পুনরুদ্দীপন করিব, আপনার হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে কি সাহসী হইব? দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্য যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, তাঁহার নামে মহাপাপীদের যেরূপ জীবন-সঞ্চার হইতেছে, সরল ও ভক্তিপূর্ণ উপাসনার প্রবাহ যেরূপ প্রবলবেগে চলিতেছে, তাহাতে এ সময়ে আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ সকল ব্যাপার হৃদয় ধারণ করিতে পারে না। এখন আপনি কোথায় রহিলেন? এ সময় দূরতা নিকট হইবে, কঠোরতা বিগলিত হইবে, সকলে মিলিয়া পরম পিতার চরণে শান্তি লাভ করিব। সাম্বৎসরিক উৎসব আগতপ্রায়, কি করিতে হইবে, বলুন।

প্রণত সেবক

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

(মহর্ষিকে লিখিত)

ব্রহ্মমন্দির-নির্ম্মাণের কার্য্য প্রায় শেষ হইল, তথায় শীঘ্র উপাসনা আরম্ভ করিবার কথা হইতেছে। আমার বিনীত অনুরোধ ও প্রার্থনা এই যে, আপনি প্রথম দিবস আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে যে কেবল আমাদের মঙ্গল হইবে, তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই ব্রহ্মমন্দির যাহাতে আদিসমাজের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত না হয়, তাহার উপায় করুন। উহাকে পর না ভাবিয়া আপনার বলিয়া গ্রহণ করুন এবং স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে, উদারমনে উহার জন্মোৎসব-কার্য্য সুসম্পন্ন করুন। আমরা সকলে আপনার নিকট চিরবাধিত হইব। আমি নিজে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ হইব। কৃপা করিয়া সম্মতি প্রদান করিলে, দিন স্থির করিয়া লিখিয়া পাঠাইব।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

শান্তিনিকেতন, বুধবার ;
২১শে শ্রাবণ, ১৭৯১ শক।
(৪ঠা আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ)

প্রাণাধিকেষু,

ব্রহ্মমন্দিরে শীঘ্র উপাসনা আরম্ভ হইবে এবং সেই উপাসনার প্রথম দিনে আমাকে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছ। তোমার এই আহ্বান পাঠ করিবামাত্র আমার মন উৎসাহে দ্রুতগামী হইল, কিন্তু তাহার পরেই একটি সংশয় উপস্থিত হইয়া, তাহাকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ করিল। সে সংশয় এই যে, ব্রহ্মমন্দিরে প্রিয়তম ব্রহ্মের সহিত খ্রীষ্ট ও চৈতন্য প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর ভ্রান্ত অবতারদিগেরও আরাধনা হইতে পারে। এই সংশয়ের

প্রবল হেতু, মুঙ্গেরের ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টের উপাসনা। ইহাতে আমার মন আরও ব্যাকুল হইয়াছে যে, এমন অব্রাহ্মিক ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে অনুমোদন ও পোষণ করিতেছেন। এ অবস্থাতে তোমার নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এই সংশয় হইতে উত্তীর্ণ কর। আমার হৃদয় হইতে এই সংশয় অপসারিত হইলেই, তোমার মনোবাঞ্ছার সহিত আমার চিরবাসনা পূর্ণ করিয়া চরিতার্থ হই। তোমার নবকুমারের অতি সুন্দর নাম হইয়াছে। নির্ম্মলচন্দ্রের নির্ম্মল হৃদয় ঈশ্বরের প্রিয় আবাসস্থান হউক, এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ। তোমার আত্মাতে সাধুভাবের জয় হউক, তোমার স্বস্তি হউক, শান্তি হউক। ইতি

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

কলিকাতা, কলুটোলা ;
২৭শে শ্রাবণ, ১৭৯১ শক।
(১০ই আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ)

শ্রীচরণে নিবেদন,

যে সংশয়ের জন্য আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, তাহার মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কথায় বিশ্বাস করেন, আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি যে, ব্রহ্মমন্দির কেবল পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মনুষ্যের বা জড়পদার্থের আরাধনার জন্য নহে, এবং যাহাতে এই লক্ষ্য সাধিত হয় এবং ইহার অন্যথা না হয়, তজ্জন্য আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। আমার পক্ষে এ কথা

বলা বাহুল্য এবং লজ্জার বিষয়। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বাবু আমার যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, আমার নিজের মত-সম্বন্ধে সকল সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারে। যে কয়েকটি সংবাদ শুনিয়া আপনার মনে উল্লিখিত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অমূলক। আমি অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টসম্বন্ধে গান হয় নাই এবং তাঁহার উপাসনাও হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষের গৃহে ঐ দুইটি সঙ্গীত হইয়াছিল। এ ব্যাপারে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে অনুমোদন ও পোষণ করিতেছেন" এ সংবাদটিও অলীক। আমি স্বয়ং মুঙ্গেরে গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি, এবং "মিরর" পত্রেও উক্ত সঙ্গীত-সম্বন্ধে পূর্ব্বাবধি অমত প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহা হউক, অপরের বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্যের মত যাহা হউক, আমি নিজে সকল প্রকার পৌত্তলিকতার বিরোধী ; সুতরাং যাহাতে প্রিয় ব্রহ্মমন্দিরে কেবল পবিত্র প্রেমময় পিতার পূজা হয় এবং কোন প্রকার পৌত্তলিকতা তথায় প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য আমি তাঁহার নিকট দায়ী। আর অধিক কি লিখিব ?

বোধ করি, এই পত্রপাঠে আপনার সংশয় দূর হইবে। আর বৃথা আশঙ্কা করিবেন না ; যদি কখন কোন অনিষ্ট ঘটে, দয়াময় ঈশ্বর কি রক্ষা করিবেন না ? তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, আমাদিগের সঙ্গে কৃপা করিয়া যোগ দিন। ৭ই ভাদ্র রবিবার দিন স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করিয়া রহিলাম, সে দিন আসিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

প্রাণাধিকেষু,

তোমার ২৭শে শ্রাবণের কৃপাপত্র প্রাপ্ত হইলাম। মুঙ্গেরে ব্রাহ্মবিশেষের গৃহে যে দুইটি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ সঙ্গীত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ অনুমোদন ও পোষণ করিতেছেন, এই যে আমার প্রতীতি, ইহার উত্তরে তুমি লিখিয়াছ যে "এ সংবাদটিও অলীক", কিন্তু তুমি যদি ২২শে জুলাই দিবসের ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার ব্রাহ্মসম্বন্ধীয় একটি প্রেরিত পত্র অনুধাবন করিয়া দেখ, তবে এ সংবাদটিকে তোমার আর অলীক বলিয়া বোধ হইবে না। যথার্থ আধ্যাত্মিক ও মুমুক্ষু ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টকে পাপীর গতি বলিয়া উপাসনা করে, তাহা ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের নিকটে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঐ দুইটি অব্রাহ্মিক সঙ্গীত যত্নপূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। যদিও তুমি নিজে সকল প্রকার পৌত্তলিকতার বিরোধী, তথাপি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্ট অবতারের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের বিধেয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহাতে আমি নতভাবে তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি যে, এই অশেষ গোলযোগের মধ্যে তুমি কেবল তোমার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিবে না, কেবল অপৌত্তলিক-ভাবে পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না; কিন্তু এই গুরুতর সঙ্কল্প স্থিরীকৃত করিবার নিমিত্ত একটি ট্রষ্টডীড রেজেষ্টারী করিয়া দিবে। সেই ট্রষ্টডীডে সকল প্রকার অবতারের নামে স্তুতি বন্দনা গাথা প্রার্থনা প্রভৃতির উল্লেখ নিষিদ্ধ থাকিবে। তাহা হইলে আমি নিঃসংশয় হই, আর আমার কোন ভাবনা থাকে না এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি। তোমার সদ্ভাবের জয় হউক।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

কলিকাতা, কলুটোলা ;
১লা ভাদ্র, ১৭৯১ শক।
(১৬ই আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ)

শ্রীচরণে নিবেদন,

২২শে জুলাই দিবসীয় ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার প্রেরিত পত্রপাঠে আপনার যে ঐরূপ সংস্কার হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। উহা পাঠ করিবামাত্র আমার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, সাধারণের ঐ প্রকার সংস্কার জন্মিতে পারে, এবং তজ্জন্য আমি প্রতাপকে উহার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছিলাম। তিনি যে মুঙ্গেরের সঙ্গীত অনুমোদন করেন না, মিররে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন ; বোধ করি, আপনি তাহা পাঠ করিয়াছেন। যাহা হউক, উল্লিখিত প্রেরিত পত্র লেখা ভাল হয় নাই। যে ট্রষ্টডীডের কথা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। একখানি লেখা রেজেষ্টারী করা যে আবশ্যক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং ইহা যে আমার অভিপ্রেত, তাহা বিগত ১১ই মাঘে আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে উহা কিরূপে প্রস্তুত হইবে ? যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক ত্বরায় কলিকাতায় আগমন করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে পারি। আমি এই মনে করিয়াছি যে, প্রথম দিবস, যে নিয়মে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠ করা হয়, পরে উহা রেজেষ্টারী করা যাইবে, যেহেতু রেজেষ্টারী করিবার পূর্ব্বে সাধারণের একবার মত লওয়া আবশ্যক। আপনি এখানে উপস্থিত হইলে আর আর সকল বিষয় ধার্য্য হইবে, তজ্জন্য ভাবিত হইবেন না। আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সন্ধিপত্র *

কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিভাগ হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে উন্নতি এবং কিয়ৎপরিমাণে অসদ্ভাবজনিত অনিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে এই অনিষ্ট নিবারণ হয়, এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এতদিন স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করাতে, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কি এবং ধর্ম্মমত ও সামাজিক সংস্করণরীতিসম্বন্ধে প্রত্যেকের বিশেষ ভাব কি, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে উভয়ে যদি পরস্পরকে বুঝিয়া, উদারভাবে ভিন্নতার প্রতি উপেক্ষা করেন এবং ঐক্য-স্থলে যোগ রাখিয়া সাধারণ লক্ষ্য-সাধনে যত্নবান্ হয়েন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে, সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশে আমরা মিলিত হইয়া, অদ্য এই সন্ধিপত্র প্রকাশ করিতেছি। এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই সম্মিলনে আমাদের সহযোগী হয়েন। যে কয়েকটি মত লইয়া দুই পক্ষে বিরোধ ও বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা নিম্নে লিখিত হইল।

১। ব্রাহ্মেরা ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং কোন মনুষ্যকে উপাস্য দেবতা অথবা পরিত্রাণের একমাত্র সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না।

২। ব্রহ্মেরই অব্যবহিত সহবাসলাভ ব্রহ্মোপাসনার প্রাণ, ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা ইহার বিরুদ্ধ।

* শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশমত ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক একচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়া, মহর্ষির নিকট প্রেরিত হয়।

৩। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস ও ঐক্যস্থল, অতএব এইটি অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের যোগ রাখা কর্ত্তব্য।

৪। সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধে পৌত্তলিকতা ও অপবিত্রতা পরিহার ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতা আছে।

৫। আদিব্রাহ্মসমাজ যথাসাধ্য হিন্দুজাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন, প্রত্যেকে আপন আপন স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, পরস্পরের সহিত যোগ দিবেন।

১লা মাঘ, ১৭৯২ শক। } শ্রী
(১৩ই জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ) } শ্রী

সন্ধিপত্র পাঠ করিয়া মহর্ষির প্রত্যুত্তর

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আচার্য্যমহাশয়

কল্যাণবরেষু—

প্রাণাধিকেষু,

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মত লইয়া প্রতীত হইল যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয়-সঞ্চার ব্যতীত কোন সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে, আমাদের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সাম্বৎসরিক উৎসবে তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমার মনে হইতেছে। তাহা এই যে, এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা এক দিনে

দুই স্থানে না হইয়া, দুই দিনে হয়। ১১ই মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজে, আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট রীতিতে তাহা সম্পাদিত হউক, আর ১০ই অথবা ১২ই মাঘ, যে দিন ভাল বোধ হয়, তথাকার নির্দ্দিষ্ট রীতিতেই সাম্বৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হউক। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মই পর্য্যায়ক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন। এইরূপ হইলে কোন ব্রাহ্মের কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হই।

আদিব্রাহ্মসমাজ,
২রা মাঘ, ১৭৯২ শক।
(১৪ই জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ)

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

কলুটোলা,
২রা মাঘ, ১৭৯২ শক।
(১৪ই জানুয়ারী, ১৮৭১ খৃঃ)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সন্ধিপত্র আপনার ইচ্ছাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন যদি আপনি উহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবে। যাহা হউক, আন্তরিক প্রণয় যে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা কর্ত্তব্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হওয়া সুকঠিন। ১১ই মাঘ উপলক্ষে ঐ দিবস ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন উৎসব হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে, এবং গত কল্য সংবাদপত্রে উহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দিবস আমরা কোন মতে ছাড়িতে পারি না। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক

রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকার্য্য সমাধা করেন, আমরা সকলেই বাধিত হইব। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে; লেখক যদি যথার্থ কথা বলিতেন, কাহারও ক্ষোভ হইত না।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

নিম্নলিখিত ছয়খানি পত্র শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু
মহাশয়কে লিখিত :—

কলুটোলা,
১০ই এপ্রিল, ১৮৬১।

আমার প্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ দাদা,

আপনার স্নেহের পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ, সত্যই এ সময় অতি উৎসাহোদ্দীপক। ক্রমে বিষয়গুলি কার্য্যতঃ করিবার আকার ধারণ করিতেছে,—কথা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধলিপি তাহাদের কার্য্যকারিতা হারাইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমাদের একটি সাধারণ সভা হইয়াছিল এবং ভক্তিভাজন আচার্য্য, আমি, কানাইলাল পাইন এবং অন্যান্যকে লইয়া জাতিভেদ ··· ··· নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় বিবেচনা ও প্রচার করিবার একটি সভা হইয়াছে ··· ···। আমরা ব্রাহ্মগণ কেন আর এখন পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ··· ··· আমার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আইস, আমরা দেখাই, পৃথিবীর সমুদায় বিষয় হইতে ঈশ্বর আমাদের প্রিয়তর। যদি আমরা সমধিক উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারিতাম, জীবনের অতি সুখকর বিষয় হইতেও সুখকর হইত। ··· ·· ৯টা বাজিয়া গিয়াছে, আমার সত্বর কারাগারে (আপনি জানেন, আমার অফিস মনে করিয়া বলিতেছি) যাইতে হইতেছে। ··· ··· ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকুন। নমস্কার।

আমায় বিশ্বাস করুন,
অত্যন্ত অনুরাগের সহিত আপনার
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

(ইংরাজী পত্রের অনুবাদ)

২১শে বৈশাখ, ১৭৮৫ শক।
(৩রা মে, ১৮৬৩ খৃঃ)

ব্রহ্মপরায়ণ দাদা,

আপনার ১৬ই ফাল্গুন (১৭৮৪ শক) দিবসীয় পত্রের উত্তর এত দিন দিতে পারি নাই ; বিলম্ব-দোষ ক্ষমা করিবেন। প্রার্থিত পুস্তকগুলি পাঠাইতে আদেশ করিয়াছি, অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। বাস্তবিক আমি নানা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, আবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, এক কঠিন ব্রতে ব্রতী হইতে হইল। কি করি, ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। লোকেরাও আমার স্কন্ধে বোঝা চাপাইতে ভালবাসে এবং চারি দিক্ না দেখে থাকিতে পারি না। এই প্রকারেই আমার কার্য্যের ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য আমার গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহা অতি সামান্য কারণে ঘটিয়াছে। নববর্ষের প্রথম দিনের ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে আমার পরিবারকে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম, ইহাতে বাটীর লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন এবং নানা প্রকার উপায়ে আমাকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" ইহা স্মরণ করিয়া, সকল বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ মনস্কাম সিদ্ধ করিয়াছিলাম। সে দিবসের উৎসব শেষ হইলে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটী হইতে একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে এই লেখা ছিল,—তুমি এবং তোমার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া অন্যত্র বাসা করিবে। সেই দিন অবধি আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। এ সময়ে যে এ পবিত্র গৃহে স্থান পাইলাম, ইহাতে কেবল জগদীশ্বরের অপার কৃপা স্মরণ হয়। ঘরে ফিরিয়া যাইবার আর কোন উপায় দেখিতেছি না, হয়তো আর সেখানে যাওয়া হইবে না। যত দিন না

স্বাধীনভাবে থাকিতে পারি, তত দিন হয় তো এ স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। দেখি, কি হয়; সত্যের জয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। চতুর্দ্দিকে গোলমাল হইতেছে। শুভ চিহ্ন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত, ত্যাগ-স্বীকারের কাল উপস্থিত। বিষয়-ত্যাগ, গৃহ-ত্যাগ, কত ত্যাগ ব্রাহ্মদিগের করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থির নাই। সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিবার দিন অবসান হইয়াছে। এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য, মঙ্গলের রাজ্য ক্রমে বিস্তৃত হইবে, অদ্য এই পর্য্যন্ত। সম্পাদক মহাশয়কে আমার নমস্কার জানাইবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

জয় জগদীশ

কলুটোলা, কলিকাতা;
২৫শে মাঘ, ১৭৮৬ শক।
(৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৫ খৃঃ)

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি স্নেহপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যাবধি একখানিরও উত্তর দিতে পারি নাই। যে ভয়ানক কার্য্যস্রোতে পড়িয়াছি, তাহাতে হস্তের বিরাম ও মনের অবকাশ উভয়ই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, এক ঘণ্টা কালও মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এত ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার গোলযোগের কথা, বোধ করি, কিছু কিছু শুনিয়াছেন, ... যত দিন না মিটিয়া যাইবে, তত দিন আমার মনের শান্তি থাকিবে না। দূর হইতে আপনারা সকলে অভয়

প্রদান করুন। আমাকে যেরূপে সমাজ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজের কর্ম্মচারিগণ আমার সহিত ক্রমে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সমাজ আমার অতি স্নেহের ধন; সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার ধন মান প্রাণ সকলই বিক্রীত হইয়াছে। সেই সমাজ আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন। যে সমাজের কার্য্য অনুগত ভৃত্যের ন্যায় এতদিন সম্পাদন করিয়াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, ব্রাহ্ম-সমাজের মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল। সত্যের জয় হইলেই আমার আনন্দ। মনে করিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করিব। দেশ বিদেশে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে এ ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইবে। ...

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলুটোলা, কলিকাতা;
১৮শে জুলাই, ১৮৭১।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে আপনার কোমল প্রীতিপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ, * * * এবং আপনার প্রদত্ত উপহারের জন্য হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। আপনি জানেন, আপনার প্রথম ভাগ বক্তৃতা আমার অতি আদরের ধন ও যত্নের বস্তু; দ্বিতীয় ভাগখানি সেই জন্য বিশেষ অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। ...

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

লাহোর ;
১লা নভেম্বর, ১৮৭৩।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

কলিকাতা হইতে আসিয়া, কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার একখানি সদ্ভাবপূর্ণ পত্র পাইলাম। ... সকল দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপন সম্বন্ধে আপনি যে সায় দিয়াছেন এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল নহে। শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র সমাধা হয়, ততই ভাল। কি কি উপায়ে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা ;
২১শে নভেম্বর, ১৮৮৩।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

এত দিনের পর আজ একটু বল পাইয়াছি, আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। * * * আপনার স্নেহ মমতার জন্য, আন্তরিক সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ করিতেছি। পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। "ব্রহ্ম-পরায়ণ দাদা" এ সম্বোধনটি যদি আপনার মিষ্ট লাগে, আমি তৎপ্রয়োগে কেন বিমুখ হইব?

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

(ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত)

কলিকাতা, কলুটোলা ;
৮ই জুন, ১৮৬৭ খৃঃ।

প্রিয়, --

আমি তোমার পত্রের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; কিন্তু আমার সন্দেহ, তোমার বর্ত্তমান চিত্তের অস্থিরতার অবস্থায়, আমি যাহা বলিব, তাহাতে তোমার সন্তুষ্টি হইবে কি না ? তোমার অন্তরের সংগ্রাম ও প্রলোভনের যথার্থই অতি ক্লেশকর ছবি তুমি চিত্রিত করিয়াছ, এবং এ ছবি এমন ঠিক জীবন্ত যে, প্রতি সমপাপীর সহানুভূতি উদ্দীপন না করিয়া থাকিতে পারে না। আত্মা দিন দিন পাপে মগ্ন হইতেছে, এ বোধ নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর ও ক্লেশকর ; বিপদ ও ক্লেশ আরও বাড়ে, যখন পরিত্রাণের বিষয়ান্বেষণে নিরাশা উপস্থিত হয়। কিন্তু তুমি কি জান না, ঈশ্বরের স্নেহ অনন্ত এবং অতি অধম পাপীকেও তিনি পরিত্রাণ করেন ? তাঁহার করুণার উপরে সুদৃঢ় বিশ্বাস কর, অবসন্ন হইও না। তুমি সে করুণাকে অস্বীকার করিতে পার না, ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি তুমি অস্বীকার করিতে পার না। কারণ তুমি নিজেই বলিয়াছ, "অধঃ-পতিত হইতেছি", ইহা দ্বারা তুমি পাকতঃ স্বীকার করিতেছ, ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমায় এক সময়ে উন্নতাবস্থায় উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ কিছুকাল তোমায় সে অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি এ কথা সত্য হয় যে, তুমি এখন যেমন অনুভব করিতেছ, এমন আর পূর্ব্বে কখনও অনুভব কর নাই, বল, কোন্ উপায় তোমায় ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভের কয়েক বৎসর ভাল অবস্থা অনুভব করাইয়াছিল। এ কথার উত্তর আমি দিতে চাই না, তুমিই দিবে। ঈশ্বর এক সময়ে তোমায় সাহায্য

করিয়াছেন, এখন কেন তিনি তোমায় সাহায্য করিতেছেন না? যে একটি মনের অবস্থায় তিনি তাঁহার করুণা বর্ষণ করেন, উহা বিশ্বাস অথবা বাধ্যতা। আমাদের পাপ ও দুষ্টতা যত বড় কেন হউক না, যদি আমরা কেবল তাঁহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করি, যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন, সকলই তিনি দিবেন। কিন্তু যখন অহঙ্কার উপস্থিত হয়, তখন বিশ্বাস অন্তর্হিত হয়; বিশ্বাস নীচ লোককে উন্নত করে, অহংকার উচ্চতমকে নিম্নে নিক্ষেপ করে। তুমি বলিতে পার যে, আমি আমার অহঙ্কারকে বশে আনিতে পারি না, আমাকে ধূলিতে প্রণত করিয়া ফেলা এবং তদনন্তর উত্থাপন করিয়া নবজীবন দান করা ঈশ্বরের কার্য। আমি স্বীকার করি যে, কোন কোন সময়ে এমন ঘটে যে, একটা ঘটনা—যাহাকে আমরা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ বলি—পাপীর হৃদয়ের অহঙ্কার বিদূরিত করে, তাহাকে বিনীত করে, এবং সে ব্যক্তির নিজের সমধিক প্রয়াস বিনা বিশোধিত করে। কিন্তু তোমার এ কথা স্মরণে রাখা উচিত যে, আরম্ভই শেষ নহে। ঈশ্বরের পবিত্র প্রভাবের ক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন রাখিতে গেলে, সংশোধিত পাপীর ক্রমান্বয়ে ক্রিয়াশীলতা, জাগ্রদবস্থা, যত্ন এবং সংগ্রামের প্রয়োজন। যদি কখন অহঙ্কার আস্তে আস্তে হৃদয়ে প্রবেশ করে, এবং ঈশ্বর হইতে চিত্তকে দূরে লইয়া যায়, সে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক হারাইয়াছে, তাহাকে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনরায় লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অনেকের সম্বন্ধে কি এইরূপ নহে? ঈশ্বর তাঁহার করুণাধিক্যবশতঃ আমাদিগকে অনেক দান দিয়াছিলেন, কিন্তু অহঙ্কারপূর্ব্বক আমরা কেন সে সকল অগ্রাহ্য করিলাম? নিশ্চয়ই আমাদিগকে এজন্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে, এবং হারাণ সম্পদ্ পুনরায় লাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে অনেক ক্লেশ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। অপিচ আমাদিগের হৃদয়কে পুনর্ব্বার ঈশ্বরের খনিত

এবং প্রভাবের অধীন করিতে হইবে। অনেকের ধর্ম্মজীবন ক্লেশকাঠিন্যে আরব্ধ হয়। তাহারা যখন ঈশ্বরের সাহায্য পান, তখন তাঁহারা উহার মূল্য বোঝেন, এবং যতদূর পারেন, উহা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে যত্ন করেন। আমাদের পক্ষে, আমায় বলিতে হইতেছে, ঈশ্বরের সাহায্যকে লঘু করিবার প্রলোভন আছে, এবং আমরা অল্প বিস্তর সেই প্রলোভনের বশ হইয়াছি। অহঙ্কার মানুষের মনের সংস্কারের উপরে অসৎ প্রভাব বিস্তার করে, উহাই অহঙ্কারের কলুষিত করিবার ভয়ঙ্কর সামর্থ্য। এতদ্দ্বারা হৃদয়ের দূষিত ভাব মস্তিষ্কে গিয়া বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়া ফেলে। এই অসৎ প্রভাব অপরিহার্য্য। আমার ভয় হয়, এই অসৎ প্রভাব আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। প্রার্থনা, সৎসঙ্গ, উপদেশ, ইতিহাসে বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্ব, এ সকলের ক্রিয়াকারিত্ব বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসকে আমরা পূর্ব্বে বহুমূল্য মনে করিতাম; এখন মনে হইতেছে, সে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদ একবার হৃদয়ের প্রভু হইলে, অহঙ্কারে যে ভয়ঙ্কর কলুষিত ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, অতি সত্বর তাহার চূড়ান্ত সীমা উপস্থিত হইবে। পাঁচটা বাজিয়া গেল, আমি আর অধিক লিখিব না। প্রিয় বন্ধু, প্রতিদিনের প্রার্থনাযোগে হৃদয়কে বিশ্বাস ও বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত কর; এক দিন ঈশ্বর এমন আত্মপ্রকাশ করিবেন, যেমন আর কখনও করেন নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে অতি অধম পাপীরও নিরাশা নাই। তাঁহার করুণাসোপান পাপের গভীরতম নিম্নদেশে পর্য্যন্ত গিয়া, শান্তি ও পুণ্যানিলয়ে পাপীকেও আরোহণ করিতে সমর্থ করে।

তোমার স্নেহের
কেশবচন্দ্র সেন।

ভাগলপুর,
২৯। ২। ৬৮।

প্রিয় অঘোর !

তোমরা যেখানে থাক, ঈশ্বরেতে থাক ; তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই। তোমরা দেশ বিদেশে দীনহীন ভ্রাতাদিগের নিকট প্রাণস্বরূপ মুক্তিদাতার নাম প্রচার কর, ইহা অপেক্ষা আমার আর আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারে ? সংসারে শান্তি নাই, সাংসারিক ধর্ম্মেও শান্তি নাই, শান্তি কেবল তাঁহাতে, যিনি শান্তিস্বরূপ। সংসারের নীচ কিম্বা উচ্চ পথ, যেথানে থাক না কেন, কখন পতন, কখন উন্নতি ; কিন্তু শান্তিলাভ করা অসম্ভব। ঈশ্বরের সহবাস ভিন্ন মন কিছুতেই শান্ত করা যায় না। পবিত্রতার সঙ্গে শান্তির নিগূঢ় যোগ, একটি ছাড়িয়া আরটি পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারি, সকল শোক সন্তাপ চলিয়া যাইবে, সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইবে, সকল আনন্দ আমার হইবে। ঈশ্বরের নিকট থাকিলে, তাঁহার পবিত্রতারূপ জ্যোৎস্না মনকে যেমন আলোকিত করে, তেমনি স্নিগ্ধ করে। অতএব তাঁহার নিকট থাকিতে বাসনা কর, এবং তাঁহাকে নিজের ঈশ্বর বলিয়া পূজা কর। তিনি অবশিষ্ট সকলই করিবেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। কবে আমরা তাঁহাকে সাধারণভাবে শূন্যহৃদয়ে উপাসনা না করিয়া, পিতা বলিয়া অন্তরের সহিত ডাকিতে পারিব। ভক্তবৎসল ভক্তের নিকট থাকিবেনই থাকিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বম্বে, মালাবার হিল,
২৯শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রিয় দীননাথ (মজুমদার),

তুমি পূর্ব্বে আমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিলে কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই, কিন্তু উপস্থিত পত্রপাঠে অতীব আনন্দিত হইলাম এবং আমার হৃদয়ের সহিত তোমাকে শুভাশীর্ব্বাদ অর্পণ করিতেছি। তোমরা যতদিন আমার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছ, ততদিন নিয়ত তোমাদের মঙ্গল চেষ্টা, মঙ্গল প্রার্থনা ও মঙ্গল চিন্তা করিতেছি। বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি বা না পারি, নিশ্চয় জানিও, হৃদয় মধ্যে যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, তন্মধ্যে তোমরা সদা অবস্থান করিতেছ এবং দূরে থাকিলেও, সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। যে জন্য এ সম্বন্ধ পরস্পর মধ্যে ঈশ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, তাহাই প্রার্থনীয়। তিনি সর্ব্বসাক্ষিরূপে সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে, এবং পরস্পরকে পাপের নিবারক ও শাস্তা এবং ধর্ম্মপথে সহায় মনে করিয়া, সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধুতা রক্ষা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে যে যোগ, তাহার লক্ষ্য সাধন করিতেই হইবে; নতুবা পরস্পর হইতে বিয়োগ এবং প্রত্যেকের বিয়োগ। প্রাত্যহিক উপাসনাকে আরও বিনম্র ও জীবন্ত কর, এবং সমস্ত অনুরাগের সহিত দয়ালু পিতার চরণ ধারণ কর; পবিত্র উৎসাহসাগরে পাপের নৌকা ভগ্ন হইয়া যাইবে।

তোমাদের মঙ্গল হউক। অদ্য এখানকার শেষ বক্তৃতা হইবে—অতএব এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রথম বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, এক খণ্ড পাঠাইয়াছি, বোধ করি, পাইয়া থাকিবে। এখানকার সমুদায় বক্তৃতাগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং

অবশিষ্টগুলি হয়তো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এখান হইতে আগামী বুধবারে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মুঙ্গের,
৩রা জুন, ১৮৭৮ খৃঃ।

প্রিয় গৌরগোবিন্দ,

তোমার কয়েকখানি পত্র যথাসময় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার প্রচারবার্ত্তা-পাঠে আনন্দ লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের আত্মোন্নতির জন্য যে সকল বিশেষ সদুপায় করিয়া দিয়াছেন, যেরূপ বিশেষ করুণা করিতেছেন, তদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগের জীবন তাঁহার রাজ্যবিস্তারের জন্ত ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। তোমাদের বল বুদ্ধি শরীর সকলই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়াছে, তাহার উপর আর তোমাদিগের অধিকার নাই, এই মনে করিয়া, এখন সম্পূর্ণরূপে তোমরা তাঁহার অনুগত দাস হইয়া, তাঁহার পবিত্র নাম প্রচার করিয়া, নিজের ও দেশের মঙ্গল সাধন কর, ইহাই আমার হৃদয়ের ইচ্ছা, ইহা দেখিলে আমি কৃতার্থ হই।

যাহা লিখিয়াছিলে, তাহা পাঠমাত্র অমূলক মনে করিয়াছিলাম; আমার সংশয় সপ্রমাণ হইল, আনন্দের বিষয়। এবার চাঁদা সম্বন্ধে কাণপুরের কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহা পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত উল্লসিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। অল্পবিশ্বাসীরা বুঝিতে পারে না, কিন্তু আমাদের জন্ত ঈশ্বর সকলই করিতেছেন। বোধ করি, উমানাথ বাবু সপরিবারে তথায় আছেন। এখানে আগামী রবিবারে আর একটী উৎসব হইবার কথা।

তথাকার ভ্রাতারা কি আসিতে পারিবেন? সকলকে নমস্কার জানাইবে, রাজনারায়ণ বাবুকেও নমস্কার জানাইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সিমলা, হিমালয় পর্ব্বত;

৬ই আগষ্ট, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রাণাধিক অঘোর,

তোমার পত্রপাঠে কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার শুভদিন, এই হিমাচলে বসিয়া এমন মনোহর মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দয়ার এতগুলি কথা পাঠাইলে, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র গৃহে যে রাখিবার স্থান নাই, আর যে ধরে না; কোথায় রাখিব? অবাক্ হইলাম, দেখে শুনে স্তম্ভিত হইলাম। আরো কত আছে, বলিতে পারি না। "ব্রহ্মনামে মাতিল (আমার প্রিয়তম মুঙ্গের)" ধন্য দয়াল প্রভু! ইচ্ছা হয়, একবার দৌড়িয়া গিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ি। তোমরা চিরকাল এইরূপে স্রোতে পড়িয়া থাক; মৃত মুঙ্গের জীবন পাইয়া, অন্ধ মুঙ্গের চক্ষু পাইয়া, দয়াময়ের অতুল কৃপার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকুক। দেখি, একবার কেউ বলে কি না, তাঁর নামের গুণে মরা মানুষ বাঁচিতে পারে। ঈশ্বরের ঘরে কেবল ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতে চও, ভাল, দীনভাবে দাড়াইয়া থাক; দেখিবে, নিশ্চয় বলিতেছি, দেখিবে, ঈশ্বরের সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না শরীর ও মনের উপর ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের গুণে ত কিছুই হয় না। তিনি কেবল একবার করুণাচক্ষে পাপীদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন; দীন দেখিলেই সেই দয়াময়ের চক্ষু হইতে একটি কোমল

সুমধুর আলোক সেই দীনের উপর পড়ে, অমনি উহার জ্বালা নিবৃত্তি হয়, সকল দুঃখ ঘুচিয়া শান্তি হয়। তাঁর কটাক্ষে কি না হয়? অঘোর, আবার সেই পুরাতন কথা বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক, সকল কামনা পূর্ণ হইবে। যিনি আবেদনপত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন; কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও, এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয়া দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আবার কবে মুঙ্গেরের সকলকে হৃদয়ে বেঁধে পিতার কাছে দাঁড়াব।

প্রিয় জগদ্বন্ধুকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তিনি বড় দীন, আমি জানি, দীনবন্ধু তাঁহাকে চরণের ধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আর দুই দীন কি করিতেছেন? প্রসন্ন কেমন আছেন? মৈত্রেয় মহাশয় সঙ্গে আসিতে পারিলেন না, বড় দুঃখ হয়; পিতার সম্পত্তি সেখানেও অনেক। সেদিন প্রাত্যহিক উপাসনার পরে তাঁহাকে মনে পড়িল। নবকুমার কি করিতেছেন? আর সকলে কেমন আছেন? তাঁহাদের নাম লিখিলাম না, কিন্তু তাঁহারা হৃদয়ে আছেন। অন্নদার পত্র পাইয়াছি। গত কল্য অক্ষয় তুষারাবৃত পর্ব্বতশিখর সকল দূর হইতে দেখিলাম; নিম্নে মেঘ সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, বিলক্ষণ শীত। ঐ সকল পর্ব্বতে যিনি বাস করেন, তিনি মহান্ ভূমা, তিনিই মুঙ্গেরের দয়াময় পিতা।

মুঙ্গের কি "যদি" কথাটি ছাড়িয়াছেন? স্বর্গরাজ্য সম্মুখে, 'যদি'-বিহীন, সংশয়বিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রহিয়াছে। মনের সহিত বলিতেছি, মুঙ্গের! তোমার মঙ্গল হউক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সিমলা—হিমালয় পর্ব্বত ;
৯ই আগষ্ট, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রিয় দীননাথ,

অদ্য ঈশ্বরপ্রসাদে নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়াছি। পর্ব্বতের শোভা অতীব আশ্চর্য্য ও মনোহর। দয়াময়ের পবিত্র সহবাস সম্ভোগ করিবার এই প্রকৃত স্থান। এ বিষয়ে আরো পরে লিখিতে চেষ্টা করিব। তোমরা কেমন আছ, লিখিবে। মুঙ্গেরকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ দিবে। অদ্য এই পর্য্যন্ত। এখন একটু একটু শীত করিতেছে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সিমলা—হিমালয় ;
১৬ই আগষ্ট, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রিয় জগদ্বন্ধু,

ভক্তিঘাটের সমারোহ দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া প্রাণ শীতল হইতেছে। চারিদিক হইতে কেবল ভক্তির কথা শুনিতেছি। তোমাদের পত্রগুলি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আর কিছু তোমাদের থাকুক বা না থাকুক, যদি কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভক্তের প্রতি ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই ; কেন না, ভক্তি মুক্তির দ্বার। এই ভক্তি যাহাতে প্রগাঢ় হয়, তাহার চেষ্টা কর, তজ্জন্য প্রার্থনা কর ; যাহা চাও, সকলি পাইবে। দয়াময়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে, ভক্তিভাবে ভক্তবৎসলের পদতলে পড়িয়া থাকিতে, আমি তোমাদিগকে বার বার অনুরোধ করিয়াছি, এখনও করিতেছি ; কেন ?

কেবল এই করার জন্য আমার প্রতি দয়াময়ের আদেশ। বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া থাকাই ঔষধ। তিনি এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং এই কথা দাস হইয়া তোমাদিগকে বার বার বলিতেই হইবে। পরে তিনি আরও বলিবেন, সময় অনুসারে সমুচিত ঔষধ তিনি বিধান করিবেন। সে বিষয়ের জন্য আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, জিজ্ঞাসু হইবার অধিকার নাই। প্রভুর যখন যে আজ্ঞা হইবে, তখন তাহা পালন করিতে হইবে। এখন তিনি যে পথ দেখাইতেছেন, বিনীত-ভাবে সেই পথে চল। অন্য কথা কহিও না, পরে কি হবে, কোথায় যাব, ভক্তদিগের এ বিষয় আলোচনা করা অন্যায়, ইহা অনধিকার চর্চ্চা, ইহা অবিশ্বাস। তাঁহার চরণে মাথা রাখ, তিনি টানিয়া লইয়া যাইবেন; মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না, প্রভু, কোথায় লইয়া যাও, এ যে ভাল পথ বোধ হয় না; এ ভয়ানক অবিশ্বাসের কথা মুখে আনিও না। বিশ্বাস কর, প্রভু নিজে বলিতেছেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিলে, মহাপাপীদের পরিত্রাণ হইবে। এ সময়ের এই বিশেষ প্রত্যাদেশ। আমি যখন মুঙ্গেরে "দয়াময়ের চরণ চাই" বলিয়া তোমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, তখন সময়ের ধন কিনিতে অনুরোধ করিতাম। অসময়ের দ্রব্য আমি কোথায় পাইব, তোমরাই বা তাহা পাইলে কি করিতে পার? তোমরা যদি সহস্র বার বল, আমরা যে মহাপাপী, আমি সহস্র বার বলিতে চাই, পিতার চরণে লুটাইয়া পড়; কেন না তিনি স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন, এখনকার রোগের এই ঔষধ। যদি বল, আর কোন উপায় বলিয়া দিন, এই উপায় কার্য্যকর হইতেছে না, আমি এ কথা এখন শুনিব না, শুনিতে পারি না। দয়াময়ের আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত চালাইব না। কিন্তু পরে তোমাদের কথা শুনিব, আর আর উপায় বলিব, যখন পিতা বলাইবেন। যখন এক পথ শেষ করিয়া, অপর পথের উপযুক্ত হইবে,

তখন সেই নূতন পথ দয়াময় দেখাইবেন ; ভয় নাই, চিন্তা নাই। পাপের জন্য ঘৃণা, ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে, চারি দিক অন্ধকার—তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই, তাহা আমি জানি ; কিন্তু পরিত্রাণের জন্য এ সমুদয় আবশ্যক। এখন যদি হাসিতে চাও, তাহা হইবে না ; প্রতিদিন আনন্দের সহিত ব্রহ্মপূজা করিতে চাও, তাহা হইবে না। পাপ থাকিতে শান্তিলাভ করিতে চাও, তাহা হইবে না। এখন কাঁদিতে হইবে, শস্য-সংগ্রহের সময় হাসিবে ; এখন ব্যাকুলতা, নবজীবন পাইবার সময় শান্তি হইবে। তাই বলি, এখন খুব ব্যাকুল হও, পাপের জন্য আপনাকে খুব ঘৃণা কর, পাপকে খুব ভয় কর, গেলাম গেলাম বলিয়া তাঁর চরণে পড়ে খুব কাঁদ। এখন যত কান্না, তখন তত হাসি ; এখন যত ভক্তি, তখন তত মুক্তি। পরে যে লাভ হইবে, তাহার জন্য কি সন্দেহ হয় ? দয়াময়ের কথায় কি পূর্ণ বিশ্বাস হয় না ? আমিও কি মিথ্যাবাদী হইলাম ? পিতা এ সকল জানিয়া, তোমাদিগকে ভাবী মঙ্গলের অগ্রিম কিছু কিছু এখনই দিতেছেন, ইহা কি অস্বীকার করিতে পার ? কি ছিল, কি হইল ; আবার মনে কর, কি হইতে পারিবে। তাঁহার আশ্রয় না পাইলে কোন্ পাপ-হ্রদে ডুবিতে, কত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে। যদি দুষ্প্রবৃত্তির স্রোতে অবাধে ভাসিয়া যাইতে, এতদিনে কি হইত !!! দয়াময় তোমাদের ঢের করেছেন, অনেক দিয়াছেন, তাঁর নাম লইতে পারিতেছ, তাঁর পবিত্র সন্নিধানে একদিনও চরিতার্থ হইতেছ, ইহা কি পাপীদের পরম সৌভাগ্য নয় ? এই সৌভাগ্য যেমন কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে, তেমনি কিছু শান্তিও হৃদয়ে বিধান করে। হা, দয়াময় এই মহা-পাপীর জন্য এত করিলেন ! যে স্বেচ্ছানুগত হইয়া গভীর পাপকূপে ডুবিয়া থাকিত, সেই জঘন্য ঘৃণিত ব্যক্তিকে তিনি পদতলে স্থান দিলেন।

আমার কি সৌভাগ্য, আমার কতই না আশা হইতে পারে ; হাঁ, মনে হইলে প্রাণ শীতল হয়।

জগদ্বন্ধু, বল দেখি, প্রাণ শীতল হয় কি না? হয়, নিশ্চয়ই হয়। এই শান্তি সেই বিমলানন্দের প্রাতঃকাল, যাহা নবজীবনে অনুভূত হবে। এই শান্তি অমূল্য, ইহা দেখাইয়া দেয় যে, পিতা কেমন ভবিষ্যতে আনন্দ দিবেন। এ মত অঙ্গীকার করে না, তাই অবিশ্বাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এখনি কিছু কিছু নগদ দেন। পিতার তো ইচ্ছা যে, একেবারে খুব আনন্দ দেন ; কিন্তু সন্তানেরা যে পাপের জন্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে যাতে পাপ যায়, এস, সকলে মিলে তাই করি ; পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয়, এখন ততই ভাল। সেই সংগ্রামে তোমার, তোমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, এক এক বার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অনেক ভাবনা হইতেছে, ভয় হইতেছে, এ সকল আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এবং তোমাদের দুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু, জগদ্বন্ধু, কি করিবে বল? যত কষ্ট হইতেছে, এ সকল যে তিনি দিতেছেন, পাপ-মোচনের জন্য। তিনি পাপকে যন্ত্রণাদায়ক করিতেছেন। এখন এই প্রার্থনা কর, যতদিন এই সংগ্রামের তরঙ্গ সকল মস্তকের উপর দিয়া চলিবে, ততদিন যেন মস্তক হেট করিয়া তাঁহার পবিত্র মঙ্গলচরণে পড়িয়া থাকিতে পার। যখন এই তরঙ্গ চলিয়া যাইবে, তখন মাথা উঠাইয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিবে, কেবলই শান্তির জ্যোৎস্না। এখন দীননাথের শরণাপন্ন হইয়া থাক, পরে আনন্দস্বরূপের শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিবে। তোমরা পাপের জন্য খুব ক্রন্দন কর, তাতে আমার তত ভয় হয় না। পাছে দীননাথের চরণ ছাড়, এই আশঙ্কা। তোমাদিগকে আবার বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, তোমরা কিছুতেই তাঁর চরণ ছেড় না। এই জন্য তোমার রচিত সেই গীতটী আমার বড় ভাল লাগে, এবং

তোমাদিগকেও সেইটী নিয়ত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি, 'দাঁড়াও একবার বক্ষঃস্থলে।" ভয় কি, দীননাথকে সঙ্গে লইয়া চল, অগ্রসর হও, সুদিন হইবে। তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয়, তাহা হইলেই আমি বাঁচি। আজ তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হিমালয়, সিমলা;
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রিয় দীন,

সেইত ধরা দিতেই হইবে, তবে কেন আর ছাড়িয়া পলায়ন কর; অবশেসে পরাস্ত হইতেই হইবে, তবে কেন তাঁহার সহিত তোমরা সংগ্রাম কর। ঐ দেখ, যতবার তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছেন, বলিতেছেন, "আর কেন পালাও, অবাধ্য সন্তানেরা, ধরা দেও।" আমিও তাই বলিতেছি, আর কেন? তাঁর দয়া তো সামান্য নহে, সে দয়ার কাছে অবাধ্যতা কতদিন তিষ্ঠিতে পারে? এস, সকলে মিলে বলি, পিতা, তোমার চরণে পরাস্ত হইলাম, জানিতাম না, তোমার এত দয়া। পাপী জনে এত করুণা, এ মূর্খ পামরেরা জানিত না। কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল তিনি তোমাদিগকে দেখাইতেছেন, কেমন আশ্চর্য্যরূপে মুঙ্গেরধামে তাঁহার দয়া প্রকাশিত হইতেছে। তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তোমরা এসকল চক্ষে দেখিতেছ। যাহা দেখিতেছ, তাহা মনের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস কর; প্রত্যেক ঘটনা

সেই অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী শ্লোক, প্রত্যেক দিনের ব্যাপার এক একটী পরিচ্ছেদ, সমুদায়ের মধ্যেই নিগূঢ় যোগ আছে, সমুদায়টি অভ্রান্ত সত্য, মুক্তিপ্রদ প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিলে, তবে পরিত্রাণ হইবে। অগ্রে তাঁহার কথায় ও কার্য্যে বিশ্বাস, পরে মুক্তি। সমুদায় ঘটনাগুলিকে তাঁহার পবিত্র চরণের সহিত গাথিয়া, গলার হার করিয়া রাখ, এই আমার আশীর্ব্বাদ। দীন, তুমি দীননাথের চরণে বিশ্বাসপূর্ণহৃদয়ে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক, তিনি তোমার দীনতা দূর করিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মুঙ্গের,

১৪ই কার্ত্তিক, ১৭৯০ শক।

(২৯শে অক্টোবর, ১৮৬৮ খৃঃ)

প্রিয় বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ,

সত্যের জয় হইবেই হইবে, সে জন্য ভাবিত হইও না, ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় ধর্ম্মরাজ্য স্বয়ং রক্ষা করিবেন। তোমাদের নিকটে কেবল এই বিনীত প্রার্থনা, যেন বর্ত্তমান আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে, এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমরা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতে অমঙ্গল না হয়, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি; এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার করিতে চাও কর; কিন্তু দেখ, যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ আন্দোলন সম্বন্ধে আমার

যাহা বলিবার, তাহা তিনি জানেন। তিনি তাঁহার সত্য রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাস আমার প্রাণ। তাঁহার চরণে তাঁহার মধুময় নামে আমার হৃদয় শান্তিলাভ করুক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা, কলুটোলা;
১০ই নভেম্বর, ১৮৬৮।

প্রিয় দীননাথ,

তোমার শরীর মন পবিত্র হউক, ঈশ্বরপ্রেমে সদা শান্তিলাভ করুক। আসিবার সময় তোমাকে দেখিতে পাই নাই, এজন্য দুঃখিত হইয়াছিলাম; প্রসন্ন ঘোষের জন্যও ব্যাকুল হইয়াছিলাম। অবরুদ্ধ ভক্তিস্রোত আবার প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে শুনিয়া, যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এবার সকলে ভাল করে পিতার চরণ ধরিবে; পরীক্ষার সময় ব্যাকুলতা ও ভয় বাড়ে কেবল ভক্তি বৃদ্ধির জন্য, পরীক্ষার আর অন্য অর্থ নাই। পিতার চরণ ভিন্ন আর ক্ষমার আদর্শ কোথায় পাইবে। যদি তিনি তোমাদিগকে অপরাধী জানিয়াও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তবে তোমরা কি বলিয়া অপরকে পরিত্যাগ করিবে। তাঁর ক্ষমায় বাঁচিয়া আছি, তাঁর দয়া আমাদের প্রাণ; তাঁর চরণ মস্তকে রাখিলে অবশ্যই তাঁর মঙ্গল ভাব কিয়ৎপরিমাণে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। বিজয়কৃষ্ণ সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন; তিনি বলেন, আমার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই, আমার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা আছে। তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও অস্থিরচিত্ত হইয়াছেন, প্রকাশ পাইতেছে। "নরাধম জুডাস্ ইস্কেরিয়ট-তুল্য" এই বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রিয় বিজয় আমার নিকটে

আসিলেই আমি কৃতার্থ হই। অদ্য এই পর্য্যন্ত। প্রিয় অঘোরনাথের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন

মহাশয় সুহৃদ্বরেষু *—

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না; সে দুঃখ সময়ে সময়ে ঈশ্বরের নিকট ও ভ্রাতা-দিগের নিকট অশ্রুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, আমি বহুদিন হইতে যাঁহাদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিলাম, ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে একহৃদয় হইয়া যাঁহাদের সঙ্গে জীবনের সকল কার্য্যে সম্বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাঁহাদিগকে মনের কথা, হৃদয়ের প্রীতি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহারা আমাকে বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহারা আমাকে মহাভয়ানক ও সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক অপরাধে সাধারণের নিকট অপরাধী করিতে চেষ্টা করিলেন। একমাত্র পরিত্রাতা ঈশ্বরকে ভক্তির সহিত উপাসনা, যাহা আমার বিশ্বাস ও জীবনের লক্ষ্য, তাহা বিলোপ করিবার দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল। নিকটস্থ বন্ধুরা আমাকে এতদিনের পর অহঙ্কারী, কপট, পিতার প্রভুত্ব-অপহারক, পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তক ও আত্মপূজার প্রচারক বলিয়া অভিযোগ

* এই পত্রখানিতে তারিখ নাই; ২২শে জুন, ১৮৬৯ খৃঃ (৯ই আষাঢ়, ১৭৯১ শক) শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন কর্ত্তৃক যে পত্র লিখিত হয়, এ পত্রখানি তাহার উত্তর, এবং ইহা ১৭৯১ শকের ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয়।

করিলেন! ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক পাপে তাঁহারা আমার জীবনকে কলঙ্কিত করিতে পারেন? বন্ধুর ইহা অপেক্ষা আর কি নিষ্ঠুর ব্যবহার হইতে পারে? এস্থলে ইহার প্রতিবাদই বা কিরূপে করি? বন্ধুদিগের নিকট এই ভয়ানক দোষ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি অহঙ্কারী নহি, পিতার গৌরব আমি অপহরণ করি না, কোন্ মুখে তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিব? আবার যখন স্মরণ করি যে, তাঁহারা আমাকে অবিশ্বাস করেন, এবং আমার প্রতিবাদ শুনিয়াও তাঁহাদের প্রত্যয় নাই, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চিন্তাতেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদি ভ্রাতারা আমার মত ও চরিত্র বাস্তবিক উক্ত দোষে দূষিত মনে করেন, করুন; যদি সে দোষ ঘোষণা করিতে চান, করুন। ঈশ্বরের নিকটে আমি এ বিষয়ে নিরপরাধী আছি, এই আমার যথেষ্ট; তিনি যদি আমাকে দোষী না করেন, মনুষ্যের মিথ্যা অপবাদে আমার কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত ভ্রাতাদিগের নিকট আমার এই মাত্র অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে, আমি রাগ বা ঘৃণা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেন না তাঁহারা যে আমাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, কিন্তু আমার মত ও চরিত্রসম্বন্ধে তাঁহাদের ঐরূপ সরল বিশ্বাস; আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও, সরল বিশ্বাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রাখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা আমার অনেক উপকার করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ; তৃতীয়তঃ তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারের সেবা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত আছে। তাঁহাদের সঙ্গে আমার একটী বিশেষ বিগূঢ় সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে ঘৃণা বা ক্রোধবশতঃ অতিক্রম করা আমার পক্ষে

মহাপাপ। তাহা হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। আপনি যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহার সদুত্তর প্রদানে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি দশ বৎসর কাল বক্তৃতা ও পুস্তক দ্বারা সাধারণের নিকট এবং বন্ধুমণ্ডলী মধ্যে আমার মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়াছি, এখন কি আমার নিজের আবার ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে? এমন কি কোন বন্ধু নাই, যিনি এতদিন আমার নিকট যাহা শুনিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষভাবে যথার্থরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন? যাহা হউক, আপনি যখন আমাকে দোষী জ্ঞান করেন না, এবং কেবল সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে এবং বন্ধুভাবে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি উহার যথোচিত উত্তর লিখিতে বাধ্য হইলাম।

১। ঈশ্বর পাপীর একমাত্র পরিত্রাতা। মনুষ্য এবং জড়জগৎ পরিত্রাণ-পথের সহায় হইতে পারে, কিন্তু পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নাই। সাধু ব্যক্তিরা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের মহোপকার করেন, ঈশ্বরের সাহায্যে অতিশয় জঘন্য লোকদিগকে সত্যের পথে আকর্ষণ করেন এবং অতি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু তাঁহারা যতই উন্নত পবিত্র হউন না কেন, তাঁহারা কাহাকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন না। অনন্ত পুণ্য, দয়া ও শক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বর ভিন্ন কেহ পরিত্রাণ করিতে পারেন না।

২। সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে প্রীতি করা ও পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যকে মনুষ্য-জ্ঞানে যতদুর ভক্তি করা যায়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। গুরুভক্তি ও সাধুসেবা কদাপি দূষণীয় নহে, বরং উহা স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মানুরাগের অনিবার্য্য ফল। গুরু বা সাধুকে পূর্ণ ব্রহ্ম অথবা তাঁহাকে একমাত্র অভ্রান্ত অবতারজ্ঞানে ভক্তি করা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ।

৩। আমি মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর যে আমার অনুরোধে বা আমার পুণ্যগুণে অপরকে ক্ষমা অথবা পরিত্রাণ করিবেন, আমার কথন এরূপ ভ্রম হয় নাই। তবে ইহা আমি বিশ্বাস করি যে, সরলভাবে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমাদের সকলেরই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, এবং সে প্রার্থনা ভক্তিসম্ভূত হইলেই দয়াময় পিতা তাহা সুসিদ্ধ করেন। এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া, ব্রাহ্মেরা সময়ে সময়ে আমাকে এবং অপরাপর বন্ধুদিগকে ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের হিতের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরকে অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে এবং প্রত্যেক পাপীকে তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে আসিয়া উপাসনা করিবার অধিকার দান করে, সে ধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তিত্বের মত স্থান পায় না।

৪। যে প্রণালীতে আমার কোন কোন ভ্রাতা আমাকে সম্মান করিয়া থাকেন, আমি কখনই তাহা অনুমোদন করি না। কেন না প্রথমতঃ আমি উহার উপযুক্ত নহি। লোকে যেরূপ আমাকে সাধুবাদ করেন, আমার হৃদয় সেরূপ নহে, ইহা আমি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি। বন্ধুরা আমার নিকট যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার অপবিত্র মনের গৌরব কিছুমাত্র নাই, ঈশ্বরই তাহার মূল কারণ; কেন না তিনি সামান্য নিকৃষ্ট উপায় দ্বারা অনেক সময় জগতের হিতসাধন করেন। সুতরাং বন্ধুগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা কেবল দয়াময় ঈশ্বরেরই প্রাপ্য; তাহাতে আমার অধিকার নাই, এবং তাহা গ্রহণ করিতে আমার অযোগ্য মন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়। আমার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকের ঈশ্বরভক্তি ও সাধুতা আমার অপেক্ষা অধিক, এবং আমার পরিত্রাণের একটী বিশেষ উপায়। দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বর আমার

বিবেচনায় অন্যায় ও অনাবশ্যক। প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি আন্তরিক, বাহ্যিক লক্ষণের হ্রাস হইলে, উহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে শ্রদ্ধাপ্রকাশের আতিশয্য হইলে, অপরের অনেক অনিষ্ট হইতে পারে ; এজন্য উহা যত পরিহার করা যায়, ততই ভাল।

উল্লিখিত সম্মান-সম্বন্ধে আমার অমত ও সঙ্কোচ আমি বার বার বন্ধু-দিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছি ; কিন্তু বোধ করি, হৃদয়ের উত্তেজনাবশতঃ তাঁহারা আমার কথা গ্রাহ্য করেন নাই, এবং আমার অনিচ্ছা জানিয়াও, তাঁহাদের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে, তখন সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। আমি যে স্পষ্ট অনুজ্ঞা দ্বারা উক্ত ব্যবহার নিষেধ করি নাই, কিম্বা কঠোর শাসন দ্বারা তন্নিবারণের চেষ্টা করি নাই, ইহার গূঢ় কারণ আছে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, এরূপ বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকিবে না। উহা হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনার ফল, সুতরাং ঐ উত্তেজনা ক্রমে স্থির হইলেই, বাহিরের আতিশয্য-দোষ পরিমিত হইবে। যদি উহাতে বিশ্বাসের দোষ থাকিত, যদি আমার বন্ধুরা উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকে অবতার বা মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে পূজা করিবার জন্য ঐরূপ বাহ্য সম্মান করিতেন, তাহা হইলে উহা স্থায়ী হইয়া মহা অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠিত ; কিন্তু আমি কখনই এ দোষে তাঁহা-দিগকে অপরাধী মনে করিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা কেবল নবানুরাগের প্রথম উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই বাহ্যানুষ্ঠানের আতিশয্য-দোষে দোষী হইয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মে ঐ বেগ সুস্থির হইবে, সন্দেহ নাই। এখনই উহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমার অধিকার নাই। বন্ধুদিগকে অধীন করিয়া, অনুরোধ ও আদেশ দ্বারা আমার মতের দিকে আনয়ন করা, আমার প্রবৃত্তি ও

ধর্ম্মসংস্কার উভয়েরই বিরুদ্ধ। তাঁহারা স্বাধীনভাবে উন্নত হন এবং ধর্ম্মের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে সত্যের পথে অগ্রসর হন, এই আমার ইচ্ছা এবং ইহা আমার তাবৎ শিক্ষা ও শাসনের নিয়ম। "এই কার্য্য কর, এই কার্য্য করিও না" আমি বিশেষ করিয়া এরূপ শিক্ষা প্রদান করি না। কি সত্য, কি ঈশ্বরের আদিষ্ট, ইহা সাধারণরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করি; কেন না তদ্দ্বারা সকল অবস্থাতে মনুষ্য আপনা আপনি কর্ত্তব্য জানিয়া, স্বাধীনভাবে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। এ নিয়মের অন্যথা আমি করিতে পারি না। কেন না আমার অনুরোধে যদি কেহ কোন কার্য্য করেন, আমি তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী; সুতরাং এ অপরাধ হইতে আমি দূরে থাকিতে চেষ্টা করি, এবং এই জন্যই দৃঢ়তাসহকারে আমি সকল সময়ে উক্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকি। ইহাতে বন্ধুরা কখন কখন অপ্রসন্ন ও বিরক্ত হন; কিন্তু কি করি, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলন-সম্বন্ধে আমি স্পষ্টরূপে নিষেধ করি নাই বলিয়া, যে আমি নিশ্চিন্ত আছি, তাহা নহে; সাধারণরূপে উহার দোষ গুণ বুঝাইতে এবং উভয় পক্ষকে সদুপদেশ দিতে আমি ত্রুটি করি নাই, এবং আমি আশা করি, তাঁহারা আপনারা ক্রমে সত্যাসত্য বুঝিয়া, ঈশ্বরের আদেশে সত্য পথ অবলম্বন করিবেন। যদি বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ আমার উপদেশ শুনিয়া, তদনুরূপ বিশ্বাস ও কার্য্য না করেন, আমি সে জন্য কঠোররূপে তাঁহাকে নির্য্যাতন বা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাস থাকিলেই, আমার নিকট সকলে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত ও সমাদৃত হন; অতিরিক্ত বিষয়ে কাহারও ভ্রম বা অবিশ্বাস থাকিলে, আমার ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, বরং নিকটে রাখিয়া ক্রমে তাঁহাকে সত্যের পথে আনিতে হইবে। বিশেষতঃ নিতান্ত দীনভাবে যাঁহারা আমাকে ভাই বলিয়া, অনেক দিন হইতে আমার আশ্রয় লইয়াছেন,

যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পিতৃমাতৃহীন ও নিরাশ্রয় এবং নিরুপায়, যাঁহারা অনুতপ্ত ও ব্যাকুল-হৃদয়ে ধর্ম্মের কঠোর সাধনে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বিদায় করিতে পারি না; তাঁহাদিগের উন্নত ভাব পোষণ ও সামান্য ভ্রম দূর করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নির্দ্দয়রূপে এমন ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিলে, আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী হইব।

ঈশ্বরপ্রসাদে সকল ব্রাহ্মভ্রাতা সদ্ভাবে মিলিত হইয়া, সত্যের পথে, কল্যাণের পথে অগ্রসর হউন এবং শান্তি সম্ভোগ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

London,
4 Woburn Square, W. C.
6th May, 1870.

প্রিয় অঘোর,

তোমার দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। মুঙ্গেরের এক বিভাগের সংবাদ পাইয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম, তোমার পত্রে অপর বিভাগের উন্নতির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। মুঙ্গের আমাকে যতই নির্য্যাতন করুন না কেন, তাঁহার প্রতি আমার যে বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা বোধ করি, সহজে বিনষ্ট হইবে না। এখনো সেখানে আমার কতকগুলি ভাই আছেন, যাঁহারা আমার হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে পিতার আশ্চর্য্য করুণা যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহা কি কখন ভুলিতে পারিব? এই জন্যই মুঙ্গের এত মিষ্ট। যাঁহারা সেই মিষ্টতা

অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আমার হৃদয়ের বন্ধু। দীন মজুমদার, দীন চক্রবর্ত্তী, প্রসন্ন, তোমরা কি আমাকে হৃদয় দিয়া, আবার কাড়িয়া লইতে পার? কত ভাই ছাড়িলেন, তোমরা কি নিষ্ঠুর হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার? এস, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, সকল ভাইগুলি মিলিত হয়ে, দয়াময় পিতার শান্তিগৃহে চিরদিন পড়িয়া থাকিব। তাঁর চরণ হইতে আর কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী আছে? সেই চরণ যদি যথার্থ ধরিয়া থাকিতে পার, তোমাদের নিকট কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না। আমার এই অপরাধ যে, আমি কেবল ঐ চরণের কথা বলি। যদি আমি পাঁচ রকমের কথা বলিতাম, যদি আমি নানাবিধ আকর্ষণ দেখাইয়া, মন ভুলাইবার চেষ্টা পাইতাম, তাহা হইলে, বোধ করি, দশ বৎসরে এতগুলি বন্ধু হারাইতাম না; কিন্তু আমি উহা পারি না। জীবন মৃত্যুতে চরণ ধরিয়া থাক, এই আমার উপদেশ; সুখ শান্তি জ্ঞান পবিত্রতা স্বর্গ মুক্তি সকলই ঐ চরণে পাইবে।

এদেশে ভিতরে ভিতরে সত্য ধর্ম্মের বিস্তার হইতেছে, কিন্তু আবার অনেকে প্রচলিত ধর্ম্ম ছাড়িয়া, বিপরীত দিকে অনেক দূর যাইতেছেন। ভাল লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা মানেন না, পাপ, পরিত্রাণ, grace এ সকল কথা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু কিছু pantheismএর ভাব লক্ষিত হয়। একটি উপাসনামন্দিরে প্রতি রবিবারে এই ভাবে ও প্রণালীতে উপাসনা হইয়া থাকে। দেখিলে বড় কষ্ট হয়। ঠিক মনের মত লোক দুই তিনটি, চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রায় সকলেই হয় এদিক, নয় ওদিক। হৃদয় অতি অল্প, মতের প্রাদুর্ভাব অধিক। এখানে শীঘ্র কিছু করিয়া উঠা কঠিন। একটি বিশেষ শুভ চিহ্ন এই যে, প্রতি রবিবারে অনেকে আমার Sermon শুনিতে উপস্থিত হন। দয়াময় পিতার দয়ার উপর

নির্ভর করিয়া থাক, দেখ, তাঁর ইচ্ছাতে কি হয়। অনেকে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এখান হইতে অনেকগুলি সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সমুদায় জানিতে পারিবে।

দীনবন্ধু দীন সন্তানদিগকে পদাশ্রয় দান করুন; তোমাদের তাপিত হৃদয়কে শীতল করুন!

চিরদিন তোমাদেরই

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Bristol,

11. 6. 70.

প্রিয় প্রসন্ন,

বোধ করি, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছ। কলা যদি আসিতে পার, এই সামগ্রীগুলি সঙ্গে আনিবে। Bath and Golden oil—Cream—মসলা—Please request Mr. Spears to get the plan of my provincial movements printed and circulated to-morrow.

Miss Carpenter talks and talks and talks: so there is no time to write letters.

Yrs affly.

K. C. Sen

কতকগুলি কাগজ (Letter paper) এবং Envelopes, যাহাতে উহা থাকে, সেই কাষ্ঠের দ্রব্য সহিত আনিবে। Date রাখিবার সেটীও আনিবে।

(ইংরেজী পত্রের অনুবাদ)

ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সমীপে।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ,

অত্যন্ত গভীর দুঃখের সহিত, আমি এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে এই শোকসংবাদ দান করিতেছি যে, পোর্ট ব্লেয়ারে ৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনারেল গুপ্ত হন্তার হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের ভক্তিপাত্র এবং প্রিয়তম গবর্ণর জেনারেলের অকাল মৃত্যুতে আমার সহিত আপনারা শোকে যোগদান করিবেন এবং কাউন্টেস্ অব মেয়োর শোকব্যথার সহিত গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

আমার এই বিনীত ব্যগ্র প্রার্থনা যে, ভারতের প্রেসিডেন্সিস্থ নগরীসমূহের ব্রাহ্মসমাজ সকল আগামী রবিবারে এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া, ঈশ্বরোপাসনা করেন। এ সম্বন্ধে অগ্রে তারযোগে সংবাদ দান করা গিয়াছে। আমি আশা ও বিশ্বাস করি, মফঃস্বলস্থ সকল ব্রাহ্ম-সমাজ এই পত্রিকা প্রাপ্তিমাত্র, যত শীঘ্র পারেন, ঈশ্বরোপাসনা করিবেন। ইহা আশা করা যাইতে পারে যে, ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী এ সময়ে মহারাজ্ঞীর অপরাপর প্রজামণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া, রাজপ্রতিনিধির মৃত্যুতে আন্তরিক শোক-প্রকাশের জন্য মিলিত হইবেন।

ভারতাশ্রম,
বেলঘরিয়া,
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০।

প্রিয় প্রসন্ন, *

এখানে পুরাতন বন্ধু বেন্‌কাটা স্বামীর অনুরোধে অদ্য রাত্রিবাস করিবার কথা হইতেছে। অনেক দেখিবার আছে। নৌকা প্রেরিত হইল, তোমরা দুই জন আসিবে। আমাদের Stewardকে ঘর বন্ধ করিতে বলিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বেলঘরিয়া,
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭২।

প্রসন্ন,

অদ্য বৈকালে এখানে পরিবার লইয়া আসিবার কথা। তাঁহাদিগকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বলিবে। ছেলেরা ইস্কুল হইতে বন্ধ হইলেই যাহাতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তাহার উপায় করিবে। যে যে দ্রব্য বাক্সে আসিবে, আগে ঠিক করিয়া রাখিবে। বোধ করি, পাচক ব্রাহ্মণকে আনিতে হইবে, চাকর চাকরাণী ২।১ জন, ৪টা ৪॥টার সময় ছাড়িলে হয়। Eau-de-Cologne এক বোতল আনিবে, Pencil দুইটা, Ink এক দোয়াত, Bread দুই খানা। ধোপা যদি আমার কাপড় দিয়া থাকে, কতকগুলি আবশ্যকমত অদ্য আনিবে; যদি না দিয়া থাকে, বেহারাকে শীঘ্র পাঠাইয়া আনাইবে। খুব দরকার। যদি কোন মতে না দিতে পারে, ধোপাকে বলিয়া আসিবে, কাল সমুদায় প্রস্তুত করিয়া রাখে। Required also copy of Almanac & Diary.

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

* বিলাতযাত্রার পথে মান্দ্রাজ সহরে উপস্থিত হইয়া, জাহাজে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেনকে এই পত্র পাঠান হয়।

Etawah,
31 October, 1872.

প্রিয় প্রসন্ন,

এখানে আসিয়া তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছি। মিররের সংবাদ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে তোমাকে অনেক বলিয়াছি, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার পরিবারের যাহা কিছু অবলম্বন ছিল, তাহা কি এইরূপে নিঃশেষিত হইবে? দেনার সাগরে কত কাল আর নিমগ্ন থাকিতে হইবে? এত ব্যয় কমাইয়া দেওয়া হইল, তথাপি কি কোন সুবিধা হইবে না? তোমরা বিবেচনা করিবে, আর কি বলিব? 'সুলভ সমাচার' কয়খণ্ড আজ কাল বিক্রয় হইতেছে, তাহা লিখিবে। "দুঃখের পর্ব্বত" অতি উত্তম হইয়াছে। মোকদ্দমার বিষয় কি আর কিছু শুনা গিয়াছে? কল্য নূতন মাস আরম্ভ হইবে, মিররের হিসাব ও বিল পাঠাইতে বলিবে। তুমি ভাড়ার জন্য যে টাকা চাহিয়াছিলে, তাহাও লিখিয়া দিও, বিবেচনা করিব। তোমাদের মধ্যে সর্ব্বদা সদ্ভাব থাকে, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রার্থনা। এ বিষয়ে বিস্তার করিয়া লিখিবে। যাহার সঙ্গে যাহার অমিল আছে, তাহার সঙ্গে হিসাব পরিষ্কার করিয়া লইলে ভাল হয়। * * *

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কৈলাসকে আমি ইতিপূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি কি পাইয়াছেন? তিনি কেমন আছেন, লিখিবে। আমার ঘর মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করা আবশ্যক, আলমারির কাপড় পোকায় কাটিয়াছে কি না, দেখিবে। সাবধান, যেন ঘরে ছেলেরা গিয়া দ্রব্যাদি নষ্ট না করে।

রাজলক্ষ্মীকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে এবং পুঁটীকে বলিবে, আমি ভালবাসি।

Rain is going home., All letters to be addressed to K. C. S. Etawah.

Etawah,
6 November, 1872.

প্রিয় দীননাথ,

সেই মুঙ্গের আবার যাইব, আশা করিতেছি। কিন্তু তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মনে হইলে দুঃখ হয়। যাহা হউক, যে কয়েকজনকে পাই, তাহাই আমার লাভ। তোমাদিগকে দেখিলেই আহ্লাদ হইবে। অধিক কাল তথায় থাকিবার, বোধ করি, সুবিধা হইবে না, যে হেতু কলিকাতায় ১৫ই ডিসেম্বর আন্দাজ ফিরিতে হইবে। এখানকার সকলের অবস্থা মন্দ নহে, আর কিছুদিন থাকিলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা। দয়াময় কবে আমাদিগকে সেই সুখের অবস্থাতে আনিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Cawnpore,
20 November, 1872

প্রিয় প্রসন্ন,

এই পত্র পাইবামাত্র অনুসন্ধান করিয়া শীঘ্র উত্তর লিখিবে। Whitley Stokes, Secretary, Legislative Department, Government

of India কলিকাতায় আছেন, কি অন্য কোথায় আছেন, আমি জানিতে চাই। বোধ করি, অমৃতলালের ভাই সংবাদ দিতে পারেন। এ খবরটি আমি ত্বরায় চাই। আর একটি বিষয় এই, Miss Akroyd আসিয়াছেন কি না, Mr. Ghose ইহার সন্ধান বলিতে পারিবেন। যদি তিনি না আসিয়া থাকেন, কবে আসিবেন এবং যে দিবস আসিবেন, তখনি আমি যেন সংবাদ পাই। বোধ করি, স্কুকোর মাইনা স্কুলে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য হয়ত fine দিতে হইবে। মহেন্দ্রনাথকে বলিয়া, যাহাতে শীঘ্র টাকা দেওয়া হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবে। শরীর খুব ভাল নহে। কাণপুরে সুবিধা হইতে পারে। এখানের সকলের ইচ্ছা, কিছু কাল থাকি।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কাণপুর,

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭২।

স্নেহের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানি অনুরাগের সহিত পাঠ করিলাম, পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। অনেকদিন হইতে তোমার রোগের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। বোধ করি, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা ভাল আছ। আমরা জয়পুর হইতে সম্প্রতি এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছি, অদ্যই এলাহাবাদে যাত্রা করিবার কথা। ঈশ্বরপ্রসাদে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হইয়াছে, আর কিছুদিন এ প্রদেশে থাকিলে খুব উপকার হইত। কিন্তু কি করি? কলিকাতায় সাগর-সমান কার্য্য, শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। আমাকে তোমরা অনেক কষ্ট দিয়াছ, এই কথা বলিয়া

তুমি আক্ষেপ করিয়াছ। তোমাদের সেবা করিতে গিয়া আমার যদি কিছু কষ্ট হয়, সে জন্য তোমরা দুঃখিত হইও না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, তোমরা আমার সেবা গ্রহণ কর। কবে সেই দিন হইবে, যে দিন তোমাদিগকে ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দিত দেখিয়া, আমি সুখী হইব। আমার মনের কথা এ জীবনে ভাল করিয়া তোমাদের কাছে একদিনও খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। যদি তোমরা আমার কথা পালন কর এবং আমার প্রতি সদয় হও, তাহা হইলে আমার কত আনন্দ হয়, বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বর জানেন, তোমাদের সুখে আমার কত সুখ হয়। পিতা তোমাদের দুঃখভার দূর করুন, এই আমার প্রার্থনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

আশ্রমের ভগ্নী ও কন্যাগণ কেমন আছেন? সকলকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। তাঁহারা কি এক একবার আমাকে স্মরণ করেন? প্রিয় মোহিনীকে আমার স্নেহ জানাইবে। তাঁহার ছবি পাইয়াছি, তজ্জন্য Thanks. (ভারতাশ্রমের জনৈকা ব্রাহ্মিকাকে লিখিত।)

এলাহাবাদ,

১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭২।

প্রিয়—

তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানির উত্তর দিতে নানা কারণে বিলম্ব হইল, দোষ ক্ষমা করিবে। আমার মন যে তোমাদের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, আর কতবার বলিব? ঈশ্বর জানেন, ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি আমার কিরূপ অনুরাগ এবং তাঁহাদের সেবা করিতে পারিলে আমি কত আনন্দিত হই। আশ্রম মনে হইলে, ইচ্ছা হয়, দৌড়িয়া গিয়া, সেই শান্তি ঘরটিতে তোমাদের

সকলের সঙ্গে বসিয়া, পিতাকে ডাকিয়া, খুব প্রাণ শীতল করি। আশ্রমের উপাসনার বাহ্যিক শোভা মনে হইলে, আমার শরীর মন জুড়ায়, ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। বাস্তবিক, আশ্রমে পিতাকে ডাকিলে, আমার বড় সুখ হয়। আমার ভগিনীরা চারিদিকে বসিবেন, আমি আবার তোমাদের সঙ্গে পিতার কাছে বসিব, আমার কত আহ্লাদ ; সেই আনন্দের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার প্রতি একটু তোমরা অনুগ্রহ কবিও, আর আমাকে কষ্ট দিও না, এবার ফিরিয়া গিয়া যেন সকলকে প্রসন্ন দেখি, এবং আমার সেবাগ্রহণে প্রস্তুত দেখি। তোমরা আমার মেয়ের মত, আমার ভালবাসা সকলে গ্রহণ করিয়া, আমাকে বাধিত কর।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিয়া, মঙ্গলবার কলিকাতায় পৌঁছিবার কথা, প্রিয় প্রসন্নকে সংবাদ দিবে। (ভারতাশ্রমের জনৈকা ব্রাহ্মিকাকে লিখিত।)

রবিবার,

(৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃঃ)

প্রিয় রাজু ও রাধে,

সুসংবাদ! লর্ড নর্থব্রুকের কন্যা মিস বয়ারিং তোমাদের বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান-কার্য্যে উপস্থিত হইবেন, সম্মত হইয়াছেন। আগামী সপ্তাহের মধ্যে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তোমরা উপযুক্ত হও, ভাল হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ডেরাডুন,
১৩ই অক্টোবর, ১৮৭৩।

প্রিয় কান্তি,

গত রাত্রি ২টার সময়, ডাকগাড়িতে এখানে নিরাপদে আসিয়া পৌছিয়াছি। সকলে ভাল আছেন, কেবল প্রবোধের একটু গোলমাল। প্রতাপ ও জয়গোপাল বাবু আমাদের পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। পর্ব্বতে উঠিবার বন্দোবস্ত হইতেছে, ২।৩ দিবসের মধ্যে তথায় যাওয়া হইতে পারে। সুকো ও সুনীতির পত্র দুইখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর হইতে কোন পত্র পাই নাই। দাদা ও বীরের আরোগ্য-সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। বরদা ও বিরাজকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে, তাঁহাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এবার হইতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় এক এক খানি Sunday Mirror পাঠাইতে হইবে, দেখ, যেন অবহেলা না হয় –

"Editor of the Christian World"
13 Fleet Street,
London E. C.

মিস কলেটের নামে যে ১২ কপি পাঠান হয়, তাহা যেন নিয়মিতরূপে প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে ৬ খানা Brindisi ও ৬ খানা Via Southampton পাঠাইলে হয়। আশ্রমের সংবাদ কি? সকলকে আশীর্ব্বাদ জানাইবে। কবে আশ্রম আমার মনের মত হইবে?

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

প্রসন্ন কেমন আছেন? অর্থাৎ তাঁহার মন কেমন? মা রাজলক্ষ্মীর

কি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহ হইয়াছে? আর আর সকলের মন কেমন?

কে—

পত্রাদি ডেরাডুনে পাঠাইবে।

প্রচারক ভ্রাতৃগণ সমীপেষু *

প্রচারক মহাশয়গণ,

শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার,

আমাকে এবং বর্ত্তমান বিধান ছাড়িবার জন্য তোমরা যে সকল আয়োজন করিতেছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার দিন তোমাদিগের মধ্যে শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, তাহারই লক্ষণ দেখিতেছি। আচ্ছা! আমি প্রভুর আজ্ঞা তোমাদিগকে গম্ভীর এবং বিনীতভাবে জানাইতেছি। তাঁহার আদেশ, তোমাদের পরস্পরের প্রতি শত্রুতা দূর করিতে হইবে। আমি জানাইলাম। অবশ্য কর্ত্তব্য জানিবে। অন্যথা না হয়। সকলে এই আদেশটি পালন করিবে। বিশেষতঃ অমৃত, কান্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই কয়েক জনের মধ্যে যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া ফেলিবে। যাহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমার ঐ দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব।

অনুগত

শ্রীকে—

---

* এই চিঠি ১৮৭৪ খৃঃ জানুয়ারীর শেষ ভাগে কি ফেব্রুয়ারীতে লিখিত।

(জনৈক প্রচারককে লিখিত)

শুভাশীর্ব্বাদ,

এত প্রহার ও উৎপীড়ন কেন? আমি গেলাম যে! অক্ষমা, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা আমাকে মারিয়া আধমরা করিয়া ঘাটে ফেলিয়া, আবার তার উপর মারিতেছে; মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এত অত্যাচার কেন? আমি কি দোষ করিয়াছি? পরস্পরকে খুব শ্রদ্ধা ভালবাসা ও বিশ্বাস না দিলে, আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। আমি শুনিতে চাই, প্রত্যেকে বলুন, ভ্রাতাতে মন একেবারে মাতিয়াছে, না দেখিয়া থাকিতে পারি না, বুকের রক্ত বলিয়া প্রত্যেককে বোধ হইতেছে. যেন গলাগলি প্রণয়, একটু আত্মপর-ভেদ নাই, সকলে একপ্রাণ হইয়া স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছে, কেহ কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন। আমার ফিরিবার পূর্ব্বে, কে এই কথা বলিতে পারেন?

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৪,
২৩শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক।
শুক্রবার, প্রচার বাড়ী।

কান্তি,

সকলে আহার করিয়া বেলা দুইটার সময়ে এখানে আসিলে ভাল হয়। কেহ যেন আহার বন্ধ না করেন। আসিবার সময় Mission office ও আশ্রমের সমুদায় আয় ব্যয় হিসাব লইয়া আসিবে।

কে—

যাহা তোমাদের বলিবার থাকে, স্থির করিয়া আমাকে স্পষ্ট করিয়া সেই সময় বলিবে।

প্রিয় নগেন্দ্র ও কালীনাথ,

সে দিবস তোমরা যে আবেদনপত্র আমার হাতে অর্পণ করিলে, তাহাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তন্মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি। ২১ জনের এইরূপ সংস্কার যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভা" নামে একটি সভা ছিল এবং তাহা যদিও সঙ্গত-সভার সহিত সম্মিলিত হয়, প্রথমোক্ত সভার সভ্য ও উহার সভ্যদিগের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। অবশিষ্ট ২২ জন এ কথায় সম্মতি প্রকাশ না করিয়া, কেবল এইমাত্র প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যের ভার বর্ত্তমান সঙ্গতসভার অল্পসংখ্যক সভ্যের হস্তে না থাকে এবং একটি সাধারণ সভা সত্বর আহ্বান করিয়া, ঐ উপাসকমণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক গঠন করা হয়। উভয় দলই পুনর্গঠন উদ্দেশে আমাকে সভা আহ্বান করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রথম শ্রেণী স্বাক্ষরকারী মহাশয়গণ 'পুনর্গঠন' চান ও অপর কয়েকজন নূতন সঙ্গঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মতের অনৈক্য থাকাতে কিরূপে সভা আহূত হইবে, তাহা অবধারণ করা কঠিন। সঙ্গতসভা নামে যে উপাসকমণ্ডলী-সভা আছে, তাহার যদি কেবল পুনর্গঠন করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ কেবল ঐ সভার সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারা ডাকিতে হইবে; আর যদি একটি সম্পূর্ণ নূতন সভা সংস্থাপন হয়, তাহা হইলে সাধারণরূপে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। এ অবস্থায় যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, তাহাদের মতের ঐক্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা উল্লিখিত বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্যে কোন্‌টি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা আমার পক্ষে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। যদি বর্ত্তমান সঙ্গত-সভার গঠন ও তাহার সহিত উপাসকদিগের কিরূপ সম্বন্ধ, ইহা জানিবার ইচ্ছা থাকে, উহার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে সমুদয় জানা যাইবে। আবেদন-স্বাক্ষরকারী মহাশয়-

দিগের নিকট আমার সসম্মান নিবেদন যে, তাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া, একমত হইয়া, আমার নিকট প্রস্তাব করিলে, আমি আহ্লাদের সহিত বিজ্ঞাপন দ্বারা একটি সভা ডাকিতে সচেষ্ট হইব।

হাজারীবাগ,
১লা ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।
(১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হাজারিবাগ,
১৯শে আগষ্ট, ১৮৭৪।

প্রিয় ভ্রাতা উমানাথ,

এইরূপ লেখা ভাল, সুতরাং এইরূপে সম্বোধন করিলাম। বড় গোল দেখিতেছি। এখানে কি আমি নিশ্চিন্ত? সেখানকার ঢেউ এখানে খুব লাগিতেছে। ভ্রাতা ও বন্ধুদের মন এমন হইয়া গেল! তাঁহারা কি আমাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন? যেন কোন কালে চেনা শুনা ছিল না, এখন এইরূপ ব্যবহার দেখিতেছি। অসুস্থ শরীরে এখানে আসিয়াছি, তার উপরেও বজ্রাঘাত। যাহা হউক, সত্যের সিংহ জীবিত আছে, কিছুতেই সত্যের বিনাশ হইবে না, হইতে পারে না। তবে প্রচারকেরা যে আমার সঙ্গে চিরদিন লাগিবেন, ইহা তো মনে করিতে পারি না। এখন একটু শক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে,—তোমরা কে কে আমার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া সংগ্রাম করিবে? ঠিক করিয়া বলিতেই হইবে। দুই জন হয়, পাঁচ জন হয়, ক্ষতি নাই। আমি জানিতে চাই যে, কোন প্রচারক ভ্রাতার হস্তে এমন ছুরি নাই, যাহা একদিন সুযোগ পাইলে, কি ইচ্ছা হইলে, আমার গলায় দিতে পারেন। আশ্রমেও এই নিয়ম চালাইতে চাই। আসিবার সময় আমাকে কি জঘন্যরূপেই

বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। তোমরা কি মনে করিয়াছ, আমি আগেকার মত আশ্রমে উপাসনা করিব, ভোজন করিব, আমোদ করিব, সেবা করিব? আমি গণ্ডগোল চাই না। সাধারণ আশ্রমের ভার তোমরা লইতে পার। যেখানে সামগ্রীর মর্য্যাদা হয়, সেখানে থাকিতে আমি প্রস্তুত। দুইটি লোক সেরূপ হয়, ক্ষতি নাই, আমি তাদের চাই। পরে আরও জানিবে।

শরীর এক্ষণে খুব ভাল নহে। নিদ্রা ভাল হইতেছে না। কিরূপেই বা হইবে? উৎসব যত কাছে আসিতেছে, আমার যেন কান্না পাইতেছে। দূরে ক্ষুদ্র সন্তান ডাকিয়া উঠিলে, মার স্তন হইতে সহজে দুগ্ধ ঝরে। আমার তেমনি হইতেছে। আমি কি এমন সময় দুগ্ধ না দিয়া থাকিতে পারি? আমার যে মন হইতে ভাব উথলিয়া উঠিতেছে; বলি, বলি, বলিতে পারি না। তোমরা কোথায়, আমি কোথায়। যাহা হউক, ফিরিয়া গেলে একটি ক্ষুদ্র উৎসব আমাকে দিও। তোমাদের নিকট উৎসবের যোগটি যেন চিরদিন থাকে।

চিরদিন তোমাদেরই

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হাজারিবাগ,

২০শে আগষ্ট, ১৮৭৪।

প্রসন্ন,

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এইগুলি বহু কষ্টে লিখিলাম। এখন তোমার কাছে এই অনুগ্রহ চাই যে, পাইবামাত্র, এক মিনিট বিলম্ব না করিয়া,

কম্পোজ করিতে দিবে। "কতকগুলি ধর্ম্মকথার" sizeএ হইবে। [সংখ্যা ২] ইহার Title Page এইরূপ হইবে—

"কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ।"

ভাল করিয়া বিজয় কিংবা উমানাথকে দেখিতে বলিও। "সংখ্যা ২" ইহার নীচে লেখা থাকিবে,—

ভাদ্রোৎসব। [ছোট অক্ষর]

একদিনে অর্থাৎ শনিবারের মধ্যে সমুদায় কার্য্য শেষ করিবে, যদি নিতান্ত না হয়, রবিবার ১০টার পর ঘণ্টা ৩।৪ পাইবে, তাহার মধ্যে ২০০।৩০০ আন্দাজ ছাপাইয়া, বাঁধাইয়া মন্দিরে বিক্রয় করিবে। পাঠের সময়, বিজয় এইগুলি পাঠ করিতে পারেন। যদি নিতান্ত ছোট হয়, একটু বড় অক্ষরে দিলে ভাল হয়। সমুদয় ছাপাইও না। কেন না, উৎসবের পরে আমি একবার দেখিয়া দিব। এক কপি ছাপা হইলে, আমার কাছে পাঠাইবে, আমি দেখিয়া পাঠাইব। রবিবারের আনন্দ, এবার তোমরাই ভোগ করিলে। মনের সাধে উৎসব করিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

প্রসন্ন,

বলিয়া কহিয়া আর একটু সময় পাওয়া গেল, সুতরাং আর একটু তাড়াতাড়ি করিয়া লিখিলাম। দেখ, যেন ছাপানো হয়। অবশ্য অবশ্য অন্ততঃ রবিবার বৈকালের মধ্যে।

কে—

হাজারিবাগ,

২৯শে আগষ্ট, ১৮৭৪।

প্রিয় দীননাথ,

রামপুরহাটের কার্য্যবিবরণ লিখিয়াছ, তাহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ স্থানের লোকদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বেহার বিভাগের উহা অন্তর্গত। বেহারে তোমার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে তুমি নিজে কোন পত্র কোথাও লিখিও না। চক্রবর্ত্তী কিংবা নবকুমার বন্ধুভাবে অন্য অন্য স্থানে লিখিয়া, প্রথমে ভাব গতি বুঝিয়া দেখুন; তুমিও সময় ও সুযোগ অনুসারে স্থানে স্থানে গমন করিয়া কার্য্য করিতে থাক। ক্রমে স্বাভাবিক রীতিতে সকলই স্থির হইয়া যাইবে। হিন্দুস্থানীরা পলায়ন করিয়াছে, এ সংবাদটি ভাল নয়। কলিকাতার উৎসব হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, শুনিয়াছ। সকলকে আমার ভালবাসা দিবে। শরীরটা কিছু ভাল, একটু নিদ্রা হইতেছে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হাজারিবাগ,

২৯শে আগষ্ট, ১৮৭৪।

প্রিয় প্রসন্ন,

তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। শীঘ্র পুস্তকগুলি ছাপাইয়াছ, তজ্জন্য ইতিপূর্ব্বে ধন্যবাদ করিয়াছি; ঈশ্বরের কার্য্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী হও। মনের আনন্দে তাঁহার সেবা কর। তুমি সর্ব্বদা সকল ভ্রাতার পদানত হইয়া থাক, এই আমার ইচ্ছা। অনেকে তোমার বিরোধী, তুমি

জান; তোমার ব্যবহারে অনেকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটি শিক্ষার ব্যাপার, তোমার দোষ কি অন্যের দোষ, তাহা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এইটি মনে রাখিও যে, দয়াময় তোমাকে এমন দলে আনিয়াছেন, যেখানে অনেকে তোমাকে নির্য্যাতন করিতে প্রস্তুত। ইহাতেই তোমার মঙ্গল। কেন না তুমি অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া ক্রমে সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে, তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। উৎসবে তোমরা খুব উপকার লাভ করিয়াছ। উৎসবের পরে তোমরা কেমন আছ, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে? আবার কি জ্বালাতন হইবে ও জ্বালাতন করিবে? এবার তোমাদের সকলের কাছে চির প্রেমভিক্ষা চাই। এখন তোমাদের অতি ক্ষুদ্র দল, এই সময় কি শীঘ্র বাঁধিয়া ফেলিতে পার না? ত্রৈলোক্য আমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবে যে, যদি তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে পারেন ও আর সকলে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চান, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। এ বিষয়ে আমার তো কিছু হাত নাই। সকলের অভিপ্রায় হইলেই হইল। তাঁহার কিছুতে অমঙ্গল হয়, উহা আমি ইচ্ছা করিতে পারি না। পুস্তকখানি এখনো শেষ করিতে পারি নাই। দেখি, যদি কাল পাঠাইতে পারি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা করা ধার্য্য হইয়াছে। সোমবার পর্য্যন্ত পত্রাদি এবং Tuesdayর Indian Mirror খানিও Giridi Station Masterএর Careএ পাঠাইবে। শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মোহিনী, বরদা ও সুদক্ষিণা আমাকে প্রণাম দিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির পত্রের উত্তর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভার পুনর্গঠন জন্য, প্রথম পত্রে যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐ নামে একটি নূতন সভা সংগঠন উদ্দেশে, আবেদনকারীরা দ্বিতীয় পত্রে আমাকে একটি সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যে সকল আবেদনকারী প্রথম পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে দ্বিতীয় পত্রে কেন স্বাক্ষর করেন নাই, বুঝিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারীরা উপাসক বলিয়া স্বাক্ষর করেন নাই এবং অন্য কোন প্রকারে আত্মপরিচয় দেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্দিরে উপাসনা করেন না, সুতরাং মন্দিরের উপাসক বলিয়া একদা পরিগণিত হইতে পারেন না। যাহা হউক, যে কয়েক জন নিয়মিত উপাসক ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সকলকে অবগত করিতেছি যে, আগামী ৪ঠা আশ্বিন, শনিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে বিধিপূর্ব্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্য, উক্ত মন্দিরে অপরাহ্ণ ৫টার সময়, একটি সভা হইবে। যে সকল ব্রাহ্ম নিয়মিতরূপে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সভায় উপস্থিত হইয়া, প্রার্থনাদি করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৩১শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।
(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ইন্দোর,
নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রিয় প্রসন্ন,

আমি আশা করি, শুক্রবার রাত্রে, প্রতাপকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক গ্রহণ জন্য ব্যবস্থা করিবে। আমাদের যতগুলি বন্ধু হাওড়ায় যাইতে ইচ্ছা করেন, যাওয়া উচিত। ভাল গাড়ী না পাইলে, জয়গোপাল বাবুর গাড়ী চাহিয়া লইবে এবং আমার গাড়ীও হাওড়াতে লইয়া যাইবে। নিকেতনের ছেলেরা যেন সকলে অভ্যর্থনার্থ যান। প্রতাপ অগ্রে আমার বাড়ীতে যাইবেন, সেখানে সকলেই যেন তাঁহার সঙ্গে থাকেন। আমার বড় ঘরে যেন একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, সংক্ষিপ্ত উপাসনা, একটি দুইটি খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন হয়। সৌদামিনী এবং আশ্রমের জন কয়েক মহিলা যেন ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকেন। উভয় ঘরেই যেন প্রচুর পরিমাণে আলো থাকে। আমার পত্নী যদি প্রতাপকে কিছু খাওয়াইতে চান, সন্দেশ লুচি প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন, আনিয়া দিবে। সৌদামিনী সাহায্য করিবেন। প্রতাপ তাহার পর আশ্রমে যাইবেন। প্রতাপের উপরের ঘর ফুল পাতা দিয়া রুচিমত সাজাইবে, সাজান যেন বেশী জমকাল না হয়। একটি উপযুক্ত স্থানে "স্বাগত" (Welcome) শব্দটি যেন স্থাপিত হয়।

তোমার স্নেহের
কেশবচন্দ্র সেন।

মোড় পুকুর,

১০ই মে, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

এখানকার জন্য একখানা ১০ ফুট টানাপাখা অদ্যই চাই। Second hand হইলে ভাল হয়। খবরদার, যেন অধিক দামের না হয়, অথচ দেখিতে মন্দ না হয়। দড়ি, হুক, সমুদায় সরঞ্জাম সহিত ৩টার গাড়ীতে কোন্নগর পর্য্যন্ত রওনা করিয়া দিবে। ওঝা দরোয়ান সঙ্গে আসিবে। ভুবন যদি সঙ্গে আসিয়া Station-এ Book করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। আর আমার ঘরে আলমারীর মাথায় ও এখানে ওখানে যে ছোট ছোট spare ছবি আছে, তাহাও ঐ লোকের মারফত পাঠাইয়া দিবে। আর যদি কিছু পাঠাইবার সুবিধা হয়, পাঠাইবে। ৪টা ৪॥টার মধ্যে এখানে দ্রব্যগুলি আসা চাই। অবশ্য অবশ্য। ওঝাকে ঠিকানা বলিয়া দিবে। বোধ করি, ওঝা আজ এখানে থাকিয়া, কাল আম কাঁঠাল লইয়া যাইবে। আমার অদ্য ফিরিবার কথা। দেখি, কিরূপ হয়। সেখানে যে ঝোড়াগুলি আছে, এখানকার জন্য তাহা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মোড়পুকুর,

১৯শে মে, ১৮৭৬ খৃঃ।

শুভাশীর্ব্বাদ,

আগামী কল্য সাধনকানন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক মোড়পুকুরে আসিয়া উপাসনাদি করিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

জুমনিয়া,
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

গত কল্য রাত্রি প্রায় ১১টার সময়, জুমনিয়ায় আসিয়া পৌছিলাম। পথে অনেকক্ষণ ও অনেক লোকে একত্র থাকায় কিছু কষ্ট হইয়াছিল, এবং নিদ্রা হয় নাই। কিন্তু এখানকার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত দেখিয়া, সকল কষ্ট দূর হইল। বিশেষতঃ পত্রাদি পৌছিল কি না, সে বিষয়ে বড় ভাবনা হইয়াছিল। তাহার পর আবার অত রাত্রিতে এরূপ চমৎকার বন্দোবস্ত! কিরূপ আরাম হইল, বুঝিতেই পার। লোকগুলিও অত্যন্ত আদর করিলেন। এখান হইতে উটের গাড়ীতে এক দল সকালে যাত্রা করিয়াছেন। আমরা ঘোড়ার ডাকে এখনি ছাড়িব।

সেখানে বৈদ্যঠাকুরাণী একজন কয়েকদিন রাঁধিয়াছিল। বিরাজের মার দ্বারা তাহাকে ॥০ আনা দিতে হইবে। আর মেথরাণীকে ॥০ দিবে। মিরর যেন প্রতিদিন পাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

গাজীপুর,
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

জুমনিয়া হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা, বোধ করি, পাইয়াছ। এখানে খুব জমকালো বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সহর অনেক দূর, সংসারের বন্দোবস্ত হইয়া উঠিতেছে না। ... ... ভাল রকম হয় নাই। যাহা হউক, দেখা যাউক, যত দূর করিয়া উঠা যায়। সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি সকলে খুব খাটিতেছেন, কিন্তু ধোপা, নাপিত, জলখাবার সব

গোলমাল। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু এদিকে একবারও আসিতেছেন না কেন, বুঝিতে পারিলাম না। কাল সমাজেও তৃপ্তি পাইলাম না। হিন্দি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ভাষা সব একত্র, উপাসনার স্থানটি মজলিসের ন্যায়। এখন খুব গম্ভীর উপাসনা না হইলে কি চলে? কাল একটি লোক মাড়াইয়া আমার চস্‌মার একখানি কাঁচ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ভাঙ্গা কাঁচ পাঠাইতেছি, Solomon কোম্পানীর দোকানে এই রকমের Steel frameএর একখানি চস্‌মা ক্রয় করিয়া, যত শীঘ্র পার, এইখানে পাঠাইবে। তাহাদিগকে বলিলে, বোধ করি, তাহারা ডাকে পাঠাইবার ভার লইতে পারে, কিম্বা ভাল করিয়া মুড়িয়া দিতে পারে। বোধ করি, ৬ টাকা দাম লাগিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

গাজীপুর,

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

এখানে এখনো সংসারের ব্যবস্থা হয় নাই এবং আহারাদি সম্বন্ধে অসুবিধা শেষ হয় নাই। বাড়াটি সহর হইতে অত্যন্ত দূর হওয়াতে, নানা বিষয়ে গোলমাল হইয়া থাকে। আর মহারাজের বিদ্যা জানতো? কেবল অড়র ডাল, মোটা রুটি, আর ভিণ্ডি! স্থানটি কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার, একটু সহরের কাছে হইলে ভাল হইত। দাদা কি জয়পুরে গিয়াছেন? কৃষ্ণবিহারীর কি অত্যন্ত শক্ত রোগ হইয়াছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি যাইতেছেন? তুমি সে বিষয়ে কিছু লেখ নাই। শীঘ্র লিখিবে। আর সেখানকার খবর কি? যদি বাটীর ভিতরের স্নানের

ঘরে চাবি দিয়া রাখিতে পার, ভাল হয়। সমস্ত দিন যে সে জল ঢালিলে, ছাদটা দমিয়া যাইতে পারে। খোলা রাখা কোন মতেই ভাল নহে। বিরাজের মাকে বলিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। আমি আসিবার সময় পুস্তকের আলমারীর চাবি দিয়া আসিতে পারি নাই। যদি অন্য কোন চাবি দিয়া খুলিয়া, গৌরগোবিন্দ একবার বইগুলি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। আমার নামে পত্রাদি আসিলে, শীঘ্র যেন ডাকযোগে এখানে পাঠান হয়, বিলম্ব না হয়। ওঝা দরোয়ানকে বলিয়া রাখিবে, আমার নামে পত্রাদি বাটীতে আসিলে, ভাল করিয়া রাখিয়া দেয় এবং সেই দিনই তোমাকে দেয়, বিলম্ব যেন না করে।

মোকামা হইতে, বোধ করি, একটি বড় ঘটি ভুলক্রমে এখানে আসিয়াছে। প্রসন্নকে বলিবে, শীঘ্র তথায় খবরটি পাঠাইতে।

মিরার পাইয়াছি। সকলকে আশীর্ব্বাদ।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

গাজীপুর,

৩রা অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

কৈ, এখনও তো চস্‌মা পাইলাম না। তুমি এত তাড়াতাড়ি করিয়া বন্দোবস্ত করিলে, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। কারণ তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। Solomon Co. কিছু গোল করিল না কি? একবার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, ঠিকানা লিখিবার তো ভুল হয় নাই? ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। ঠিক কোন্ দিবসে তাহারা পাঠাইয়াছে, জানিতে পারিলে, এখানেও অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। এখানকার খাওয়া দাওয়া এক প্রকার চলিতেছে। কিন্তু খুব সুশৃঙ্খলা হয় নাই। …

এক প্রকার প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। টাকাও, বোধ করি, বিলক্ষণ খরচ হইতেছে। আর কিছুদিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা আছে। বাড়ীটি খুব ভাল। গোপালবাবু, যদুবাবু এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন। অন্ত যাইবার কথা। আকনা হইতে একদল আসিবার কথা।

বালী হইতে সংবাদ আনাইয়া লিখিবে। পাইক পাড়ার টাকা আদায়ের চেষ্টা দেখিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

গাজীপুর,

৯ই অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

গত কল্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া, চস্‌মাটি পাইলাম। পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ হইল, এবং ভাবনা দূরে গেল। কিন্তু ৭॥০ টাকা লাগিল কেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, পাঠাইবার জন্য ডাক মাসুল হিসাবে বুঝি ১॥০ লহয়াছে। এখন দেখিতেছি, তাহা নহে। পার্শেলটি ব্যারিং আসিয়াছে। তজ্জন্য, বিশেসতঃ আবার redirect হইয়া আসিয়াছে বলিয়া, এখানে ॥০ মাসুল দিতে হইল। যাহা হউক, পাওয়া গিয়াছে, এই ভাগ্য। আমার শ্বশুর গিরিশবাবুর সঙ্গে কাশী গিয়াছেন। যদি আমাদের আরও পশ্চিমে যাওয়া হয়, হয়তো সুকোকে, আমার শ্বশুর ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইব। কিন্তু এখনো কিছুই স্থির হয় নাই। ত্রৈলোক্য প্রভৃতি অদ্যাপি আসিয়া পৌঁছেন নাই। আলমারির চাবি পাঠাইতেছি। খুব সাবধানে রাখিবে এবং কাপড়গুলি ভাল করিয়া দেখিবে। চাবির প্রাপ্তি-সংবাদ লিখিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

গাজিপুর,
২২শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

যদুবাবু এলাহাবাদ হইতে অযাচিতভাবে ৪০৲ টাকা হঠাৎ পাঠাইয়াছেন। সুতরাং তথায়, বোধ করি, শীঘ্র যাইতে হইবে। সুকো হয়ত কল্য মেল ট্রেণে আমার শ্বশুরের সঙ্গে এখান হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবে। তাহার থাকিবার জন্য যেন সেখানে ভাল বন্দোবস্ত হয়। মাষ্টারকে বলিয়া দিবে, যেন তাহার পড়াটা ভাল হয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

গাজীপুর,
২৪শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

তোমার প্রেরিত ১২০ টাকা গত কল্য পাইয়াছি। যাদবের পত্রে অর্দ্ধ নোট ছিল, তাহাও হস্তগত হইয়াছে। আগামী বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের গাড়ীতে জুমনিয়া ছাড়িয়া, সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদ পৌছিবার কথা আছে। মিররে কলিকাতায় শীঘ্র ফিরিবার কথা কেন লেখা হইয়াছে? বোধ করি, আমরা কল্য গাজীপুর ছাড়িয়া রাত্রিতে জুমনিয়া অবস্থান করিব। এইটি Daily Mirrorএ ছাপাইয়া দিবে—

Summary of News, N. W. P.

Babu Keshub Chunder Sen has left Ghazipur for Allahabad.

সুকো, বোধ করি, নিরাপদে কলিকাতায় পৌছিয়াছে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

জুমনিয়া,
২৭শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

গাজীপুরে একদিন বিলম্ব হইয়া গেল। কল্য রাত্রি এখানে অবস্থান করিয়া, অদ্য এখান হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করিতেছি। প্রসন্ন ও রাজলক্ষ্মী গাজীপুরে রহিয়া গেলেন!! সন্তানের পীড়ার জন্য তাঁহারা সেখানে থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। সুতরাং আমরা ত্রৈলোক্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতেছি। এ খবরটি কি পাইয়াছ, যে সেদিন গাজীপুরে আমাদের জন্য সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে 'ধ্রুবচরিত্র' যাত্রা হইয়া গিয়াছে। সখের যাত্রা। সুকোর পৌঁছিবার সংবাদ না পাইয়া আমরা ভাবিত রহিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এলাহাবাদ,
৯ই নভেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

দুই দিন কোন পত্র না পাওয়াতে, এখানে সকলে ভাবিত হইয়াছেন। সুকোর সম্বন্ধে কোন সংবাদ আইসে নাই, ইহার কারণ কি? জব্বলপুরে যাইবার কথা মিরারে কেন লেখা হইল? আগামী সপ্তাহে এখান হইতে প্রত্যাগমনের কথা হইতেছে। ত্রৈলোক্য আবার একটু জ্বরে পড়িয়াছেন। যদি পথখরচের টাকা কিছু পাঠাইতে পার, ভাল হয়। সেখানকার ঘরটর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। গাড়ীখানা কি মেরামত হইয়া আসিয়াছে? দুর্গামোহনের স্ত্রীর খবর কি? সেখানে আর আর

সংবাদ কি ? উমানাথবাবু কোথায় আছেন ? বিজয় কেমন ? আমার হাতে আন্দাজ ৩৫৲ টাকা আছে। সকলকে আশীর্ব্বাদ দিবে। আশ্রমের মেয়েগুলি, বোধ করি, ভাল আছেন। প্রসন্ন কি ফিরিয়াছেন ? না, এখনও গাজীপুরে ?

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এলাহাবাদ,

১৬ই নভেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় কান্তি,

এই মাত্র নির্ব্বিঘ্নে জব্বলপুর হইতে এলাহাবাদ প্রত্যাগমন করিলাম। এখান হইতে শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

রাণীগঞ্জ,

২১শে নভেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ।

প্রিয় প্রসন্ন,

অদ্য মিস্ নিকলসনের এক পত্র পাইলাম। তিনি তাঁর পাওনা ১৫০৲ টাকা শীঘ্র চাহিয়াছেন। আর বিলম্ব করা উচিত নহে। যদি পাইকপাড়ার টাকা পাইয়া থাক, তাহা হইতে উক্ত টাকা দিবে। যদি না আদায় হইয়া থাকে, ত্বরায় আদায় করিয়া লইবে। গোবিনচাঁদ বাবু সম্পাদককে বলিয়া, বিল স্বাক্ষর করিয়া দিলেই, বোধ করি, চলিবে। একটু চটপট্ চেষ্টা করা আবশ্যক। নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে, ভবিষ্যতে ঐ টাকা

আদায় করা কঠিন হইবে। তোমার নামে অনেক অভিযোগ হইয়াছে, এবং আমারও বিশ্বাস যে, তোমার কার্য্য অতি অল্প। বিশেষ একটি ভার লইয়া, সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ ৭।৮ ঘণ্টা না খাটিলে চলিবে না। সময়টি ভয়ানক, একটু সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। ইস্কুলের কি কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে?

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Calcutta,
20 June, 1881.

প্রিয় প্রসন্ন,

তোমাদের আসিবার তো কোন বিশেষ সংবাদ পাইলাম না। বোধ করি, অদ্যাপি কিছুই স্থির হয় নাই। যদি বিলম্ব করিলে সকলের প্রত্যাগমন এক সময়ে হয়, তাহা হইলে কিছুদিন থাকা আবশ্যক। যদি মহারাজা ও মহারাণীর আসিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তোমরা ত্বরায় আসিতে চেষ্টা করিবে। আবার তুমি সেখানে যাইতে পার, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে। মোহিনী ও সাবিত্রীর সেখানে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কেন যে তোমরা এরূপ প্রস্তাব করিলে, বুঝিতে পারি না। মোহিনী আর এখানে থাকেন না, বাপের বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করিতেছেন। এখন এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, পরে কি হয়, দেখা যাউক। এখানে এ বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে খুব আন্দোলন চলিতেছে। কেহ বিবাহের পক্ষে, কেহ বিপক্ষে। আমি কেবল ছায়ায় বসিয়া দেখিতেছি। যেরূপ কার্য্য করিলে ভাল হয়, তাহা কি ঈশ্বর বলিয়া দিবেন না? বোধ করি, সেখানকার সংবাদ ভাল। চেষ্টা করিলে কেন তাহা সফল হইবে না? সকলে মিলিয়া New Dispensationএর

মজার মজার ব্যাপার পড়িতেছ তো? মহারাজাকে বলিবে, তিনি আসিয়া দুই বিবাহ স্থির করিয়া দিন, এখনো কিছুই স্থির হয় নাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা,

১৭ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ।

প্রিয় দীন,

তোমার সন্তানদের পীড়া হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তাহারা কেমন আছে, লিখিবে। ভাগলপুরের উন্নতির সংবাদ দিয়া উৎসাহিত করিবে। তুমি স্ত্রীবিদ্যালয়ের নিয়মাদি চাহিয়াছিলে, পাঠাইতেছি। সকলকে দেখাইবে। বিদেশস্থ স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে ঘরে বসিয়া পড়িতে ও পরীক্ষা দিতে পারিবেন, এমনও সুবিধা করা হইয়াছে। নাটকের বিশেষ এখন কিছুই হয় নাই। কেবল শিক্ষা হইতেছে। কি হয়, পরে জানিতে পারিবে। দার্জ্জিলিঙ্গে আমার অসুখটা বাড়িয়াছিল, এবং এখনও কাহিল যায় নাই। দুর্ব্বলতাবশতঃ অধিক কার্য্য করিতে পারি না। নিবারণ প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা দিবে। আমাকে শ্রী…… কৃপাপত্র লিখিয়াছিলেন, এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Tara View, Simla,
31 May, 1883.

প্রিয় প্রসন্ন,

ইতিপূর্ব্বে উত্তর পাঠাইয়াছি। Boarding হিসাবে কিছুমাত্র দেনা না হয়। সাবধান, সাবধান। টাকা কড়ির বড় অনাটন। এজন্য বরাত দিতে হইল। কেবল মাত্র ৫০৲ টাকার চেক পাঠাইয়াছি।

তোমার ২ মাসের পাওনা	৮৫৲
	৮৫৲
	১৭০৲
জানকী মুখোপাধ্যায়	১০০৲
ব্রহ্মব্রত হিসাবে পাওনা	২৫৲
চেক	৫০৲
	১৭৫

পাঁচ টাকা অধিক দিলাম। দুই মাসের হিসাব পরিষ্কার হইল।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

তারাভিউ, সিমলা;
৩১শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ।

প্রিয় গৌর,

সংবাদগুলি তত মনোহর নহে। যাহা হউক, ভাল মন্দ সকলই আমার জানা উচিত। কিন্তু হইল কি? এতদিনে ক্ষমা সহিষ্ণুতা জন্মিবে না? আর আমার বলা বৃথা। বলাতে যদি কিছু হইত, এত দিনে

নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু দেখিতেছি, আমার উপদেশে আর তত হইবার নাই। তাই এখন তোমাদের ভার তোমাদেরই হাতে। কলিকাতায় আমার থাকিতে হইলে, কেবল অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বকা। তাহাতে সকলকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। এখন আরামের অবস্থা হইল। উপদেশ শুনিবার লাঞ্ছনা কিছুকালের জন্য মিটিয়া গেল। আর এখন আমাকে প্রয়োজন নাই। কাহার বিশেষ অভাব বোধ হইতেছে না, এখানে আমারও হস্তে যথেষ্ট কার্য্য। আমি এখানে নূতন সংহিতা লিখিয়া তোমাদের সেবা করিতে পারি। ঋষিভাব-উদ্দীপক হিমালয় আমার পরম বন্ধু। ইঁহার আশ্রয়ে শরীর ও আত্মা উভয়ের উপকারের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ইটি ধর্ম্মসম্বন্ধে বড় অনুকূল। সংহিতা প্রভৃতি নূতন নূতন সত্য ইনি অনেক আনিয়া দেন। এস্থলে কেবল সত্য ধরিতে ও লিখিতে ইচ্ছা হয়। বোধ হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিবার এই স্থান। তোমরা সকলে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মন্বাদি শাস্ত্রকার আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া, আমাকে সত্যাগ্নিতে প্রদীপ্ত করেন। সংহিতার প্রতি ভাইদের তত আদর দেখিতেছি না। কিন্তু শত শত বৎসর পরে, সেবকের পরিশ্রম কি সফল হইবে না? এই আমার প্রত্যাশিত পুরস্কার। ব্রাহ্মবিবাহ এবং শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি আমাকে খুব শীঘ্র ডাকযোগে পাঠাইবে। যদি হিন্দু শাস্ত্রাদির কোন অংশ তোমার ভাল বোধ হয়, তাহাও আমাকে লিখিতে পার। সংস্কৃত বাঙ্গলায় মূল অর্থ, পরে পরে লেখা আবশ্যক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধে যাদববাবুকে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি।

হিমালয়,

১৯শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ।

(ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়কে)

শুভাশীর্ব্বাদ,

'ঘরে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।' সে এক ভাব, আর এ এক ভাব। কলিকাতায় কি আকর্ষণ আছে? দেখা যাউক, আছে কি না। যদি না থাকে, সর্ব্বনাশ। মনে হইল, যেন আমার দল বিষ্ঠা ভিক্ষা করিতেছে। ছি ছি ছি ছি! বলে কাপড় দাও, টাকা দাও, মান দাও, উচ্চপদ দাও, বাহবা দাও, বাহাদুর উপাধি দাও। অর্থাৎ বিষ্ঠা দাও! আমি দিতে পারিব না, দিব না। এই জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে বল? কোটিটাকার সোণার স্বর্গ দিয়াছি। এখন ময়লা দিব! কি লজ্জার কথা।

সেবক শ্রীকে —

হিমালয়,

২৬শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ।

শুভাশীর্ব্বাদ,

বাস্তবিক সহজে হরিপ্রেমে প্রবাহিত হইয়া যাইতে না পারিলে সুখ নাই। চিরদিন টানাটানি। এ কি কেহ পারে? ভাল লাগিবে কেন? যেমন নিশ্বাস, তেমনি ব্রহ্মসহবাস, তেমনি যোগ, তেমনি হরিভক্তি। ঐরূপ সহজ ও সরল হইলে তবে আনন্দ। কামার লোহা অল্প পুড়াইয়া তাহার উপর ঘা মারিতে লাগিল। সে লোহাতে গঠন হইবে কেন? খুব পোড়াও, জ্বলন্ত অগ্নিতে লাল হউক, তার পর সহজে ঘা মারিলে,

যেরূপ গঠন চাও, তাই হইবে। ইন্দ্রিয়াদি দমন হইবে, সংসার ধর্ম্মের সংসার হইবে, যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সমুদায় পাইবে। কাঁচা সাধনে অনেক বিপদ, সন্তায় তিন অবস্থা। আমাদের দলের লোক অল্প জলে জাহাজ ভাসাইতে চান; * * * সেই খানেই।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকে—

Babu Jadunath Dey
Lily Cottage
72, Upper Circular Road, Calcutta.

হিমালয়,

২৬শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ।

(উপাধ্যায়কে লিখিত)

শুভাশীর্ব্বাদ,

কে ১১ই মাঘের মধ্যে শুদ্ধাচার হইতে পারেন? রাগ লোভ হিংসা অপ্রেম দমন করিয়া, কে উৎসবের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী হইতে পারেন? এবার এই পরীক্ষা দিতে হইবে। দেখা যাউক, কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মিথ্যা আড়ম্বরে কি প্রয়োজন? ভক্তি প্রেমের ধূমধাম বাহিরে দেখাইলে কি হইবে? যে ক্ষমা না করে, যে রাগ করে, সে কি আমার লোক? যে দলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, সে দলকে কি আমার দল বলিয়া স্বীকার করি? খাঁটি লোক চাই, খাঁটি লোক দাও। আর আমার প্রতি শত্রুতা করিও না। আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দাও, পুণ্য-দৃষ্টান্তের জল ঢালিয়া। এই উপকার চাই। শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকে—

হিমালয়,

২রা আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ।

(ভাই উমানাথ গুপ্তকে লিখিত)

শুভাশীর্ব্বাদ,

আমার সঙ্গে যোগ আছে কি না, ইহা আমার বলা ঠিক নহে। এ কথাটি তো আমার উত্তর-সাপেক্ষ নহে। লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। আমার যোগ বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে, সেই খানে আমি। আমার সহিত গূঢ় যোগ সেইখানে। এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, মায়া হইতে পারে: কিন্তু যোগ ও বিশ্বাস সম্ভব নহে। আমার দলের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোকের আমি যেমন দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করি, সেইরূপ দর্শন করিতে হইবে। দল ছাড়া আমি একজন আছি, ইহা ভ্রান্তি; সুতরাং দল ছাড়িয়া আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি একজন, সমুদায় লইয়া নববিধান। একটি লোকের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আমাকে অস্বীকার; প্রত্যেকের পদধূলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরিতত্বকে দর্শন, ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছি না। রিপুগুলি ছাড়িয়া, পরস্পরের হইয়া, আমাকে লইতে হইবে। কে প্রস্তুত? দল ছাড়া দলপতির নিকটে আসিবার পথ নাই। অন্য পথ চোরের পথ। আমরা একজন, আমি এই বিশ্বাস করি।

চিরসেবক

শ্রীকে—

অসংখ্য নমস্কার, *

আপনার দুইখানি অনুগ্রহপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। দ্বিতীয় পত্রখানি, আমার বিশ্বাস, দোষের দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। আমি শারীরিক এখন এক প্রকার ভাল আছি এবং এখানকার অন্য সকল খবর মঙ্গল; আপনি কবে সুস্থ ও সবল হইয়া এখানে প্রত্যাগমন করিবেন এবং বিষয়-জঞ্জাল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য শরীর মন সমর্পণ করিবেন, আমি ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। ঈশ্বর যাঁহাকে যে পথ অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, সংসার কি তাঁহাকে সে পথ হইতে বিরত করিতে পারে? প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোন পত্র অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই; তিনি যে এখন কোথায় আছেন, তাহাও জানি না। বহু বাজারের সমাজ লইয়া নানা স্থানে আন্দোলন হইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের ভয় পাইবার কারণ কিছুই নাই। সত্যের জয় হইবেই হইবে। যাহাতে আমরা এখন সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারি, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত: আমরা যদি আপন আপন কার্য্য সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ঈশ্বর আমাদিগকে জয়ী করিবেনই করিবেন। নমস্কার।

কলিকাতা, সোমবার,
২৭শে আশ্বিন, ১৭৮৫ শক।
(১২ই অক্টোবর, ১৮৬৩খৃঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Babu Becharam Chatterjee,
E. I. R. Telegraph Office
Sutteabad,
Via Jamalpore.

* আচার্য্যদেব যখন আদিসমাজে ছিলেন, এই চিঠিখানা সেই সময়ে লিখিত। চিঠিখানা পরে পাওয়াতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

[ভাই বঙ্গচন্দ্রকে লিখিত]

(শ্রাবণ, ২য় পক্ষ, ১৮০৫ শক, বঙ্গবন্ধু হইতে)

হিমাচল হইতে শুভাশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর এবং ভক্ত ভ্রাতাদিগকে দেও। তোমার উপহার আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দপ্রদ এবং উৎসাহকর। মধ্যে মধ্যে স্বর্গরাজ্য-বিস্তারের যে সংবাদ তুমি আমাকে দেও, তাহাতে বড় আহ্লাদ হয়। যে মার খবর দেয়, আমি তাহাকে ভালবাসি। সে আমার আদরের ভাই, আমার হৃদয়ের ধন। তুমি আরও মার ভক্ত হও, আরও আমাকে মার কথা বলিয়া সন্তুষ্ট কর, এই আমার ইচ্ছা। কাছে নাই থাকলে, প্রাণের ভিতরে ত আছ? কিন্তু তোমরা চিরদিন কি আমার ও আমার মার থাকিবে? চিরকাল এইরূপ থাকিবে, কখনও ছাড়িও না। এখনও অনেক দেখিবার আছে, সম্ভোগ করিবার আছে। তোমাদিগকে ছাড়িব না। যত দিন বাঁচিব, দেবরাজ্যের বিচিত্র শোভা সকলে মিলিয়া দেখিব। নবসংহিতা তোমার ভাল লাগিয়াছে, ইহা তোমাদের জীবনকে মধুময় ও পবিত্র করুক। * * * আমরা জাতিতে পাগল, একটা ভক্তকে পাইলে, টাকা কড়ি গৃহ সংসার ফেলিয়া, দৌড়িয়া গিয়া, সেটাকে ধরিয়া মাথায় করিয়া নাচি। এই আমাদের ব্যবসায়, এই আমাদের আমোদ। মার কথা যে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া বলে, তাহাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলি, এবং অন্তরে রাখিয়া দি। মার স্তনের দুগ্ধ উথলিয়া পড়িতেছে, খুব খাও, খুব খাও।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এডেন ;

৭ই মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী

সিংহল পৌঁছিবামাত্র, তারে খবর পাইয়া আনন্দিত হইলাম। জাহাজ হইতে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা এতদিনে পাইয়া থাকিবে। গত বুধবারের পূর্ব্ব বুধবার সিংহল পরিত্যাগ করিয়া, অদ্য আরবসাগরে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে ইংলণ্ড প্রায় ১৪ দিনের পথ। আমরা কি প্রকারে দিন কাটাইতেছি, তাহা জানিবার জন্য, বোধ করি, আগ্রহ হইয়াছে। আমাদের যেরূপ বড় দল, তাহাতে দেশ ছাড়িবার কথা অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছি; যখন সকলে মিলিয়া গল্প করি, তখন যেন দেশে আছি, বোধ হয়। আমরা খুব ভোরে, প্রায় ৫টা ৫॥টার সময় উঠি, প্রায় ৭॥টার মধ্যে স্নান উপাসনা শেষ হয়। এক এক দিন স্নানের ঘরের দ্বারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়, সাহেবেরাও দাঁড়াইয়া থাকেন; একজন একজন করিয়া ঐ ঘরে স্নান করিতে হয়। সমস্ত দিনের মধ্যে কত বার খাই, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে।

১। ভোরে চা খাই।

২। ৮॥টার সময় ভাত, আলুভাজা, তরকারি।

৩। ১২টার সময় রুটি কলা।

৪। ৪টার সময় প্রকৃত ভোজন, ভাত ব্যঞ্জন বাদাম লেবু তরমুজ।

৫। ৭টার সময় চা দুধের সহিত ও রুটি।

এতবার খাই বটে, কিন্তু অধিক খাইতে পারি না, তেমন তৃপ্তিও হয় না। বাটীতে যে সকল উৎকৃষ্ট তরকারী হইত, সে সকল এখানে পাইলে কত ভাল খাওয়া যাইত। যাহা পাওয়া যাইতেছে, ইহাই যথেষ্ট। ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। তুমি কি ভাবিতে পার, আমি এখনো পান

খাইতেছি। আমরা অনেকগুলি পান মান্দ্রাজে এক বন্ধুর নিকটে পাইয়াছিলাম। সেইগুলি এতদিন আমরা ব্যবহার করিলাম। তুমি যে মসলা দিয়াছিলে, তাহা এখনো আমরা খাইতেছি। ভোজনের পূর্ব্বে ভেঁপু বাজানো হয়, উহার ধ্বনি শুনিয়া সকলে প্রস্তুত হয়। রেলের গাড়ীতে যেমন ভেঁপু বাজে, ঠিক সেইরূপ। জাহাজে আমরা যে জল পান করি, ইহা পশ্চিমের জলের ন্যায় অতি পরিষ্কার ও সুমিষ্ট। সমুদ্রের বায়ু যে কেমন নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। কলিকাতা সহরে ? টাকা দিলেও এমন অমূল্য বায়ু পাওয়া যায় না। গত রবিবার সন্ধ্যার সময় সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। অনেক সাহেব বিবি উপস্থিত ছিলেন। আমি ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করিলাম। সময় কাটাইবার জন্য সাহেবেরা কত আমোদ করে। গত মঙ্গলবারে একটী নাটক হইয়াছিল, নাটকের পর কতকগুলি গান হইল। আশ্চর্য্য ! অন্ধকার রজনীতে সাগরবক্ষে এমন সুন্দর নাটক, এত আমোদ প্রমোদ ! আমরা যে জাহাজে আছি, তাহা অনেক সময় মনে থাকে না, ঠিক যেন কোন মহানগরে রহিয়াছি। আমাদের এখানকার তো সব সংবাদ লিখিলাম। তোমাদের সংবাদ কি ? সন্তানেরা কেমন আছে ? প্রিয়‐ রাজলক্ষ্মী ? কি করিতেছে ? সুখ, পুঁটী, ছোট পুঁটী কেমন আছে ? রাজলক্ষ্মী পত্র লিখিলে ভাল হয়। কলিকাতায় কি উত্তাপ আরম্ভ হইয়াছে ? মিস পিগট্ কি তোমাকে ছবি করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যান নাই ? ছবি হইয়া থাকিলে, তাহা ইংলণ্ডে শীঘ্র পাঠাইবে। দয়াময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল বিধান করুন, তোমার হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন। আবার অনুরোধ করি, প্রতি সপ্তাহে এক একখানি পত্র আমাকে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবে। পত্র লিখিয়া বন্ধ করিয়া দিও, যেন খোলা না থাকে।

তোমারি কেশব।

সুয়েজ,
১০ই মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত শুক্রবারে এডেন ছাড়িয়া, লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া, অদ্য সুয়েজে উপস্থিত হইলাম। এসিয়া ও আমেরিকা যেখানে যোগ হইয়াছে, তাহার নাম সুয়েজ। এখানে জাহাজ ছাড়িয়া রেলরোডে যাইতে হইবে। কেবল এক রাত্রি রেলরোড গাড়িতে চলিতে হইবে। পরে আবার অন্য একখানি জাহাজে চড়িয়া, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ভূমধ্য সাগর পার হইয়া, ইউরোপে যাইতে হইবে। আমাদের গাড়িতে আর, বোধ করি, দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। যে পথ দিয়া আমরা যাইতেছি, তাহা "স্থলভে" ভাল করিয়া দেখিবে, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। গত কল্য রজনীতে সাহেবেরা একরকম তামাসা করিয়াছিল। তাহার নাম "মুরগীর লড়াই।" অর্থাৎ কতকগুলি লোক মুরগী হয় ও তাহাদের হাত পা বদ্ধ করিয়া দেয়, দুই জন পরস্পরের সম্মুখে বসিয়া পা বাড়াইয়া ঠেলাঠেলি করে; যে ব্যক্তি ঠেলিয়া উল্টাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার জয় হয়। যাহারা জয়ী হয়, তাহারা আবার এইরূপ লড়াই করে। অবশেষে একজনের জয় হয়। এক সাহেব, বিবির কাপড় পরিয়া, বিবি সাজিয়া উপস্থিত হইলেন। খেলা শেষ হইলে তিনি দাঁড়াইয়া কিছু পাঠ করিলেন এবং একখানি ভাঙ্গা প্লেট ঐ জয়ী ব্যক্তিকে দান করিলেন!! জাহাজে অনেকদিন থাকিবার যে কষ্ট, তাহা সাহেবেরা এইরূপে দূর করেন। এরূপ আমোদ প্রমোদ না করিলে, দিন কাটানো ভার। আমাদের জাহাজে অনেকগুলি ছেলে আছে, তাহারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে, তাহা দেখিলে অনেক তৃপ্তিলাভ হয়; কিন্তু এক একটা ছেলে বড় কাঁদে। এ সময়ে সমুদ্র অত্যন্ত স্থির, তুফানের ভয় নাই। আর ২।৩ দিন পরে, বোধ করি, শীত হইবে;

আমরা উত্তাপের সীমা, অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রবণ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছি এবং ক্রমে শীতপ্রবণ দেশে অগ্রসর হইতেছি। এখন যত উত্তরে যাইব, ততই শীত।

আমার একখানি চিঠি কি পাইয়াছ? যেখানে সুযোগ পাইতেছি, সেইখান হইতে পত্র লিখিতেছি। যদি কখন পত্র পাইতে বিলম্ব হয়, তাহাতে ভাবিত হইও না। কেন না জাহাজ না লাগিলে, আমরা পত্র দিতে পারি না এবং সেই পত্র লিখিবার অনেক দিন পরে তোমরা পাইবে। প্রথম প্রথম শীঘ্র শীঘ্র পত্র পাইয়াছ, এখন বোধ করি, ১৪ দিন পরে পত্র পাইবে। ইংলণ্ড পহুছিলে সপ্তাহে সপ্তাহে পত্র পাইতে পারিবে। কিন্তু তুমি আমাকে তোমার মঙ্গলসমাচার হইতে বঞ্চিত করিও না। আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। যখন যাহা হয়, বিস্তার করিয়া লিখিবে। আমি যেন সমুদায় জানিতে পারি। কাগজের অভাব নাই, যত ইচ্ছা, তত লিখিবে। সুকোর পড়া কেমন হইতেছে? তোমার খরচ কেমন চলিতেছে? আমি যে একশত টাকা রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা তুমি পাইয়াছ কি না, বিশেষ করিয়া লিখিবে। উহাতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবে, যখন যাহা বিশেষ প্রয়োজন হইবে, তাহা নির্ব্বাহ করিবে। মাসে মাসে যে খরচের টাকা পাইয়া থাক, তাহা স্বতন্ত্র; তাহা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত পাইবে। যদি কোন কিছু অভাব বোধ হয়, তখন আমাকে লিখিবে। ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত যাওয়া হয় তো? এ বিষয়ে যেন অবহেলা না হয়। তোমার মনে অধিক কষ্ট হইয়াছে, জানি, কিন্তু কি করিব, বল। এই কয়েকটা দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে। দয়াময় পিতা আশা ভরসা, তিনি তোমার হৃদয়কে শীতল করুন।

তোমারি কেশব।

মাকে প্রণাম জানাইবে। তিনি যে ডালগুলি সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহা জাহাজে রাঁধিবার সুবিধা হয় নাই। সেগুলি সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছি, সেখানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এখনি আমরা রেলগাড়ীতে যাইতেছি।

মারসেলিস,

১৯শে মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত সোমবার প্রাতঃকালে আলেকজেন্দ্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া, ভূমধ্যসাগর পার হইয়া, অদ্য ইউরোপে পঁহুছিলাম। এখান হইতে রেলগাড়িতে ২ দিনে ইংলণ্ড যাইবার সম্ভাবনা। এ স্থানের নাম মারসেলিস, ইহা ফ্রান্স রাজ্যের অন্তর্গত। পথে দুই দিন জাহাজ অত্যন্ত দুলিয়াছিল, এজন্য আমাদের প্রায় সকলের কিছু অসুখ হইয়াছিল, গা বমি বমি করিত; কিন্তু সমুদ্র স্থির না হইতে হইতে সকল অসুখ দূর হইল। সাহেবদের মধ্যেও অনেকের কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইহা কোন বিশেষ রোগ নহে, জাহাজ একটু দুলিলেই গা কেমন করে; অনেকে নৌকাতে চড়িলেও এরূপ হয়। আমরা কোন দিন তুফান পাই নাই। কেবল বায়ু বিপক্ষ হওয়াতেই জাহাজ দুলিয়াছিল। যাহা হউক, ঈশ্বরপ্রসাদে সমুদ্রের পথ প্রায় অতিক্রম করা হইল, এক মাসের অধিক পথে কাটাইতে হইল। জাহাজের খাওয়া ক্রমে কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, প্রতিদিন আলুপোড়া, ঝালের তরকারি আর ভাল লাগে না। অদ্য "ব্রাহ্মণের" সঙ্গে, অর্থাৎ সাহেব ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ভাল রন্ধন করা হইয়াছে। মা সঙ্গে যে মুগের ডাল দিয়াছিলেন, সেই ডাল রান্না হইল; আহার করিয়া আজ যে কত তৃপ্তি পাইলাম, তাহা বলিতে পারি না। দেশের খাওয়া অনেক

দিন খাওয়া হয় নাই, অদ্য ডাল খাইয়া দেশের ভাব মনে হইল। ইংলণ্ডে পঁহুছিয়া ভাল খাবার আয়োজন করিতে হইবে। তোমার হস্তের একখানিও পত্র এখনো পাই নাই, ইংলণ্ডে গিয়া পাইব, এই আশা করিতেছি। গত বৃহস্পতিবারে সমুদ্রের দুই তীরে আশ্চর্য্য শোভা দেখিলাম। এক দিকে ইটালী ও অপর দিকে সিসিলি দ্বীপ। দুই দিকেই পর্ব্বতমালা এবং ঐ পর্ব্বততলে সমুদ্রতটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি নগর ও গ্রাম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আহা, দেখিতে কেমন মনোহর! যেমন একখানি সুন্দর ছবি। ঐ স্থানের লোকেরা কেমন সুখী। উহাদের এক দিকে সমুদ্র, এক দিকে পর্ব্বত, সর্ব্বদাই, বোধ করি, নির্ম্মল বায়ু সম্ভোগ করিতেছে। যদি সপরিবারে সকলে ঐ রূপ স্থানে বাস করা যায়, তাহা হইলে কি ভাল হয় না? তোমার মত কি? দেখিলে তুমি একেবারে মোহিত হইবে, সন্দেহ নাই; ওখানে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হইবেই হইবে। যাহা হউক, অসম্ভব ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিলে কি হইবে?

অদ্য শনিবার, বোধ করি, আগামী মঙ্গলবারে ইংলণ্ডে পঁহুছিব। তথায় উপস্থিত হইয়া মঙ্গলসংবাদ লিখিতে চেষ্টা করিব। প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিয়া তুমি আমার মনের ভাবনা দূর করিবে।

মাকে আমার প্রণাম জানাইবে, বাটীতে প্রণাম পাঠাইবে। ভগিনীদিগকে আশীর্ব্বাদ দিবে। প্রিয় সন্তানগুলি আমাকে ছাড়িয়া কেমন আছে? তাহাদের মস্তকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ। তোমার মা, বোধ করি, এতদিনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

তোমারি কেশব।

লণ্ডন,

২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

ঈশ্বরপ্রসাদে গত সোমবার সন্ধ্যার সময় আমরা নিরাপদে ইংলণ্ডে পঁহুছিয়াছি। তিনি কৃপা করিয়া পথে রক্ষা করিলেন, তিনিই এখানে আনিলেন। তাঁহার প্রতি যেন আমরা কৃতজ্ঞ হইতে পারি। রেলগাড়ি হইতে নামিবামাত্র আলু অর্থাৎ বিহারীর * সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহার সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা ঢাকাস্থ একজন ছাত্র † কৃষ্ণগোবিন্দের বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়া তোমার হস্তের একখানি লেখা পত্র বহুকালের পর পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তোমার খেদোক্তি পাঠ করিয়া, হৃদয় ব্যথিত হইল; কিন্তু তোমরা ভাল আছ শুনিয়া, মনের দুঃখ দূর করিলাম। তোমাকে ও সন্তানদিগকে ছাড়িয়া কতদূর আসিয়াছি তোমরা কত কষ্ট পাইতেছ, আবার কতদিনের পর তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আমার জন্য তুমি যে শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিতেছি। সে ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ঈশ্বরের কার্য্য সফল হউক। তুমি লিখিয়াছ যে, "আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও।" আমি প্রতিদিন উপাসনার সময় এরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকি, যখন কলিকাতায় ছিলাম, তখন হইতে আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমার হৃদয়ের সঙ্গে তিনিই আমাকে গ্রথিত করিয়াছেন; তোমার সম্বন্ধে মঙ্গল, তোমার সুখে আমার সুখ, এরূপ গূঢ় যোগ তিনিই সংস্থাপন করিয়াছেন।

---

* স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ত।

† স্বর্গীয় কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

তোমার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। তোমাকে যদি অন্তরের সহিত ভালবাসি, তাহা হইলে তোমার কথা তাঁহাকে না বলিয়া কি থাকিতে পারি? প্রতিদিন প্রাতঃকালে যখন তাঁহার পূজা করি এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করি, তখন এই ভাবে তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাই যে, "হে দয়াময়, আমার দুঃখিনী স্ত্রীকে তোমার চরণে স্থান দেও।" তুমি সময়ে সময়ে আমার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও। তিনি আমাদের উভয়ের মনকে তাঁহার প্রেমরজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করুন।

এখানে আসিয়া অবধি, নূতন নূতন ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতেছি। লণ্ডন সহর খুবই প্রকাণ্ড। দিবারাত্রি গোলমাল। গাড়ি ঘোড়াতে রাস্তা সকল পরিপূর্ণ। দোকানের সংখ্যা নাই। এক এক স্থানে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি চলিতেছে, মনে কর, তাহা হইলে সমস্ত দিনের মধ্যে কত বার ঐ গাড়ি চলে। অনেকগুলি রেলগাড়ি মাটীর নীচে চলে, উপর হইতে কিছুই দেখা যায় না। গত কল্য সন্ধ্যার সময় মিস কবের বাটী হইতে আসিবার সময় ঐ গাড়িতে চড়িয়াছিলাম। উহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যিনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে বড় সাহেব ছিলেন এবং যাঁহার সঙ্গে আমার খুব ভাব, সেই লর্ড লরেন্স সাহেবের বাটীতে সেদিন দেখা করিতে গিয়াছিলাম; তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী অনেক স্নেহ প্রকাশ করিলেন। তাহার পরদিন তিনি আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত! কি আশ্চর্য্য! এত বড় লোক হইয়া তিনি আমাদের সামান্য বাসগৃহে উপস্থিত! এখানে বড় লোকদের চাল আমাদের দেশের ন্যায় নহে, তাঁহাদের সমধিক বিনয় আছে। লরেন্স সাহেবের কন্যা আমাদের কলিকাতার বাটীতে সেদিন (মিস পিগটের সঙ্গে) আসিয়াছিলেন, এবং তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি আমাদিগকে বলিলেন। তাঁহার কন্যা তাঁহাকে সে বিষয়ে পত্র লিখিয়াছেন।

এখানে দোকানগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এক এক দোকানে কেবল ফল আর তরকারি বিক্রয় হইতেছে, কমলালেবু কপি আঙ্গুর কেমন সাজান রহিয়াছে। চারিদিকে কেবলই সাহেব। সাহেব রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, সাহেব জুতা বুরুস করিতেছে, সাহেব দুগ্ধওয়ালা প্রাতঃকালে Milk-উঃ [দুগ্ধ চাই] বলিয়া আমাদের বাসার নিকটে দুগ্ধ বিক্রয় করে; গত কল্য সাহেব নাপিতের কাছে দাড়ি কামাইলাম, সাহেব কোচম্যান আমাদের গাড়ি হাঁকায়, সাহেব দরজি আমাদের কাপড় সেলাই করে। আমাদের বাসায় প্রায় সকল কার্য্য একজন বিবি চাকরাণী সম্পন্ন করে। এখানকার চাকরাণীরা দেশের সুকোর ঝির ন্যায় নহে; ইহারা এত পরিশ্রম করে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বিবি ব্রাহ্মণী আমাদের ভাত রাঁধে। মনে করিয়াছিলাম, এখানে আহারের অত্যন্ত কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রতিদিন দুই বেলা ডাল ভাত ভাজা ও অপরাপর সামগ্রী আহার করিতেছি। এখানে ডাল খাইয়া বড় তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আমরা "ভেতো বাঙ্গালা", ডাল ভাত প্রতিদিন হাপুশ হুপুশ করিয়া খাইতেছি। দুগ্ধ আমার অতি প্রিয়, তাহা তুমি জান, তাহা এখানে অধিক পাওয়া যায়। এখানে বড় শীত। যদিও শীতকাল প্রায় শেষ হইল, তথাপি এক এক সময়ে ভয়ানক ঠাণ্ডা হয়, স্নান করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়। খুব বেড়াইলে শীত কম লাগে। এত শীত বটে, কিন্তু ইহাতে কেহ অসুস্থ হয় না।

এখানকার সংবাদ ভাল, তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবে।

তোমারি কেশব।

লণ্ডন,

১লা এপ্রিল, ১৮৭০।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত সপ্তাহে তোমার হস্তের কোন পত্র না পাওয়াতে দুঃখিত হইয়াছি, আমি বার বার তেমোকে বলিয়াছি যে, প্রতি সপ্তাহে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিও। দূর দেশে পড়িয়া রহিয়াছি, তোমা-দিগকে দেখিতে পাই না ; এ অবস্থাতে তোমার পত্র যে আমার পক্ষে কত আদরণীয় ও সুখপ্রদ, তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না। যদি অধিক লিখিতে ইচ্ছা না হয়, কিম্বা সময় না থাকে, দুই পাঁচটি কথা লিখিবে, তাহাতেও আমার অনেক তৃপ্তি হইবে। বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, প্রতি সপ্তাহে একখানি পত্র পাঠাইবে, আমি অনেক আশা করিয়া প্রতীক্ষা করি। এখানে আমরা সকলে ভাল আছি। অত্যন্ত শীত, স্নানের সময় যেন শরীর অসাড় হয়, হস্ত পদ জ্বালা করে, রাস্তায় ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস, সর্ব্বদা সূর্য্যোদয় হয় না, প্রায় সর্ব্বদা চারিদিক অন্ধকার থাকে। কিন্তু এত শীত হওয়াতেও শরীর অসুস্থ হয় না। সিমলা পাহাড়ে যেমন শীত, তাহা অপেক্ষা এখানে বেশী শীত। সর্ব্বদা গরম কাপড় পরিয়া থাকিতে হয়। আমরা ... ... কাপড় পরি যে দিনের মধ্যে, কাপড় ছাড়িতে পরিতে অনেক সময় যায়। আমরা প্রতিদিন ডাল ভাত খাইতেছি, বাটী হইতে যে মুগের ডাল আনিয়াছিলাম, তাহা এখনও চলিতেছে। ভাতের সঙ্গে আলু ভাতে ... ... এবং দুগ্ধও প্রতিদিন পান করি। অনেক বড় বড় সাহেবদের ও বিবির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, প্রায় সকলেই অত্যন্ত সমাদর ও স্নেহ করিতেছেন। লরেন্স সাহেব আবার সেদিন আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া অনেক স্থান দেখাইলেন এবং অনেকের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। তিনি যে

কত স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নদীর ধারে এই নূতন বাসাতে আসিয়াছি। আমাদের সম্মুখে টেমস নদী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ পাঁচ মিনিট দশ মিনিট অন্তর চলিতেছে। তুমি অনেক সময় বলিতে, নদীর ধারে বাটীতে থাকিতে বড় ইচ্ছা হয়; এখানে সঙ্গে থাকিলে, বোধ করি, অনেক তৃপ্তি লাভ করিতে এবং অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সুখী হইতে। যে বাটীতে আমরা বাস করিতেছি, ইহা এখানকার সাহেবেরা আমার সম্মানার্থ আমাকে দিয়াছেন, ইহার ভাড়া একমাসের জন্য (১২০৲ টাকা) তাঁহারা দিবেন। এখানে ধর্ম্মবিষয়ে অনেকের মত আমাদের ন্যায়। তাঁহারা যদিও ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন না, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে। তাঁহারা আমার বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির এখানে স্থাপিত হইলে কত আনন্দ হইবে। পিতা তোমাকে তাঁহার পবিত্র চরণতলে স্থান দান করুন।

তোমারি কেশব।

লণ্ডন,

৮ই এপ্রেল, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত সপ্তাহে তোমার পত্র না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, এ সপ্তাহে তোমার কোমলহস্তের অক্ষর পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। এখান হইতে তোমার তাপিত অন্তরকে কি প্রকারে শান্ত করিব? আমি তোমার দুঃখ কষ্টের মূল

কারণ; আমাকে তুমি এত ভালবাস, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কত সময় দূরে ভ্রমণ করি। কি করি? ঈশ্বরের কার্য্যে আসিয়াছি, তাঁহার হস্তে আমাদের মঙ্গলের ভার। তিনি তোমাকে শান্তি বিধান করিবেন। সুখোর পত্র দেখিয়া আমরা সকলে কত হাসিলাম। ছেলেরা কেমন আছে? তুমি লিখিয়াছ, তাহারা খেলনা চায়। আমি কিছু কিছু খেলনা ক্রয় করিয়াছি, কিন্তু কতদিন পরে সেগুলি লইয়া যাইব! নির্ম্মল কি কথা কহিতে শিখিয়াছে? সে দিবস এক সাহেবের বাটীতে গিয়াছিলাম, তাঁহার একটী ছোট ছেলে দেখিলাম, একজন বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ছোট বালকটীর বয়স কত? তাঁহারা নির্ম্মলের কথা পূর্ব্বেই জানিতেন। নির্ম্মল একজন ... ... লোক। বড় পুঁটী কি গিন্নি হইয়াছে? বিবির কাছে কি এখন পড়ে? বিন সমস্ত দিন কি করিয়া বেড়ায়? তোমার দাদার কি কোন কাজ হইয়াছে? তোমার মা কেমন আছেন? গত সপ্তাহে এখানে অনেক নূতন নূতন স্থান দেখিলাম। ক্রিষ্টাল্ প্যালেস্ নামে এখান হইতে কিছু দূর একটী বৃহৎ কাঁচের ঘর আছে। বোধ করি, উহার ছবি আমাদের বাটীর ভিতরের ঘরে আছে। সেখানে কত দোকান, কত প্রকার আশ্চর্য্য বিক্রয়ের বস্তু, কত ছবি, কেমন সুন্দর উদ্যান দেখিলাম। বোধ করি, এমন স্থান আর জগতে নাই। সঙ্গীত এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য একটী স্থান আছে, সেখানে বোধ করি, দশ হাজার লোক বসিতে পারে। কেবল লোহা ও কাঁচ দ্বারা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত স্থান হইতে কতকগুলি খেলনা ও অন্য অন্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। ইচ্ছা হয়, সমুদায় ক্রয় করিয়া লইয়া যাই, এমনি সুন্দর সামগ্রী। তুমি যদি হাজার টাকা লইয়া তথায় যাও, বোধ করি, একটী পয়সাও অবশিষ্ট থাকিবে না। গত বুধবার নৌকার লড়াই দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশে যেমন বাচ খেলান

আছে, এখানে সেইরূপ একটী বৃহৎ ব্যাপার দেখিলাম। লোকের ভিড ভয়ানক, কত সাহেব কত বিবি, রেলগাড়ী পরিপূর্ণ, নৌকা কত প্রকার, তাহার সংখ্যা নাই। তুইটি বিত্থালয়ের ছাত্রেরা তুই পক্ষ, তাহাদের তুইখানি সুন্দর নৌকা বেগে দৌড়িতে লাগিল, প্রায় তুই ক্রোশ চলিতে হইয়াছিল; নদীর তুই দিকে হাজার হাজার লোক করতালি দিতে লাগিল, যাহাদের জয় হইল, তাহাদের নাম সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল। আগামী মঙ্গলবারে এখানকার সাহেবেরা আমার সম্মানার্থ একটী সভা করিবে। সেখানে আমার বক্তৃতা করিতে হইবে। আগামী রবিবারে সাহেবদের উপাসনা-মন্দিরে একটী উপদেশ দিতে হইবে। অনেকের উৎসাহ দেখিতেছি, দয়াময়ের নাম সকল স্থানে প্রচারিত হউক! পিতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমারি চিরদিন

কেশব।

মাকে আমার প্রণাম জানাইবে। প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিও, দেখ, যেন ভুল হয় না। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। প্রসন্ন, গোপাল সকলে ভাল আছেন। রাজলক্ষ্মীকে সংবাদ দিবে।

লণ্ডন,

১৫ই এপ্রিল, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আবার এ সপ্তাহে পত্র হইতে কেন বঞ্চিত করিলে? কত আগ্রহের সহিত তোমাদের সংবাদ প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু কি তুঃখের বিষয়, একখানিও পত্র এবার পাই নাই। অনেক আশার পর, আশা পূর্ণ না

হইলে, কত কষ্ট হয়, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পার। কতগুলি বন্ধু, তাঁহারা কি কেহ একখানি পত্র লিখিতে পারিলেন না? তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আবার অনুরোধ করি, প্রতি সপ্তাহে সংবাদ লিখিয়া মনের কষ্ট দূর করিও। গত রবিবারে এখানকার উপাসনা-মন্দিরে একটি উপদেশ দিয়াছিলাম। প্রায় ৫০০ লোক, সাহেব বিবি, উপস্থিত ছিলেন। বোধ করি, কল্যই উপাসনা ছাপা হইবে। গত মঙ্গলবারে আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী মহাসভা হইয়াছিল, প্রায় ১০০০ এক সহস্র লোক একত্র হইয়াছিলেন। সাহেবেরা কতকগুলি বক্তৃতা করিলেন, এবং কলিকাতার যিনি বড় সাহেব ছিলেন, অর্থাৎ লরেন্স সাহেব, তিনিও এক বক্তৃতা করিয়া আমার পরিচয় দিলেন। অবশেষে আমি এক বক্তৃতা করিলাম। সাহেবেরা আমাকে যে প্রকার সমাদর করিলেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত বাধিত হইয়াছি। এখানে অনেক বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে; প্রায় প্রতিদিন নিমন্ত্রণ হইতেছে। পত্রও অনেক লিখিতে হয়। সমস্ত দিন প্রায় হস্তে কার্য্য থাকে, চুপ করিয়া থাকা যায় না। অনেকে বক্তৃতার জন্য অনুরোধ করিতেছে, আগামী রবিবারে আর একটী উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিতে হইবে। আমাদের দেশে যেমন দরিদ্র ব্যক্তিরা রাস্তায় সঙ্গীত করিয়া ভিক্ষা করে, এখানেও সময়ে সময়ে সেইরূপ দেখা যায়; আমাদের বাটীর নিকটে থাকিলে, আমরা কখন কখন ইংরাজী পয়সা দান করিয়া থাকি। রাস্তায় স্থানে স্থানে ছোট লোকের মাগীরা কমলা লেবু বিক্রয় করে এবং অন্যান্য সামগ্রীও বিক্রয় করে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখানে শীত কম হইয়াছে এবং সাহেবদের বড় আনন্দ হইতেছে। তোমাদের কলিকাতায় এখন কি হইতেছে, বিস্তার করিয়া লিখিবে। সকল সংবাদ জানিতে চাই। এখানকার সকলে ভাল আছেন।

তোমারি কেশব।

লণ্ডন,

২২শে এপ্রিল, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

যে চিঠি ও তোমাকে ছবি যিনি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে তোমার নমস্কার জানাইয়াছি। গত কল্য এক বিবির বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেখানে আরও কয়েকজন বিবি ছিলেন, তাঁহারা ছেলেদের জন্য খেলনা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বড় ছেলে কিরূপ খেলনা ভালবাসে। ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মিকা বলিলে বলা যাইতে পারে। গত রবিবারে যে উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিয়াছিলাম, সেখানে অনেক সাহেব বিবি আসিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিবার সময় অনেকে আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন; কেহ কেহ নিকটে আসিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন। এই মন্দিরে শুনিলাম, মহর্ষি রামমোহন রায় সর্ব্বদা উপাসনা করিতে আসিতেন। তিনি যেখানে বসিতেন, প্রসন্ন সেদিন সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য অভিপ্রায়। আগামী দুই রবিবার অন্যান্য স্থানে উপদেশ দিতে হইবে, ধার্য্য হইয়াছে। এখানে তত শীত আর নাই, দুই পাঁচ দিন হইতে উত্তাপ হইতেছে। আমরা যদিও গরম দেশের লোক, তথাপি এরূপ উত্তাপে কিছু কষ্ট বোধ হয়। বিশেষতঃ যেরূপ গরম কাপড় পরিতে হয়, তাহাতে উত্তাপ ভাল লাগে না। এদেশে একটু একটু শীত ভাল লাগে। অধিক শীত আবার ভাল নহে। আমরা আবার বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এস্থান যদিও নদীর ধারে নয়, তথাপি অতি পরিষ্কার ও রমণীয়। আমাদের ঘরের সম্মুখে একটী অতি ক্ষুদ্র উদ্যানে বৃক্ষগুলি দেখিলে চক্ষুর্দ্বয় তৃপ্ত হয়।

প্রসন্ন এক পত্র দ্বারা সংবাদ পাইয়াছেন যে, কৃষ্ণবিহারীর শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে; যদি সত্য হয়, বড় দুঃখের বিষয়, ছোট বৌকে আমার

স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ জানাইবে। মাকে আমার প্রণাম দিবে। সুকো, বিন, বড় পুঁটী, ভোলা সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। তুমি সমস্ত দিন কি করিয়া থাক? এখনো কি মিস পিগটকে তোমার ছবির কথা বল নাই? সে ছবি শীঘ্র চাই, এক খানিতে কেবল তুমি, আর এক খানিতে ছেলেরা; এই দুই খানি ছবি কোন ভাল সাহেবের দোকানে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবে। মিস পিগটকে বলিবে, তিনি সাহায্য করিবেন। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। প্রসন্নের প্রণাম গ্রহণ করিবে।

তোমারি কেশব।

লণ্ডন,

২৯শে এপ্রিল, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

কতদিন হইল, তোমার পত্র পাই নাই। তুমি কি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইলে? তুমি বলিয়াছ, পত্র লিখিতে ইচ্ছা হয় না, কেন না উহা অনেক বিলম্বে পৌঁছে। কিন্তু উহা দ্বারা তোমার দূরস্থ স্বামীর কত তৃপ্তি হয়, তাহা কি একবার বিবেচনা করিবে না? দূর বলিয়া পত্র তো বিলম্বে আসিবেই, কিন্তু দূর বলিয়াই পত্রের মূল্য অধিক হয়। যাহা হউক, তোমাকে অনেকবার এ বিষয় লিখিয়াছি, এবার হইতে আর কৃপণতা করিও না। এখানে আমার বড় ছবি তোলা হইয়াছে, প্রায় সকলেই বলিতেছেন, উহা অতি উত্তম হইয়াছে। এখান হইতে পাঠাইবার সুবিধা দেখিতেছি না, পরে দেখিতে পাইবে। আরো অনেক সাহেব আমাকে লিখিয়াছে, তাহারা আমার ছবি তুলিতে চায়, টাকা দিতে হইবে না। গত শনিবারে একটী পল্লীগ্রামে এক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে

গিয়াছিলাম। গ্রামটী বড় সুন্দর, স্থানে স্থানে কুঁড়ে ঘর, মাঠে গরু চরিতেছে, কৃষকের বালকেরা খেলা করিতেছে। সে সকল দেখিয়া স্বদেশের সৌন্দর্য্য মনে পড়িল। এখন অনেক প্রকার তরকারি আমরা খাইতেছি; গাড়ি করিয়া রাস্তায় তরকারি বিক্রয় করে। এ দেশের প্রায় সকল বাড়ির দরজা দিন রাত্রি বন্ধ থাকে। যদি কেহ আসে, দরজায় একটা লোহার কড়া আছে, সেইটী ধরিয়া ঘা মারিতে হয়। ভদ্র লোকেরা তিন চারি ঘা মারে, ছোট লোকেরা এক ঘা, আর ডাকের লোকেরা দুই ঘা মারে। বাহিরে ঘা মারিবামাত্র বাটীর দাসী দ্বার খুলিয়া দেয়। আমাদের দেশে এ সকল ব্যাপার কিছুই নাই। গত রবিবারে একটী উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিয়াছি, তৎপরে একজন সাহেবের বাটীতে গিয়াছিলাম, তাঁহার বন্ধু বান্ধব অনেকগুলি একত্র ছিলেন, তাঁহারা সঙ্গীত করিলেন ও তাঁহাদের অনুরোধে আমরা "গাও তাঁরে গাও সদা" এই সঙ্গীত গান করিলাম।* পুত্রকন্যাদিগকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ এবং মাকে প্রণাম জানাইবে। তোমাকে এখান হইতে আর কি দিব? হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রণয় গ্রহণ কর। পিতা তোমার মঙ্গল করুন।

তোমারি চিরদিন

কেশব।

* গত রাত্রিতে একটী সভা হইয়াছিল। সেখানে আমার জীবনের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিলাম।

লণ্ডন,

৬ই মে, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আমি কি অপরাধ করিয়াছি, বল। আমার জন্য কি একটু দয়া হয় না? কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গেল, একখানিও পত্র তোমার নিকট হইতে পাইলাম না! প্রতিবার কত আশা করিয়া প্রতীক্ষা করি, কিন্তু অবশেষে অবসন্ন হইয়া পড়ি। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তুমি কি ক্ষমা করিবে না? এ সময়ে, এ অবস্থাতে কি নির্য্যাতন করা কর্ত্তব্য? আমি বিদেশে আছি বলিয়া, কি এত নিষ্ঠুর হইতে হয়? তোমার মুখ কত দিন দেখি নাই, আরো কত দিন দেখিব না; এ অবস্থায় তোমার কোমল হস্তের লেখা একমাত্র অবলম্বন, তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। ভাই, আমার অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি কেমন আছ, ছেলেরা কেমন আছে, অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় আমাকে অবগত কর। যদি অধিক লিখিতে না চাও, কেবল এইটুকু লিখিয়া দিও, "আমরা ভাল আছি"। ইহাতে ত অধিক কষ্ট হইবে না। কবে আবার ফিরিয়া গিয়া তোমার সহবাসে শান্তি সম্ভোগ করিব, সেই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমার মনে যদি কোন কষ্ট হইয়া থাকে, আমাকে খুলিয়া বল, আমার কাছে গোপন করিও না। কিসে তোমার হৃদয়ে শান্তি হইবে, ইহার জন্য ভাবিতেছি এবং বিনীতহৃদয়ে প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের পিতা মাতা বন্ধু সহায় সকলই তিনি, তাঁর চরণে যদি আমরা দুই জনে পড়িয়া থাকিতে পারি, আমাদের কিছুতেই অমঙ্গল হইবে না। সংসার সম্বন্ধে যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তখনি কান্তিকে বলিও। সেদিন একজন সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, তোমার স্ত্রীর এখানে আসা কি অসম্ভব? যদি এখানে আসিতে, কত ব্যাপার

দেখিতে; আমরা একত্র থাকিয়া কত সুখ ভোগ করিতাম। তোমার নির্ম্মলচন্দ্রকে কোলে করা যে ছবিখানি আনিয়াছিলাম, তাহা রং করিতে দিয়াছি, সুকোর ছবিও রং করিতে দিয়াছি। যদি ভাল হয়, তাহা পাঠাইতে চেষ্টা করিব। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। তোমাদের সুসমাচার লিখিবে।

চিরদিন তোমারি

কেশব।

লণ্ডন,

২০শে মে, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

তুমি তো কিছুই লিখিলে না, আমাকে কি ভুলিয়া রহিলে? যাহা হউক, আমার কর্ত্তব্য সাধন করিতেই হইবে। আমি না লিখিয়া থাকিতে পারি না। এ বিষয়ে তুমি আমাকে দোষী করিতে পারিবে না। আমার নিকট হইতে যথাসময়ে পত্র পাও নাই, এ কথা কি তুমি বলিতে পার? কখনই না। দেশে এখন, বোধ করি, অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে। তুমি কি কোন পল্লীগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলে? না, কেবল ঘরে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছ? এখানে কয়েকদিন গরমি হইয়াছিল, আবার খুব শীত হইয়াছিল, এখন আবার উত্তাপ সহ্য করিতে হইতেছে। এখানকার লোক সূর্য্যকে দেখিলে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হয়, বলা যায় না; একটু উত্তাপ হইলে সকলেই সুখী হয়। এখানে দরিদ্রদিগের বড় কষ্ট; থাকিবার ঘর নাই, আহারের উপায় নাই, এমন কত শত লোক আছে। তাহাদিগকে দুই এক পয়সা দিলেই তাহারা কৃতার্থ হয়। এক এক

রাস্তায় ছোটলোকের মেয়েছেলে বুড় বুড়ী বসিয়া থাকে, ছেঁড়া ময়লা কাপড় দেখিলে দুঃখ হয়। এইরূপ দরিদ্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য গত রবিবারে আহ্বান করিয়াছিলাম ; কিন্তু নিতান্ত দুঃখী যাহারা, তাহারা উপস্থিত হয় নাই। সে দিবস অন্ধদিগের বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। একটি অন্ধ বালক একখানি ধর্ম্মপুস্তক লইয়া, তাহার উপর হস্ত বুলাইয়া অনায়াসে পড়িতে লাগিল। ইহা না দেখিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না। আর একজন. আমরা অঙ্ক বলিলাম, তাহা কষিতে লাগিল ; আমরা যেমন পূরণ করিয়া থাকি, সে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রদ্বারা শীঘ্র শাঘ্র কষিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকারা সেলাই করিতেছে, কখন কখন কাঁধ ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না, কিন্তু তথাপি ইহারা কেমন শিক্ষালাভ করিতেছে। ঝুড়ি, গাল্‌চে প্রভৃতি নানা সামগ্রী অন্ধেরা প্রস্তুত করে। তাহাদের হস্তের দুইখানি বুরুশ আমরা স্মরণার্থ ক্রয় করিয়াছি। তোমার ও সুকোর ছবি রং করা হইয়াছে, অতি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে। তোমার কোলে নির্ম্মলের কি শোভা. ঠিক যেন তাকাইয়া রহিয়াছে। তোমার চেহারা কেমন সুমধুর, দেখিলে কেমন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। তুমি আপনার সৌন্দর্য্য কিরূপে বুঝিবে? বাস্তবিক ছবিখানি বড় সুন্দর। তুমি যদি এতদিন ভাল ছবি করিয়া পাঠাইতে, তাহা হইলে আরো ভাল করিয়া রং করাইতে পারিতাম। কেন বিলম্ব করিতেছ? এবার ছবিগুলি পাঠাইলাম না, বোধ করি, আগামা বারে পাঠাইব। কেন না ঐরূপ দুই পাঁচ খানি প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা আছে এবং আমার কাছে ভালখানি রাখিব।

তোমারি চিরদিন

কেশব।

লণ্ডন,
২৭শে মে, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

অনেক দিনের কষ্ট তোমার পত্র পাইয়া দুর করিলাম। এই পত্র পাঠ করিয়া যে কত আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তুমি গৃহে রহিয়াছ, তুমি কি বুঝিবে? বিদেশে থাকিয়া প্রণয়িনী স্ত্রীর হস্তের অক্ষর পাঠ করিলে, মন কেমন প্রফুল্ল হয়, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। সেদিন আমরা গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, একটী বৃক্ষতলে বসিয়া তোমার কৃপাপত্র পাঠ করিলাম, এবং সেই সুন্দর স্থানে শরীর মনকে শীতল করিলাম। এখন এই আশা করি যে, যতদিন বিদেশে থাকি, ততদিন সপ্তাহে সপ্তাহে যেন এইরূপ পত্র পাই। তুমি লিখিয়াছ, বাটীর লোকেরা যদিও তোমাকে সমাদর করে না আমার বন্ধুরা তোমার সেবা করিতেছেন। বন্ধুদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারাই যথার্থ পরিবার। বড় পুঁটির কি যথার্থ বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? তাহাকে বলিও, তাহার ন্যায় এখানে অনেক ছোট ছোট মেয়ে দেখিয়াছি, কৈ, তাহারা তো বিবাহ করিতে চায় না। এখানে স্ত্রীলোকেরা ২০।২২ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ না করিয়া থাকে, কেবল পড়া শুনা করে এবং খেলা করে। বড় পুঁটী যদি খেলনা চায় তাহা আমি বাটী ফিরিয়া দিব, কিন্তু বিবাহের নামটী এখন নয়। গত বুধবারে আমরা প্রায় ৬০।৭০ জন সাহেব বিবি সঙ্গে লইয়া একটী পল্লীগ্রামে চড়ুই-ভাতি করিতে গিয়াছিলাম। ইহাকে ইংরাজেরা পিক্‌নিক্ (Picnic) বলে। বাটী হইতে অনেক খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল; গাছের তলায় বসিয়া আমরা সকলে আহার করিলাম। কেহ কেহ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে নৌকা করিয়া টেমস্ নদীতে

বেড়াইলাম, আমি নিজে কিয়ৎকাল দাঁড় টানিয়াছিলাম। তুমি যদি সঙ্গে থাকিতে, আমাদের সকলের আনন্দ বৃদ্ধি হইত। এখানে অনেকে তোমার নূতন রং করা ছবি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তোমাকে সুন্দরী বলিয়া সকলে সুখ্যাতি করিয়াছেন। যদি ছবি আরো ভাল হইত, তাহা হইলে না জানি কত প্রশংসা করিত। একখানি ভাল ছবি কি পাঠাইবে না? তোমার মুখ দেখিবার জন্য কত লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। গত রবিবারে প্রায় পাঁচ ছয়শত ক্ষুদ্র বালিকাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম। ধ্রুবচরিত্রের কথা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, অনেকে সেই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

প্রিয় সন্তানেরা কেমন আছে, আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবে। মাকে প্রণাম, বিরাজের মা ও প্রতাপের স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ।

তোমারি চিরদিন

কেশব।

প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ রং করা ছবিগুলি পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিবে। রাজলক্ষীকে বলিও, প্রসন্ন ভাল আছেন।

লণ্ডন,

১০ই জুন, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী

আবার গত সপ্তাহে তোমার পত্র পাইয়াছি, কি আনন্দের বিষয়!! এত দয়া। তবে বোধ হয়, এখন হইতে প্রতি সপ্তাহে তোমার হস্তের অক্ষর পাইব। সুকুমার নির্ম্মলচন্দ্রের অসুস্থতার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বোধ করি, এতদিনে আরাম হইয়াছে। নির্ম্মলের ছবি দেখিয়া

কত লোকে অনেক সুখ্যাতি করিয়াছে, সকলেই বলে, আহা কেমন সুন্দর ছেলে। তোমার রূপেই ছেলের এত রূপ! কেমন, ঠিক কি না? তোমার চেহারার যদি ভাল ছবি পায়, তাহা হইলে সকলেই অবাক হইয়া যায়। সেই বুড়া বিবি, মিস্ কার্পেণ্টার, যিনি অনেক দিন হইল কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তাঁহার বাটীতে আগামী কল্য যাত্রা করিতে হইবে। তথায় ৩।৪ দিন থাকিয়া, ক্রমে উত্তরাভিমুখে স্কটল্যাণ্ড প্রদেশে পর্য্যন্ত যাইবার ইচ্ছা আছে। ঐ সকল দেশ দেখিয়া প্রায় ৪ সপ্তাহের মধ্যে আবার লণ্ডনে আসিতে হইবে। এ সকলই রেল রোডের পথ, আমাদের দেশে পাটনা যত দূর, বোধ করি, স্কটল্যাণ্ড তত দূর হইবে। আমার পত্রের সঙ্গে একখানি ইংরাজী পত্র পাঠাইতেছি, কৃষ্ণবিহারীকে বলিও, ইহা অনুবাদ করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দেন। ইহার মর্ম্ম বুঝিলে তুমি যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম মিস্ শার্প, Miss Sharpe; তাঁহার পিতার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মভাব চমৎকার, তাঁহাকে একজন ব্রাহ্মিকা বলা যাইতে পারে। কেন না তিনি খৃষ্টধর্ম্ম মানেন না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন। অনেক দিন হইল, তিনি মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া কবিতা লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা "মিরর" সংবাদপত্রে ছাপা হইয়াছিল; তাহাতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "আমার জন্য পরিত্রাণ পূর্ব্বদেশ হইতে আসিল।" বাস্তবিক তাঁহার হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। তুমি যদি ইংরাজী শিক্ষা করিতে, তাহা হইলে এই পত্রের উত্তর লিখিতে পারিতে। যাহা হউক, বাঙ্গালাতে উত্তর লিখিবে। তিনি তোমাকে ভগ্নী বলিয়া শ্রদ্ধা করেন, এবং তোমার উত্তর পাইলে আনন্দিত হইবেন। তোমাকে যদিও এখানে কেহ দেখে নাই, তথাপি এখানে তোমার অনেক বন্ধু হইয়াছে। গত কল্য এক উপাসনা-মন্দিরে

গিয়াছিলাম, তথায় বালকদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব হইল। প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বালকবালিকা সুন্দর ও বিভিন্ন প্রকার বেশ পরিধান করিয়া উপস্থিত ছিল এবং সকলে সমস্বরে সঙ্গীত করিতে লাগিল। আহা কি চমৎকার! অদ্য এই পর্য্যন্ত।

তোমারি চিরদিন
কেশব।

মাকে প্রণাম জানাইবে, সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ দিবে। সুখোকে চিঠি লিখিতে বলিও, যেমন তেমন একটা হইলেই হইল।

বাথ,
১৬ই জুন, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত রবিবারে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া, বৃষ্টলে উপস্থিত হইয়া, মিস্ কার্পেণ্টারের বাটীতে কয়েকদিন অবস্থিতি করিলাম। তুমি তাঁদের কলিকাতায় দেখিয়াছ এবং তাঁহার বিষয় অবশ্যই কিছু কিছু জানই। পরোপকারের জন্য তিনি অনেক কার্য্য করিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ আছে, কিন্তু তাঁহার বকা স্বভাব অতি ভয়ানক। তিনি এত বকিতে পারেন যে, লোকে বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। বড়্ বড়্ করিয়া ক্রমাগত দিন রাত্রি আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা কহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে রবিবারে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের গোর দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার নাম লেখা রহিয়াছে এবং কবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার চারি দিকে আরো অন্যান্য অনেক গোর দেখিলাম। মিস্ কার্পেণ্টার যে সকল বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন

করিয়াছেন, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। গত কল্য বৃষ্টল হইতে বাথে আসিয়াছি। রাত্রিতে এক বক্তৃতা হইয়াছিল এবং সকলের মুখে উৎসাহের চিহ্ন লক্ষিত হইল। এ স্থানের নাম বাথ কেন হইল, তাহা কি জান? বাথ bath মানে স্নান, এখানে অনেক দিন হইল, ভাল ভাল স্নানের স্থান আছে, এই জন্য ইহাকে বাথ বলে।

তোমার পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। ছবির বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ যে, কোন সুবিধা নাই। মিস্ পিগটকে বলিলে, তিনি কি সুবিধা করিতে পারেন না? একবার পরামর্শ করিয়া দেখিলে বাধিত হইব। আমার বড় ইচ্ছা, তোমার একখানি বড় এবং খুব ভাল ছবি এখানে প্রস্তুত করি, সেই জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, একখানি সেখান হইতে পাঠাইবে।

তোমার পিতার দুর্দ্দশা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু এখান হইতে কি করিব? যদি তোমার দাদার চাকরী শীঘ্র হয়, তবেই সকল দিক রক্ষা পাইবে। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তোমার মাকে আমার প্রণাম জানাইবে। সন্তানেরা কি এখন খেলা করিতেছে? এখানে অনেকে তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন এবং নানা প্রকার খেলনা দিবার জন্য প্রস্তুত। ইংলণ্ডে অনেক সামগ্রী দান পাইবার সম্ভাবনা এবং এখনি তাহার উদ্যোগ হইতেছে। ইহা শুনিয়া তুমি সন্তুষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

দয়াময় পিতা তোমার হৃদয়ে শান্তি দান করুন, প্রতিদিন তোমার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করি।

তোমারি চিরদিন
কেশব।

লিভারপুল,
৩০শে জুন, ১৮৭০।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আবার কেন চুপ করিলে? কিছু দিন নিয়মিতরূপে সপ্তাহে সপ্তাহে লিখিয়া, আবার বন্ধ করিলে কেন? বুঝি, ভাবিয়া দেখিলে, অনেক অনুগ্রহ করিয়াছ, আর অধিক ভাল নহে। বার বার অনুরোধ করি, আর কৃপণতা করিও না। সাত দিন অন্তর দুই চারিটী কথা লিখিবে, ইহা কি বড় কষ্টের ব্যাপার? নটিংহাম হইতে আমরা মাঞ্চেষ্টর নগরে গমন করিয়াছিলাম, তথা হইতে লিভারপুলে আসিয়াছি। এখানে এক সাহেবের বাটীতে রহিয়াছি। তিনি সপরিবারে আমাদের প্রতি অত্যন্ত যত্ন প্রকাশ করেন। বাটী খুব প্রশস্ত, উদ্যান ফুল ফলে পরিপূর্ণ, গাড়ি ঘোড়া অনেক। এ দেশ সমুদ্রের ধারে। সেদিন একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে করিয়া আমরা সকলে সমুদ্রতটস্থ একটী নগরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এ দেশে লবণ হয়, এবং উহা আমাদের দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। আমরা যে নগরে ইতিপূর্ব্বে ছিলাম, তাহার নাম মাঞ্চেষ্টর, উহাও বড়। সেখানে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। বিলাতি কাপড় নানা প্রকার ঐ দেশে প্রস্তুত হয়, উহার জন্য বৃহৎ বৃহৎ কারখানা আছে। কত দেখিবার ব্যাপার এ অঞ্চলে আছে, তাহা তুমি কিছুই দেখিলে না। যাহা হউক, হিমালয় পাহাড় দেখিয়াছ, ইহা একটী গৌরবের বিষয়। কিন্তু একবার কি ইংলণ্ডে আসিতে ইচ্ছা হয় না? তোমার বাবার ও দাদার পত্র পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে বলিও। তোমার মাকে প্রণাম দিবে, তাঁহার অবস্থা শীঘ্র ভাল হয়, এই আমার একান্ত কামনা। তোমার দাদার কার্য্য হইলেই যেন শুনিতে পাই। প্রতাপের স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ দিবে বিরাজের মা ও রাজলক্ষ্মীকে

আশীর্ব্বাদ দিবে। মাকে প্রণাম জানাইও। এই বাড়ীর গিন্নী আজ আহারের পর সুখোর জন্য একটী খেলনা দান করিয়াছেন, সুখোকে বলিও। বড় পুঁটী, ছোট পুঁটী, নির্ম্মল সকলকে স্নেহ দান করিয়া বলিও যে, আমি সকলকে খেলনা দিব। তোমার কি চাই, অনুগ্রহ করিয়া কি বলিবে? বিলাতি সামগ্রী কি প্রকার তোমার ভাল লাগে? দয়াময় পিতা তোমাকে চরণতলে কন্যা ও দাসী করিয়া রাখুন এবং তোমার হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন।

চিরকাল তোমারি

কেশব।

লিভারপুল,

৭ই জুলাই, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গতবারে তোমার দুইখানি পত্র একত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। একখানি মিস্ পিগটের পত্রের সঙ্গে আসিয়াছিল। তোমার পাঁচখানি ছবি পাইয়া সে আনন্দ শত গুণে বৃদ্ধি হইল। ছবিগুলি যদিও খুব ঠিক হয় নাই, কিন্তু তোমার মধুর সৌন্দর্য্য তাহাতে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এখানে অনেকে দেখিয়া সুখ্যাতি করিতেছে। আমি বার বার উহা দেখিতেছি ও হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতেছি। তোমার ছবি দেখিলে আমার যে কত আনন্দ হয়, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিবে? মিস্ পিগট লিখিয়াছেন যে, তাঁর ছবি শীঘ্র পাঠাইবেন; ছেলেদের ছবিও পাঠাইবার কথা আছে। আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার বড় ইচ্ছা যে, তোমার একখানি ভাল বড় ছবি এখান হইতে রং করিয়া লইয়া যাই। আমার

অনেক প্রকার ছবি এখানে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু একখানিও খুব ভাল হয় নাই। ছবি করিতে যাইবার জন্য তোমার প্রতি যে অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। তোমার নিরাশ্রয় অবস্থাতে সকলের কর্ত্তব্য যে তোমাকে শান্তি দান করেন। যদি না করেন, উপায় নাই। আমি এখান হইতে তোমার জন্য কি করিতে পারি, বল, আমি করিতে প্রস্তুত। জগন্মোহিনী, তুমি কি কেবলই সহ্য করিবে? আমিও তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। তুমি যখন প্রফুল্ল হও, তখনই আমি সন্তুষ্ট হই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল করিয়া রাখিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, তুমি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন কর। লোকের কাছে সকল সময় সুখ পাওয়া যায় না; কিন্তু যে তাঁহাকে ডাকে, তাহাকে তিনি শান্তি দান করেন।

এই বাটীর মেয়েছেলে সকলে আমাদিগকে খুব সমাদর করিতেছে। একটী ছোট বালিকা আমাদের কাছে বসিয়া বাঙ্গলা কথা শিক্ষা করিতেছে —যথা "বাবা, মা, দাদা, দিদি, কেমন আছ, ভাল আছি।" তাহার নাম মিলি। ছোট ছোট ইংরাজী ছেলে মেয়েদের মুখে বাঙ্গলা কথা শুনিতে ভাল লাগে। সুখোদের হিজিবিজি লেখা চিঠি পাইয়াছি, অতি চমৎকার! আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া, সুখোকে এইরূপ বার বার লিখিতে বলিও। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি কি কেবল ইংরাজী ফল খাই? অন্য ফল কোথায় পাইব? এ বৎসর তোমরা ভাল করিয়া আঁব নিচু খাও, আমার যে ভাগ, তাহাও তোমরা খাইও; তোমরা খাইলেই আমার খাওয়া হইল। কয়েক দিন অধিক পরিশ্রম করিয়া কিছু অসুখ হইয়াছিল, এজন্য এই সুরম্য স্থানে এক সপ্তাহের অধিক অবস্থান করিতেছি। অন্য স্থানে গেলে পাছে বক্তৃতা করিতে হয়, এজন্য এখানে এক প্রকার লুকাইয়া রহিয়াছি। লোকে আর বিরক্ত করিতে পারিতেছে না, এটা

বড় মন্দ নহে। সকলে এত সমাদর করিয়াছে যে, এখন "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলিতে হইতেছে। সকলে মিলে আমাকে বড় লোক করিয়া তুলিয়াছে। তুমি মনে করিতেছ, আমার লেজ মোটা হইয়াছে। তাহা কিন্তু হয় নাই। আমি সেই ক্ষুদ্র কেশব, এখানে কেবল ভাত, আলু, ডাল, দুগ্ধ খাইতেছি !! সেই ভেতো বাঙ্গালি !! এ কয়েক দিন অধিক কার্য্য নাই বলিয়া কেবল আহার করিতেছি ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া ইংরাজী খেলা করিতেছি। অনেক দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম দ্বারা শরীর মন সবল ও সতেজ হইতেছে। এখানকার মঙ্গল সংবাদ জানিবে। তোমাদের শুভ সমাচার লিখিয়া বাধিত করিবে। হৃদয়ের জগন্মোহিনী, কবে আবার সন্তানগুলিকে লইয়া তোমার কাছে বসিব! বোধ করি, এ প্রদেশে আর অধিক বিলম্ব হইবে না। দয়াময় তোমাদের মঙ্গল করুন।

তোমারি চিরদিন

কেশব।

মিস্ পিগটকে আমার নমস্কার জানাইও, বলিও, তাঁহার কৃপাপত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি, ত্বরায় উত্তর লিখিতে চেষ্টা করিব। এ বাটীর মেয়েরা তোমাকে উপহার দিবার জন্য একটী সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছেন।

লণ্ডন,
১৫ই জুলাই, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আমার হৃদয়ের প্রীতি ও অনুরাগ গ্রহণ কর এবং তোমার হৃদয়ের প্রীতি ও অনুরাগ আমাকে দান কর। আমাদের প্রাণ পরস্পরের নিকট-বর্ত্তী হউক এবং বিশুদ্ধ যোগে চিরদিন সম্বদ্ধ থাকুক। তোমাকে এবং আমাকে দয়াময় ঈশ্বর কত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়াছেন এবং কত বিপদ ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা কোথায় ছিলাম, তিনি আমাদিগকে এখন কোথায় আনিয়াছেন! পূর্ব্বে সংসারের অবস্থা কেমন কষ্টকর ছিল, এখন কত সুখ প্রদান করিয়া তিনি আমাদিগকে সুখী করিতেছেন। আমরা যখন যাহা বিনীতভাবে চাহিয়াছি, তখনই তিনি তাহা দিয়াছেন, আমাদের কোন ইচ্ছা কখন অপূর্ণ রাখেন নাই। এমন পিতামাতাকে যদি আমরা উভয়ে মিলে একহৃদয়ে, কাছে রাখিয়া, সেবা করিতে পারি, তবে আমাদের আনন্দ শত গুণে বৃদ্ধি হইবে। আমাদের পরিবার ধর্ম্ম ও শান্তির পরিবার হইবে; তিনি সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। বিবাহের যে মহোচ্চ লক্ষ্য, তাহা তাঁহার প্রসাদে আমরা সাধন করিব, এবং উহার পবিত্র আধ্যাত্মিক আনন্দ আমরা প্রচুর রূপে সম্ভোগ করিব। হৃদয়ের বন্ধু প্রিয়তমা জগন্মোহিনী, এবার হইতে যাহাতে আমরা কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া, সদ্ভাবে মিলিত হইয়া, সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিতে পারি, এবং পিতার চরণ দ্বারা আমাদের গৃহকে ভূষিত করিতে পারি, তজ্জন্য এস আমরা চেষ্টা করি। দুই জনে মিলিয়া পরামর্শ করিতে হইবে। কি কি করিলে সংসার এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত না হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে। খরচের বিষয় কিরূপ করিলে, তুমি প্রসন্ন হও, বল। প্রতিদিন সকলে

মিলে পিতার উপাসনা করিবার উপায় কি? সন্তানদিগকে ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে কিরূপে অগ্রসর করা যায়? গৃহে ফিরিবার সময় এই সকল কথা মনে পড়িতেছে, তাই তোমাকে বলিলাম। তোমাকে লইয়া, দয়াময়ের চরণে শান্তি ভোগ করিব, এই আমার আশা। আমার প্রতি তুমি সদয় হইয়া এই সকল বিবেচনা করিও। তোমার কোমল হৃদয়ে কত ভাল ভাব আছে, তাহা আমাকে দিয়া আমার উপকার করিতে হইবে। আমার কাছে যদি তুমি কিছু শিক্ষা করিয়া থাক, তোমার কাছে আমার অনেক শিখিবার আছে। তোমার হস্তে ধরিয়া মিনতি করি, তোমার সমস্ত হৃদয় প্রাণ আমাকে দান কর, দুই জনে মিলিয়া পিতার দাসত্ব করি। গত বুধবারে সুস্থশরীরে লিভারপুল হইতে আবার লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিতে চেষ্টা করিব। বোধ করি, অধিক বিলম্ব হইবে না। বাটীর ভিতর ও বাহিরের ঘর মেরামত করিতে হইবে, সে জন্য অগ্র লিখিলাম। এখানে রাত্রির অন্ধকার অতি অল্পকাল স্থায়ী; প্রায় দশটা রাত্রি পর্য্যন্ত আলোক থাকে, আবার ২টা না বাজিতে বাজিতে আলোক হয়। এখন অনেক প্রকার ফল পাইতেছি, খাইতে মন্দ নয়। উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে, এক এক দিন বড় গরম হয়।

এখানকার সকল সংবাদ ভাল। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিবে। মাকে প্রণাম, সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ জানাইবে।

তোমারি চিরদিন

কেশব।

গত কল্য লর্ড লরেন্স সাহেবের কন্যার বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। বিবাহের পর কন্যার বাটী গিয়া আহারাদি হইল, আমরা সকলে একটী

একটী ফুল জামার উপর গুঁজিলাম, শুভ লক্ষণের একটু মিষ্টান্ন হাতে করিয়া খাইলাম। পরে বর, কন্যাকে লইয়া বিদেশে বেড়াইতে গেলেন, প্রস্থানের সময় কেহ কেহ বরকে জুতা ছুড়িয়া মারিতে লাগিল! কেমন তামাসা!

লণ্ডন,

২২শে জুলাই, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

তোমার পত্রে মঙ্গল সমাচার অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম, তোমরা সকলে ঈশ্বরের প্রসাদে ভাল আছ, ইহা আমার পরম সুখের কারণ। ছেলেরা, বোধ করি, এত দিনে বড় হইয়াছে; নিম্মল কি কথা কহিতে পারে? বড় পুঁটি কি তেমি গিন্নি আছে? বিন কি করে সমস্ত দিন? সুকো পড়াশুনাতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? শুনিলাম, বাটীতে যে বালিকাবিদ্যালয় ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এটি নিতান্ত দুঃখের বিষয়। বড় পুঁটির লেখা পড়ার কোন উপায় করিতে হইবে। তুমি লিখিয়াছ, তোমার ছবি দেখিলে আমার বমি হইবে। তত মন্দ তো হয় নাই। ঠিক হয় নাই বটে, কিন্তু নিতান্ত মন্দ হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। তবে বলিতে পারি না, আমি বিচ্ছেদের চক্ষে দেখিতেছি, তাই হয়তো তোমার ছবির প্রতি আমার এত অনুরাগ। কাঙ্গালের পক্ষে এক পয়সাও অমূল্য। কোন প্রকারে এখন তোমাকে দেখিতে পাইলেই আনন্দ। অভাব হইলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং ভাল হউক্ বা মন্দ হউক্, উহার অধিক আদর হয়। যাহা হউক, আমার পক্ষে তোমার মন্দ ছবি আদরের ধন হইয়াছে, তোমার মুখখানি উহাতে দেখিলে হৃদয় বড় তৃপ্তিলাভ করে। যদি তোমার বিবেচনায় ছবি মন্দ হইয়া

থাকে, তবে আবার ভাল ছবি তুলিয়া কেন পাঠাইলে না? মিস্ পিগটকে বলিলেই হইত যে, উহা তোমার পছন্দ হইল না; তাহা হইলে ছবি-ওয়ালারা বিনামূল্যে আবার তোমার ছবি করিয়া দিত। যদি ভাল ছবি করিয়া থাক এবং যদি ইহার মধ্যে প্রেরণ করিয়া থাক, তাহা হইলে যথা-সময়ে পাইয়া কৃতার্থ হইব। নতুবা যাহা পাইয়াছি, তাহা বড় করিয়া রং করাইতে চেষ্টা করিব। তুমি এমনি সুন্দর যে, তোমার মন্দ ছবিতেও লোকে আকৃষ্ট হইবে। এখানে কয়েকদিন হইতে বড় গর্‌মি হইয়াছে এবং মাছিগুলা বড় বিরক্ত করে; ঠিক যেন দেশে রহিয়াছি। কোথায় বিলাতে থর থর করিয়া কাঁপিব, না, গর্‌মিতে ঘাম হয় এবং শরীর অস্থির হয়! কি আশ্চর্য্য! তোমাদের সেখানে, বোধ করি, খুব গরমি পড়িয়াছে। তুমি সমস্ত গরমি কাল ঘরের ভিতর বসিয়া কিরূপ কাটাইলে? এখান হইতে দুই জন বিবি তোমাকে পত্র লিখিয়াছে, মিস্ শার্প এবং হারফোর্ড সাহেবের স্ত্রী। বোধ করি, উহা এতদিনে পাইয়াছ; উহার কি কোন উত্তর লিখিয়াছ?

শুনিলাম, ব্রহ্মমন্দিরে নাকি একজন বালক নিদ্রার অবস্থাতে "সন্দেশ খাব" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল!! সে সময়ে, বোধ করি, সকলে হাসিয়াছিল। এখান হইতে কি কি সামগ্রী তোমার জন্য লইয়া যাইব, তাহা তো বলিলে না। সুতরাং আমার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, তাহাই করিব। এখানে ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটি সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। শুনিয়া তোমরা সকলে অবশ্যই আনন্দিত হইবে।

ইউরোপখণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম হইতেছে, ইংলণ্ড নির্লিপ্ত থাকিবেন, সুতরাং এখানে কোন গোল নাই। যাহারা সভ্য জাতি বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করা অত্যন্ত অন্যায়। দয়াময় তোমাকে চরণছায়া দান করিয়া কৃতার্থ করুন। চিরদিন তোমারি কেশব।

লণ্ডন,
২৯শে জুলাই, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

তোমার এবারকার পত্রখানি বড় সুন্দর, পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কি আশ্চর্য্য হৃদয়ের সম্মিলন! তুমি সেখানে আমাকে স্বপ্নে দেখিতেছ, আমিও এখানে তোমাকে স্বপ্নে দেখিতেছি; তুমি আমাকে পূজার সময় দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, আমরাও প্রায় ঐ সময় এখান হইতে যাত্রা করিবার মানস করিয়াছি। তোমাকে ইতিপূর্ব্বে আমি লিখিয়াছিলাম যে, এখানকার কার্য্য, যত শীঘ্র পারি, সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার চেষ্টা করিব। ইহার জন্য তুমি ব্যাকুল হইও না। সেখানে ঘর মেরামত করিবার জন্য লিখিয়াছি, বোধ করি, উহা শীঘ্র আরম্ভ হইবে। তুমি যে ছবিগুলি পাঠাইয়াছ, তাহার মধ্যে একখানি বড় করিয়া রং করিতে দিয়াছি, দেখি,কেমন হয়, পরে লিখিব। গত রবিবারে উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিয়াছিলাম, অনেক লোক হইয়াছিল। আগামী সোমবারে স্ত্রীলোকদিগের একটী সভা হইবে, সেখানে একটী বক্তৃতা করিতে হইবে।

সেদিন আমরা কয়েকজন মিলিয়া বাজি দেখিতে গিয়াছিলাম, কত রং‌এর হাউই, ফানুস, জলপ্রপাত, নারিকেলবৃক্ষ, ফোয়ারা, দেখিতে অতি চমৎকার। যে ক্রিষ্টাল পেলেসের কথা পূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছিলাম, সেখানে ঐ বাজি হইয়াছিল, গৃহের ভিতর গ্যাসের আলোকমালায় ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুন্দর হইয়াছিল। ইচ্ছা হইল, তুমি একবার ঐ দৃশ্যটী দেখ। এখানকার লোকেরা অধিক বেলা অবধি নিদ্রিত থাকে; কেহ কেহ আটটা, কেহ নয়টা, কেহ বা দশটা

বেলার সময় গাত্রোত্থান করে, উঠিয়াই আহার করে। ইহারা আবার সভ্য! আমাদের দেশে এরূপ করিলে, আমরা বড় অসভ্য বলি। এমন অনেকে আছে, যাহারা সর্ব্বদা স্নান করে না। যে পরিবার মধ্যে আমরা এখন অবস্থিতি করিতেছি, ইহাকে ব্রাহ্মপরিবার বলা যাইতে পারে। যে বিবি তোমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, মিস্ শার্প, তাঁহার আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব। এখানে যত লোক দেখিলাম, প্রকৃত ব্রহ্মভক্তি এত আর কাহাতেও দেখি নাই। প্রায় প্রতিদিন এখানে পারিবারিক উপাসনা হয়। এখানেও ব্রাহ্মপরিবার! কেমন আনন্দের ব্যাপার! কবে দয়াময়ের প্রেমরাজ্য সমুদায় জগতে বিস্তৃত হইবে? কবে সকল জাতি এক পরিবার হইবে? আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়া থাকি, যাহাতে তোমার হৃদয়ে আরও ভক্তি-ভাব হয়, পিতার চরণে তুমি আরো শান্তিলাভ কর। পিতা তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। এখানকার সমাচার মঙ্গল। এ পত্রের উত্তর আসিবার পূর্ব্বে, বোধ করি, আমরা এদেশ পরিত্যাগ করিব এবং গৃহের দিকে যাত্রা করিব, সুতরাং আর তোমাদের পত্র এখানে পাইবার প্রত্যাশা নাই। পত্র না দেখিয়া তোমার প্রেমমুখ দর্শন করিব, এই আশায় রহিলাম। এই পত্র পাইবার পর আর পত্র লিখিও না।

তোমারি চিরদিন

"বিলাতি বন্ধু"

কেশব।

লণ্ডন,
৫ই আগষ্ট, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আমার অসুস্থতার কথা শুনিয়া তোমরা তারে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলে, তাহা বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টার সময় এখানে পঁহুছিয়াছিল; পরদিন তাহার উত্তর পাঠান হইয়াছিল, বোধ করি, যথাসময়ে তাহা তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলে এবং আমার জন্য এত কষ্ট পাইয়াছিলে, ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, বোধ করি, মঙ্গল সংবাদ পাইয়া ভাবনা দুঃখ দূর করিয়াছ। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছি যে, আবার সকল প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। ভাবনার কোন কারণ নাই। মাতা ঠাকুরাণীকে স্থির হইতে বলিও। তোমাদের শুভ সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ ইংরাজেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, এবং ··· ··· বলিয়া আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। আমাদের দেশের সাহেবেরা, বোধ করি, বিরক্ত হইয়া থাকিবেন; কিন্তু এখানে সে প্রকার ভাব বড় দেখা যায় না। এখানকার সাহেবেরা তেমন নীচ নহে। উহাদের মন প্রশান্ত ও উদার। আমাকে তাহারা যেরূপ সমাদর করিতেছে, তাহাতে আমার যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এখানকার সমাদর দেখিয়াই, বোধ করি, সেখানকার সাহেবেরা ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন। সে জন্য ভাবিত হইও না, ইংলণ্ডের লোকেরা সদয় হইলে আমাদের দেশের অনেক উপকার ও উন্নতি হইবে। এখান হইতে, বোধ করি, আমরা আগামী মাসে যাত্রা করিব। গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য খুব উৎসাহ হইতেছে। সাহেব ও বিবিরা কিছু কিছু উপহার দিতেছেন। তোমাদের জন্য ও সুকোর জন্য কিছু কিছু পাইয়াছি। অনেকগুলি পুস্তক লাভ করিয়াছি।

গত কল্য একখানি ছোট জাহাজে করিয়া আমরা নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। চারিদিকের শোভা দেখিয়া এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। যত জাহাজ জগতে আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড "গ্রেট ইষ্টার্ণ" নামে যে জাহাজ, তাহাও আমরা গত কল্য দেখিয়াছি। সেটী দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। দয়াময় পিতা তোমাকে শ্রীচরণতলে রক্ষা করুন।

চিরদিন তোমারি

কেশব।

লণ্ডন,

১২ই আগষ্ট, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

তুমি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছ, সেটী দুঃখের পত্র; আবার অপমান সহ্য করিতে হইতেছে, ইহা শুনিয়া ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু আমার বিলাতী ভগ্নীকে যে পত্রখানি লিখিয়াছ, সেটী অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট। তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। গত কল্য সেই বিবি এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ঐ পত্রের ভাব বুঝাইয়া দিলাম এবং সমুদায় অনুবাদ করিয়া দিলাম। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আর দুইটী ভগ্নী ছিলেন, তাঁহারা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তুমি বড় বিনয়ী, এই কথা তাঁহারা বলিলেন। বাস্তবিক পত্রখানি অতি চমৎকার, তোমার হৃদয়ের কোমল ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। মিস্ শার্প বলিলেন, তিনি শীঘ্র উহার উত্তর লিখিবেন। বোধ করি, আগামী শুক্রবার পাঠাইতে পারেন। গত কল্য এক জুতার দোকান দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমার ও

রাজলক্ষ্মীর জন্য জুতা ক্রয় করিলাম। ছেলেদের জন্য রং করা ছোট ছোট জুতা অনেকগুলি কিনিয়াছি। তুমি যে ছবি পাঠাইয়াছিলে, তন্মধ্যে দুইখানি বড় করিয়া রং করাইয়াছি। দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। চেহারা খুব ঠিক হয় নাই, কিন্তু ভাল রং করাতে ছবি যে কেমন সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এ দুইখানি ছবি আমার সম্মুখে রহিয়াছে, সর্ব্বদাই তোমাকে দেখিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া থাকি। তুমি কি তা জানিতে পাও? ছবিগুলি পাঠাইতে পারি না, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। একটী আনন্দময় সংবাদ দিতেছি, শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হবে, সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া আমাকে দেখিবার জন্য সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী কল্য দিন স্থির হইয়াছে। তিনি এখন অসবর্ণ নামক একটী স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, সেখানে কল্য প্রাতঃকালে গমন করিতে হইবে। দেখি, মহারাণী কি বলেন; তাঁহার হৃদয় অতি উদার এবং ধর্ম্মের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। মাকে এই সংবাদ জানাইবে এবং আমার প্রণাম দিবে। ছেলেদের মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। অদ্য হইতে ঠিক দুই মাস পরে, বোধ করি, কলিকাতার ঘরে উপস্থিত হইব।

তোমারি চিরদিন

কেশব।

স্কট্‌ল্যাণ্ড, গ্ল্যাশ্‌গো,
২৫শে আগষ্ট, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

জাহাজের গোল হওয়াতে, বাটীর কোন পত্র প্রায় দুই সপ্তাহ প্রাপ্ত হই নাই। গত মঙ্গলবার রজনীতে দুই বারের পত্র একবারে পাইলাম। তন্মধ্যে তোমার হস্তের একখানি পত্র ছিল, তাহা পাঠ করিয়া কিছু কষ্ট পাইলাম। তোমাকে আমি অনিচ্ছার সহিত পত্র লিখি, একথা তুমি কেন বলিলে? বৃথা পয়সা নষ্ট করিয়া থাকি, দায়ে পড়িয়া দুইটা কথা লিখি, এরূপ তুমি কেন মনে করিতেছ? এখনো কি আমার প্রতি সদয় হও নাই? বিদেশে পড়িয়া আছি. তোমাকে ভাবিলেও আনন্দ হয়। এ অবস্থায় তোমার নিকট সদ্ভাবের ও উৎসাহের কথা প্রত্যাশা করি, তুমি আমাকে বিশুদ্ধ প্রীতির কথা বলিয়া শান্তি দান কর। আমি তোমাকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে লিখিয়া থাকি, কিন্তু তুমি কতবার লেখ না, ইহাতে মনে কষ্ট হয়। তোমার পত্র কত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? তোমার হস্তের লেখা আমার পক্ষে এ অবস্থায় আনন্দের কারণ, তাহা বলা বাহুল্য। তুমি নিজে অধিক লিখিবে না, আমি যদি লিখি, আমাকে তিরস্কার করিবে, এ কোন্ দেশের শাস্ত্র? এ প্রদেশে আমরা গত দুই দিন নানা স্থানে বেড়াইয়া প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। স্কট্‌ল্যাণ্ডে পাহাড় ও ভূমধ্যস্থ সাগর কিম্বা বৃহৎ পুষ্করিণী অনেক। ইহাদের শোভা

[সত্যের জয় হইবে]

অতি চমৎকার! জাহাজে করিয়া জলের উপর এবং গাড়ীতে পাহাড়ের উপর বেড়াইয়া, বিশ্বরাজের আশ্চর্য্য কৌশল ও শিল্প-নৈপুণ্য দর্শন

করিয়া, আমরা নয়ন মনকে প্রফুল্ল করিলাম। তুমি যদি সঙ্গে থাকিতে, কত কবিতা রচনা করিতে পারিতে, কত সঙ্গীত রচনা করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে। গত কল্য এখানকার একজন ধনী সাহেব তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে আমাদের সকলকে লইয়া অনেক শোভা দেখাইলেন। জাহাজখানি অতি সুন্দর, আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি সাহেব ও বিবি ছিলেন, সকলে মিলিয়া আহার হইল, সঙ্গীত হইল। অবশেষে আমরা উক্ত সাহেবকে ধন্যবাদ করিলাম। গত সোমবার এখানে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম, প্রায় চার হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল, সকলেই মহা উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল। বক্তৃতার পর আমাকে দেখিবার জন্য এবং আমার হস্ত স্পর্শ করিবার জন্য সকলে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, অত্যন্ত ভীড় হইল এবং আমার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। আমি যে কি বড়লোক হইয়াছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। রাজার ন্যায় আমাকে সমাদর করিতেছে, তুমি সঙ্গে থাকিলে তোমাকে রাণীর ন্যায় অভ্যর্থনা করিত সন্দেহ নাই !! তোমার কেশবের এত মান !! অবশ্য তোমার মনে মনে আহ্লাদ হইতেছে ; এ সকল শুনিয়া তোমার কি বুক দশ হাত হয় নাই ? অধিক বাড়াবাড়ি ভাল নয়, কেন না বাটী গিয়া আবার সেই কলুটোলার কেশব হইতে হইবে। ছেলেদের মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিবে। তুমি আমার হৃদয়ের প্রীতি গ্রহণ কর।

তোমারি চিরদিন

কেশব।

লণ্ডন,

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গতবারের পত্রে দুই পাঁচটী কথা বলিয়া নিয়ম রক্ষা করিয়াছ, ইহার কারণ কি? আর বোধ করি, কেবল একবার সেখানকার সংবাদ পাইব, তাহার পর জাহাজে এক মাস অবস্থিতি করিতে হইবে, সে সময়ে কোন পত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য এ সময়ে একখানি ভাল দীর্ঘ পত্র পাইবার ইচ্ছা ছিল। যাহা হউক, যতটুকু অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়াছ, এবার সেইটুকুতে সন্তুষ্ট হইয়া, আগামী বারের জন্য উদ্যোগ করিতেছি। অনেক খেলনা ক্রয় করিয়াছি, অন্যান্য সামগ্রীও ক্রয় করিতেছি। তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি কি কি ভালবাস, তাহা লিখিবে। কৈ তুমি তো কিছু লিখিলে না। সুখো টুকোকে বলিও, অনেক খেলনা তাহাদের জন্য ক্রয় করিয়াছি। অধিক টাকা থাকিলে, ইচ্ছা হয়, সমুদায় ক্রয় করিয়া লইয়া যাই; দোকানে গেলে লোভ সম্বরণ করা কঠিন। তুমি সেই বিবিকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলে, তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া কিয়ৎ অংশ এখানকার কাগজে ছাপা হইয়াছে। অনেকে তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার নাম "জগৎ-মোহিনী", জগতের চারিদিকে প্রচার হইতেছে!! সে দিবস মহারাণীকে আমার ছবি পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রার্থনা অনুসারে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহার দুইখানি পুস্তক ও একখানি ছবি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, রাজকুমারী লুইস্ তাঁহার দুইখানি ছবি দান করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। মহারাণীর ছবি-খানি দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। তোমার যে দুইখানি ছবি

রাণীকে দিয়াছিলাম, সেইরূপ আবার দুইখানি রং করাইয়া লইয়াছি। আর কত দিন ছবি দেখিয়া তৃপ্ত হইব? তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। বোধ করি, এই পত্র পাইবার ১০।১৫ দিন পরে, ঈশ্বরপ্রসাদে তথায় উপস্থিত হইতে পারিব। সকলকে আশীর্ব্বাদ জানাইবে।

তোমারি চিরদিন
কেশব।

বেলঘরিয়া,
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

অদ্য তোমার এখানে আসিবার দিন, আমি প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। ইস্কুল হইয়া গেলেই আসিবে, বিলম্ব করিলে রাত্রি হইবে। বোধ করি, ৪টার সময়ে সেখান হইতে ছাড়িলে ভাল হয়। ছেলেরা আসিবে, যদি ইস্কুল হইতে আসিতে বিলম্ব হয়, লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে আনিলে ভাল হয়। প্রসন্ন কিম্বা কান্তি সঙ্গে আসিবেন। মশারি ও বিছানা কিছু কিছু সঙ্গে আনিবে; আর যাহা যাহা আবশ্যক আনিবে। ধোপার নিকট হইতে যদি আমার কাপড় আসিয়া থাকে, কতকগুলি সঙ্গে আনিবে। যদি না দিয়া থাকে, শীঘ্র বেহারাকে পাঠাইয়া আনাইয়া লইবে। আমার বড় দরকার। এ অতি উত্তম স্থান, আসিলেই মন জুড়াইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এলাহাবাদ,
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ।
শনিবার।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

এলাহাবাদে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। এবার তত তৃপ্তি পাইতেছি না। খুব ভক্তির ঢেউ দেখিতে পাইতেছি না। প্রেমের কথা কাহাকে বলিব? মনের মানুষ কে? আশ্রমে যেমন সঙ্গীত জমাট হইত, এখানে সেরূপ কি সম্ভব? ইচ্ছা হয়, নির্জ্জনে দয়াময়কে দেখিয়া, খুব সম্বল করিয়া ফিরিয়া যাই এবং তথাকার পরিবারের সকলকে মনের আনন্দে প্রেম বিলাই। আমি ধন পাইলে সে ধন তোমাদেরই, আমি সুখ পাইলে সে সুখ তোমাদেরই। তোমার মনে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আমার যে কত আহ্লাদ হয়, তাহা তোমাকে কিরূপে জানাইব। ধর্ম্মেতে প্রেমেতে তুমি আরও সুন্দরী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ। আশ্রমের মেয়েদের প্রতি স্নেহের সহিত দেখিও, তাঁহাদের সেবা করিও, আমি যেমন তোমাকে এবং তাঁহাদিগকে সেবা করি। বড় ভাল সময় আসিয়াছে, জগন্মোহিনী, তুমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দয়াময় নাম সাধন কর, খুব সুখ হইবে। এখানকার সম্বাদ মঙ্গল। মা ভাল আছেন। সুখ টুক সকল ছেলেমেয়েকে আশীর্ব্বাদ জানাইবে।

তোমারি
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হিমালয়,
মহেশ্বরী পর্ব্বত,
২৪শে অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

অনেক দিনের পর তোমার একখানি অনুগ্রহপত্র পাইয়াছি। কিন্তু বড় ইচ্ছা হয়, ভাল করিয়া আর একখানি লিখিয়া আমাকে মনের সমস্ত ধর্ম্মভাব ও ওখানকার অবস্থা জানাইয়া বাধিত কর। লিখিবে কি? দেখিতেছি, পত্র লিখিতে তোমার তেমন ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক, অনুগ্রহপূর্ব্বক একখানি খুব বড় পত্র লিখিলে, আমি পরিতৃপ্ত হইব। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, তুমি প্রতিদিন আশ্রমে যাইয়া উপাসনা কর। সকলের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব বৃদ্ধি হউক। এখানকার পর্ব্বতগুলি দেখিলে মন বড় উপাসনাশীল হয়। তুমি সঙ্গে থাকিলে পর্ব্বতের উপর বসিয়া একত্র ডাকিয়া কেমন সুখী হইতাম। সম্মুখের পাহাড়গুলি বরফে সর্ব্বদা সাদা হইয়া থাকে, দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার মধ্যে একটী অতি উচ্চ, উহার নাম গঙ্গোত্রী, ইহা হইতে গঙ্গা নদী বাহির হইয়াছে। মা হরিদ্বার গিয়াছেন, তথা হইতে, বোধ করি, কল্য ফিরিবেন। আমরা অদ্য আহারের পর এখান হইতে ডেরাডুনে যাত্রা করিব, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। ঈশ্বর তোমাকে এবং সন্তানদিগকে কুশলে রাখুন। তিনি আমাদের সর্ব্বস্বধন।

তোমারি
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সাহারণপুর ষ্টেসনঘর,
২৯শে অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

অদ্য প্রাতঃকালে আহারের পর, ডেরাডুন ছাড়িয়া ডাকগাড়িতে এখানে সন্ধ্যার পর পঁহুছিয়াছি। অদ্যই রেলগাড়িতে যাত্রা করিয়া, কল্য প্রায় ১০টা বেলার সময় অমৃতসরে উপস্থিত হইব। তথা হইতে লাহোরে যাইতে হইবে। সে দিবস ডেরাডুন হইতে আমরা সকলে একটী পাহাড়ের মধ্যে গুপ্ত বারি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেটী অতি চমৎকার স্থান। দুই দিকে পাহাড়ের প্রাচীরের মধ্য দিয়া ধীর ভাবে হু হু করিয়া জল আসিতেছে। সেই জলে স্নান করিয়া পাথরের উপর বসিয়া আমরা উপাসনা করিলাম। অনেক আনন্দ পাইলাম। একটী কেবল দুঃখের ঘটনা সেদিন হইয়াছিল। নির্ঝরের জলে আমরা সকলে অনেক দূর হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। মাতাঠাকুরাণীর পা হঠাৎ একখানি পাথরে লাগিয়া মচকাইয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন বেদনা অনেক কমিয়াছে। কিন্তু উঠিয়া বেড়াইতে অসমর্থ, এজন্য তিনি আমাদের সঙ্গে না আসিয়া ডেরাডুনে অবস্থান করিলেন। তাঁহার আসিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, জয়পুরে অক্রূর বাবুদের সঙ্গে গমন করেন। আমি জয়পুরে পত্র লিখিয়া, যাহা হয়, স্থির করিব। ডেরাডুনে তিনি এক বন্ধুর ঘরে রহিয়াছেন, কোন ভাবনা নাই। সঙ্গে বামা আছে। প্রতাপ, প্রবোধ, প্যারীও ডেরাডুনে রহিয়াছেন। আমরা আর আর সকলে এখানে আসিয়াছি। তুমি কেমন আছ? সন্তানেরা কেমন আছে? নির্ম্মল ভাল হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বদা মনে হয়, তুমি যদি

সঙ্গে থাকিতে, কত সুখী হইতাম, তুমিও দেশ দেখিয়া কত সুখ পাইতে। ঈশ্বর আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন, আমরা একত্র হইয়া তাঁহার নিকটে থাকিলে, কত আনন্দ লাভ করিতে পারি। আইস, প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হইয়া তাঁহার চরণতলে বাস করি। এই শুভক্ষণে আমাদের সংসার তাঁহার সংসার হউক। তিনি আমাদের সহায়, আমাদের ভাবনা কি? তোমার মঙ্গল হউক, তোমার মঙ্গল হউক।

তোমারি চিরদিন
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মুঙ্গের,
২৭শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

অদ্য প্রাতঃকালে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। সেই মুঙ্গের, যেখানে তোমাদিগকে লইয়া কতদিন একত্র বাস করিয়াছিলাম এবং কত উৎসব সম্ভোগ করিয়াছিলাম। এখন মুঙ্গের আর তেমন মনোহর নাই। এখান হইতে কল্যই বাঁকিপুর যাত্রা করিবার কথা। তুমি বেহারী বেহারাকে বলিবে, মেরামতের যত সামগ্রী, অর্থাৎ বাঁশ হাঁড়ি এসব নীচেকার ঘরে ভাল করিয়া রাখিয়া দেয়, কেহ যেন না লইতে পারে। না সাবধান করিয়া রাখিলে চাকরচাকরাণীরা হয়ত এক একটা করিয়া লইয়া যাইতে পারে। বাহিরের ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া তোমার কাছে রাখিবে। নতুবা যে সে ঘরে গিয়া গোল করিবে। তোমার শরীর কেমন আছে, লিখিবে। যদি আবশ্যক হয়, দুকড়ি বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইবে। প্রতাপকে যদি পত্র

লেখ, শীঘ্র লিখিয়া সৌদামিনীর নিকট পাঠাইয়া দিবে এবং বোম্বাইতে পাঠাইতে বলিবে। সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বাহিরে কতকগুলি বয়োগা আছে, তাহাও আনিয়া ঘরে রাখিতে বলিও।

ইন্দোর,
৩রা ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

সোমবার রাত্রিতে আহার করিয়া এলাহাবাদ ছাড়িয়াছিলাম এবং গত কল্য বুধবার নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। যদু বাবুর স্ত্রী সঙ্গে কতকগুলি লুচি দিয়াছিলেন, তাহাই পথের সম্বল হইয়াছিল। এখানে আসিবার পুর্ব্বেই এখানকার মহারাজা আমাদের থাকিবার জন্য অনেক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। একটি প্রকাণ্ড তাম্বু, তাহার ঘর, বারাণ্ডা, দালান ও পার্শ্বে পাইখানা সকলই আছে। খাট বিছানা টেবিল কেদারা সকলই প্রস্তুত। এখানকার রাজা জয়পুরের রাজা অপেক্ষা বড় নহেন, কিন্তু তথাপি ইনিও একজন খুব রাজা। এ আয়োজন দেখিয়া তুমি খুব সন্তুষ্ট হইতে, সন্দেহ নাই। আমিই যেন একজন রাজা হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। এখানে বক্তৃতা হইবার কথা আছে। রাজার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে। তোমাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই কেন? ভুলিয়া গেলে নাকি? এখান হইতে শীঘ্রই ফিরিব। বোধ করি, প্রতাপের সঙ্গে একত্র হইয়া আগামী সপ্তাহের প্রথমে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিব। আমার ইচ্ছা যে, প্রতাপ প্রথমে আমাদের বাটীতে

উঠেন এবং তথায় আহারাদি করেন, সৌদামিনীও সেখানে থাকেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে। তোমারি

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হিমালয়, শিমলা,

৭ই অক্টোবর, ১৮৭৫ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আমরা সেই পুরাতন শিমলা পাহাড়ে আসিয়াছি। সেবারে তুমি সঙ্গে ছিলে, এখানে সকলে একত্র থাকিয়া কেমন সুখে ছিলাম। এবার কেবল আমরা কয়েকজন। কলিকাতায় গরমি খুব, এখানে বিলক্ষণ শীত, স্নান করা সহজ ব্যাপার নহে। সুখ, বড় পুঁটির, বোধ করি, শিমলা পাহাড় খুব মনে আছে। তাহারা কি আবার এখানে আসিতে চায়? সে চিমনা ও মিশ্র ব্রাহ্মণকে এবারে দেখিতে পাই নাই। আমরা এবার সে বৈলোগঞ্জের বাটীতেও যাই নাই। এক বন্ধুর বাটীতে অবস্থান করিতেছি। তাঁহাকে তোমরা, বোধ করি, জান। সেই যিনি বিড়াল লইয়া আসিতেন ও অনেক ফুল ফল দিতেন। তুমি যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমার হৃদয়ে এত কষ্ট কেন? কেহ যে তোমাকে আপনার বলিয়া দেখে না, তাহা ঠিক কথা। তোমার প্রতি সময়ে সময়ে যে নিদারুণ ব্যবহার সকলে করেন, তাহা মনে হইলে, অত্যন্ত কষ্ট হয়। কিন্তু কি করিবে, বল। সংসারের লোক এইরূপ। তুমি আর ও সকল দুঃখের কথা ভাবিও না। মনকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা কর। আমার কুটিরে বসিয়া উপাসনা করিয়াছিলে শুনিয়া, আহ্লাদিত হইলাম। এখানে, বোধ করি, এক সপ্তাহ থাকিব। তোমাকে যে অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি, তাহা সর্ব্বদা মনে হয়। সংবাদ পাইলেই

আমি ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিব। সালগুলি ভাল করিয়া রাখিয়া দিও। সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ। মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম। কান্তি নমস্কার দিতেছেন।

তোমারি
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

লাহোর,
১৮ই অক্টোবর, ১৮৭৫ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

তোমার অসুখ হইয়াছিল শুনিয়া, দুঃখিত হইলাম। আবার শুনিলাম, সুকোর জ্বর হইয়াছে। কেমন আছ, অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবে। সুকোর বার বার জ্বর হইতেছে কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। এই সেদিন জ্বর হইল, আবার এত অল্প দিনের মধ্যে জ্বর। একটু সাবধানে থাকিতে বলিবে। তুমি কেমন আছ, লিখিবে। এ সময়ে বিশেষরূপে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শরীরকে অবহেলা করিও না, বার বার অনুরোধ করিতেছি; আমার কুঁড়ে ঘরে কি তুমি মধ্যে মধ্যে যাও? সেই ঘরে গিয়া বসিতে ও রাঁধিতে ইচ্ছা করে। আর দুই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ফিরিবার কথা। এখানে মোহিনীদের বাটীতে রহিয়াছি। মোহিনী খুব যত্ন করে এবং রাঁধিবার আয়োজন করিয়া দেয়। তাহার বড় ইচ্ছা যে, তুমি একবার এখানে এস। অনেক দিন তোমার বেড়ান হয় নাই। এবার বেড়ান আবশ্যক। মা কি জয়পুরে আসিয়াছেন? এখানে দাদার এক শালা, শুনিলাম, পালাইয়া আসিয়াছে, সে ব্রাহ্ম-

সমাজে যোগ দিয়াছে এবং সর্ব্বদা আমাদের নিকটে আসে। কাল এখানে নগরকীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মনে করিতেছি, আগামী বুধবারে এখান হইতে ফিরিব। তুমি কেমন আছ, শীঘ্র লিখিবে। যদি বল, শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিব। এখানকার সমস্ত সংবাদ মঙ্গল। আলমারীর কাপড় রৌদ্রে রাখিবে। মধ্যে মধ্যে না দেখিলে পোকায় কাটিবে।

তোমারি
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মাকে প্রণাম দিবে।

মোড়পুকুর সাধনকানন;
১৫ই জুন, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আজ স্নান করিয়াছি ও ভাত খাইয়াছি। কিন্তু পায়ে এখনও বিলক্ষণ ফুলো আছে। গত কল্য দুঃখের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দিলাম। সেই অবধি এখানে খুব ভোঁ ভাঁ। এত শীঘ্র সেখানে চলিয়া গিয়া তোমরা, বোধ করি, সুখী হও নাই। ছেলে পুলে কোন দিকে কেহ নাই, সব যেন ফাঁকা ফাঁকা। তুমি একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা পরে পাইলাম। পাঠ করিয়া হৃদয় যে কিরূপ ব্যথিত হইল, বলিতে পারি না। যাইবার সময় কেন এরূপ লিখিলে? তুমি এখানে থাকিয়া "সাধনকানন" সম্ভোগ কর, ইহা যে আমার অন্তরের ইচ্ছা। তুমি এমন চমৎকার স্থান ছাড়িয়া যাইবে, ইহা কি কখন আমি ইচ্ছা করিতে পারি? যাহা হউক, আবার কবে আসিবে? তুমি বরং পূর্ব্বে হইতে এ বাগান

পছন্দ করিতে না। আমার তো নিতান্ত ইচ্ছা, তুমি এখানকার ফল ভোগ কর। তবে সন্তানাদির পড়া কামাই হয়, এই এক আপত্তি। আমি শনিবারে তথায় যাইতে চেষ্টা করিব। কান্তি এখানে আসিয়া আটক পড়িয়াছেন। প্রসন্ন ঘোষের মার কাছে তিনি রহিয়াছেন। আমাদের কাছেও আসিতে পারিলেন না, কলিকাতায়, বোধ করি, যাইতে পারিবেন না। সুতরাং তোমাদের কষ্ট হইতে পারে। দিন দুই কোন রূপে চালাইয়া লইতে হইবে। ছেলেরা সব কেমন আছে ? তোমরা এখানকার মায়া কাটাইতে পারিবে না। এখানে সকলে কেমন আমোদ করিতে।

তোমারি

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এলাহাবাদ,

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

খুব ভাল করিয়া মসলা গুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য ধন্যবাদ। সুক, বড় পুঁটী, বিন সকলকে ধন্যবাদ। বামন বিলক্ষণ সুখে আছে। খাটের উপর নিদ্রা যায় আসনে ভাত খায়। কিছু খাটিতে হয় না, সকলে বাবু বলিয়া ডাকে। বেশ মজা! আমরা গোপালবাবুর বাটীতে আছি। অদ্য এখান হইতে যাত্রা করিবার কথা। তেতলার ঘরে বড় গোল যেন না হয়, সর্ব্বদা খোলা না থাকে, তাহা হইলে ছেলেরা গোল করিবে। বড় ঘরটা ভিতর দিক দিয়া বন্ধ করিলে ভাল হয়। নির্ম্মল

এখানে আসিলে তার হয়ত খুব শীত করিত। প্রফুল্ল, সুচারু, সরল কেমন আছে?

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

দিল্লী,

৩রা জানুয়ারী, ১৮৭৭।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

তোমার পত্রখানি কল্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সুচারুর পীড়া শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ভাল করিয়া যেন ডাক্তার দেখান হয়। সুক যেন দুকড়ি বাবুর কাছে গাড়ি পাঠাইয়া দেয়। এখানে যে রকম অবস্থায় রহিয়াছি, তাহা দেখিলে তুমি আশ্চর্য্য হইবে। অত্যন্ত গোলমাল। কি যে করি, সমস্ত দিন তাহা বুঝিতে পারি না। একটী ছোট তাঁবুর ভিতর রহিয়াছি। খুব শীত এখানে। শীঘ্র শীঘ্র ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি, কিন্তু মহারাজা সে কথা উড়াইয়া দেন। দেখি, যত শীঘ্র পারি, এখান হইতে প্রত্যাগমন করিতে চেষ্টা করিব। বড় পুঁটী ও বিনির পত্র পাইয়াছি। অদ্য আর সময় নাই। যদুবাবু এতদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন, অদ্য তিনি এলাহাবাদে যাইতেছেন।

তোমারি

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মোকামা,
৬ঠা নভেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আসিবার সময়ে খুব তাড়াতাড়ি হইয়াছিল। তুমি কেমন আছ, লিখিবে। বোধ করি, কবিরাজের ঔষধ খাওয়া ভাল। মহেন্দ্রকে সেইরূপ বলিয়া দিয়াছি। রাজার সঙ্গে আসিবার সময়ে দেখা করিতে পারি নাই। তাঁহাকে অন্ত একখানি পত্র লিখিলাম। মধ্যে মধ্যে তাঁদের আলিপুরের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে ভাল হয়। যে কাণ্ড এখানে দেখিলাম, তাহা চমৎকার। সঙ্গে থাকিলে কত ব্যাপার দেখিতে। সুকো কেমন আছে? রাজার খাওয়া দাওয়া যেন ভাল হয়, ভাতে যেন উচ্চিংড়ে না পড়ে। আর কি গাঁথনি হইতেছে? সুনীতি ও সাবিত্রীকে তাহা আমার প্রতিনিধি হইয়া দেখিতে বলিও। একজন প্রকাণ্ড লোক সে দিন যে নৃত্য করিয়াছিল, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে। সত্য ধর্ম্মের কাছে হিন্দুরা মত্ত হইয়া গড়াগড়ি দিতেছে। কি আশ্চর্য্য!! মজফরপুরে শীঘ্র যাত্রা করিবার কথা। পত্রাদি সেইখানে প্রেরণ করিবে।

কেশব।

বাঁকিপুর,
২৩শে নভেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ।

প্রিয় জগন্মোহিনী,

আমি একখানি পত্র তোমাকে লিখিলাম, তুমিও একখানি পত্র লিখিলে। তুমি কি আর একখানি লিখিতে পারিলে না? তাহা হইলে তোমার জিত হইত। এখন আমার জয় হইল। তোমার দুঃখের কথা

কিছুতেই ফুরাইতেছে না। তোমার নাম কি "সুকোর মা?" আমাদের সঙ্গে আসিলে তুমি এবার প্রচারের ধুমধাম দেখিতে। গয়াতে যে কেবল প্রচার হইয়াছে, তাহা নহে, তীর্থদর্শনও হইয়াছে। মাকে বলিও, আমরা বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া আসিয়াছি; যে মন্দিরে অহল্যাবাইএর পূজা হয়, তাহাও দেখিয়াছি। কোথায় আমরা তথাকার লোকদিগকে টাকা দিব, না, সেখানকার পাণ্ডাদিগের মধ্যে একজন খুব ধনী আমাদের খরচের জন্য ৫০৲ টাকা আমাদের ঝুলিতে দিল। কেমন মজা! হিন্দুরা আমাদিগকে এখনো কেমন শ্রদ্ধা করে! লোকে বলে, ব্রাহ্মগুলো খৃষ্টান। কৈ তবে হিন্দুরা আমাদিগকে এত ভক্তি করে কেন? ঐ লোকটি আমাকে একটি খুব ভাল পাথরের গেলাস দিয়াছে। আরও অনেক স্থান হইতে টাকা আসিতেছে। আগে আমাদের পথখরচের টাকা খুব কম ছিল, এখন দেদার টাকা আসিতেছে। গয়ার নিকটে অনেক পাহাড়। এক দিন একটি পাহাড়ের উপর আমরা উপাসনা করিয়াছিলাম। আর এক দিন বুদ্ধগয়াতে গিয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিলাম। যিনি বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি সেখানে বসিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, আমি সেইখানে বসিয়া প্রার্থনা করিলাম। তিনি একজন খুব বৈরাগী ছিলেন। গয়াতে সর্ব্বদা ঢাক বাজে, বড় বিরক্ত করে। সেখানে ব্রাহ্মদের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট প্রথা আছে। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিলে, সকলের মস্তকে ফুলবর্ষণ হয়, ঝুপ ঝাপ করিয়া চারিদিক হইতে ফুল পড়ে। এখানে মহারাজের আসিবার কথা শুনিলাম। আমাকে তিনি তদ্বিষয়ে কোন পত্র লেখেন নাই। শুনিলাম, আগামী কল্য আসিবেন। আমাদেরও শোনপুর মেলা দেখিবার কথা হইতেছে, দেখি. কি হয়। তোমরা কেমন আছ, লিখিবে। তোমারি

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বুধবার।

প্রিয় সন্তানগণ,

আমার এ অবস্থায়, তোমরা কোন প্রকারে নির্দ্দয় হইলে, আমার বড় কষ্ট হয়। পিতা হইয়া এ সময়ে কি তোমাদের বিশেষ দয়া পাইব না? যদি উপযুক্ত সন্তান হইতে চাও, যদি এ বাটীর নাম রাখিতে চাও, কোন প্রকারে লক্ষ্মীর ঘর অপরিষ্কার রাখিতে পারিবে না। আমার সন্তান হইয়া, আমার মার বৈকুণ্ঠ কলুষিত করিবে, ইহা আমার সহ্য হয় না। যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক, বড় লোকের ন্যায় উচ্চ হইবে এবং ছোট কাজ দেখিবে না, তবে তোমাদের দান নীচ বাপের সঙ্গে বনিবে না। আমাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়া, তোমরা নবাবি করিও। আমি এ বাড়ীকে দেবালয় মনে করি। তোমরা কেন করিবে না? তোমরা কি এত বড় লোক! না, তোমরা অবিশ্বাসী? আমার প্রিয়তমা স্নেহময়ী মার আজ্ঞা যে, ঠাকুরবাড়ী যেমন শুদ্ধ থাকে, কমলকুটির সেইরূপ শুদ্ধ থাকিবে এবং তোমরা ঠাকুরবাড়ীর চাকর চাকরাণীর ন্যায় খাটিবে। আর অধিক বলিতে চাই না। এক সপ্তাহ সময় দিলাম, ইহার মধ্যে বাটীর প্রত্যেক গৃহ সুপরিষ্কৃত করিবে। একটু জঞ্জাল কোথাও না থাকে। আর এইরূপ ব্যবস্থা করিবে যে, প্রত্যহ এ বাটী জঞ্জালশূন্য ও শুদ্ধ রাখা হয়। তোমাদের প্রত্যেকে একটু কোথাও ময়লা দেখিলেই, তাহা পরিষ্কার করাইয়া লইবে। মনুষ্য-জীবন খাওয়া পরার জন্য নহে, কিন্তু দেবী-সেবার জন্য।

শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী
" নির্ম্মলচন্দ্র " মোহিনী দেবী
" প্রফুল্লচন্দ্র

দুঃখিত অন্তঃকরণ
শ্রীকে।

প্রিয় সুকো, *

তোমার জন্য খেলনা কিনিয়াছি। বড় পুঁটী, বিনো, ভোলা কেমন আছে, তারা সব কি খেলা করিতেছে? তুমি এখন কি পড়? আমরা ভাল আছি।

করুণাচন্দ্রের চিঠি। (তারিখ নাই) তোমার বাবা

কেশব।

Up Mail Train. Dinapur.

23rd April, 1883.

প্রিয় করুণা,

তোমাদিগকে ফেলিয়া আসিলাম। তোমরা কেমন আছ, লিখিবে। আমার বাহিরের ঘরে, ছোট শেল্‌ফের উপর দুইখানি বিলাতি কাগজ আছে, তাহার নাম মনে পড়িতেছে না। Light Across the Water বোধ হয়, উপরে লেখা আছে। ঐ দুইখানি কাগজ ডাকে পাঠাইবে। যদি কাহারও কাছে আমার পুরাতন পুস্তক "Essays Theological and Ethical" পাওয়া যায়, অনুসন্ধান করিয়া, একখানি শীঘ্র ডাকে পাঠাইবে। পিরের থলি ও টাকা, বোধ করি, আমার কাঠের বাক্স মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে দিবে। ডাক্তারকে কি কাল বলিয়া পাঠাইয়াছিলে? এখানে সকলে ভাল। শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকে।

জলছোলা যেন নিয়মিতরূপে দেওয়া হয়। আমার Lectureএর অবশিষ্টটুকু Pressএ শীঘ্র পাঠাইবে। শেষে লিখিয়া দিবে Concluded.

* বোধ হয়, চিঠিখানা লণ্ডন হতে লিখিত

Simla,
Tara View
30th April, 1883.

প্রিয় করুণা,

জ্বর ও ডায়েরিয়া লইয়া গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়ে এখানে পৌঁছিলাম। ভয়ানক কষ্ট, জ্বরে প্রায় বেহুঁস। কাল্‌কাতে দাস্ত আরম্ভ হয়, সেই অবস্থায় যাত্রা করিলাম, ধরমপুরে আবার দাস্ত হয় এবং জ্বর আরম্ভ হয়। ক্রমে জ্বর বাড়িল, এখানে আসিলাম কোন্ দিক্ দিয়া, কিরূপে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; আসিয়া অবধি কেবল ভেদ। দুর্গাদাস খুব যত্ন সহকারে দেখিতেছেন। আমি অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছি। ডাক্তার ডেভিসকে সেদিন আনা হইয়াছিল। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন এবং বুকটুক একজামিন করিলেন। আসিয়া অবধি প্রায় শয্যাগত। পাহাড়ের শোভা যে ভাল করিয়া দেখিব, এমন অবস্থা হয় নাই। কাল একটু পলতার ঝোল খাইয়াছি। এখানে বাড়ীটি খুব ভাল পাওয়া গিয়াছে। ছোট্ট, কিন্তু নির্জ্জন ও সুন্দর। মেয়েরা বেশ চারিদিকে বেড়াইতে পারেন এবং হাঁটিয়া রাজবাড়ীতে যাইতে পারেন। সুনীতি সর্ব্বদাই আসেন এবং অনেকক্ষণ থাকেন। বড় সিমলা হইতে অনেক দূর, এজন্য লোকেদের আসিবার পক্ষে কিছু অসুবিধা। তথাপি বন্ধুরা আসিতেছেন। এখানে টাকার টানাটানি খুব হইবে। বাটীভাড়া, মাসকাবারি খরচ, খুচরা খরচ, নানাপ্রকার বায়বাহুল্য। কোথা হইতে আসিবে, কিছুই দেখিতেছি না। এ সময়ে যদি প্রসন্ন অনুগ্রহ করিয়া কুমার ইন্দ্রনারায়ণের ৫০০৲ টাকা কোন রকমে, আদায় করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তোমরা মাসিক ২০০৲ টাকা হইতে কিছু কিছু পাঠাইতে

পারিবে? ওখানে কিছু কমাইয়া চলিতে হইবে, অথচ আবশ্যক সকলই রাখিতে হইবে। তোমার ছোট কাকাকে এবারকার New Dispensation সম্বন্ধে সাহায্য করিতে বলিবে। তাঁহারও শরীর ভাল নহে, বলিতে সাহস হয় না। আমি আসিবার পূর্ব্বে মন্দিরে যে sermon দিয়েছিলাম, সেইটি বেশ article হইবে। Pulpitএ না দিয়া article করিয়া দিবে। কোন রকমে চালাইয়া লইতে বলিবে। তুমিও ত্রৈলোক্য বাবুর দুইটি নূতন সঙ্গীত অনুবাদ করিয়া দিতে পার। অদ্য এই পর্য্যন্ত। আশা করি, তোমরা সকলে ভাল আছ। উমানাথের পত্র পাইয়াছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী চিরদিন
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Tara View, Simla.
15th May, 1883.

প্রিয় করুণা,

এই পত্র পাঠমাত্র একখানি স্ত্রীবিদ্যালয়ের Prospectus প্রসন্নের নিকট হইতে লইয়া, কিম্বা আমার ঘরে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, 'His Highness Maharajah Holkar, Palace Indore.' এইরূপ লিখিয়া, ত্বরায় ডাকে পাঠাইবে। বিলম্ব না হয়। শনিবারেই যেন পাঠান হয়। এখানকার খরচের জন্য তোমাদের মাসে ১০০৲ টাকা দিতেই হইবে। নতুবা এখানে কিরূপে চলিবে? এপ্রেলের কয়েকদিন ও মে মাসের জন্য ১২৫৲ টাকা, যত শীঘ্র পার, পাঠাইবে। বাটীভাড়ার ২০০৲ টাকা কোন রকম করিয়া চুকাইয়া দিয়াছি। আবার জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ২০০৲ টাকা দিতে হইবে। তোমাদের মাসিক

টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা আপাততঃ পাইলে খুব উপকার হয়। কান্তিবাবু একটি পয়সাও দেন নাই, তোমরাও একটি পয়সা পাঠাও নাই। কোথা হইতে আমি দিব? এই সকল বিষয় লইয়া হিমালয়ে বসিয়া চিন্তা করিব? তবে কি আমার হাতে সংসারের সমস্ত ভার পড়িল? পর্ব্বতেও আমার নিস্ত'র নাই? যদি একটু নিষ্কৃতি পাই, তাহা হইলেও পরম লাভ। নাটকের scene গুলির কি কিছু গতি হইল না? তোমরা কেমন আছ? ছেলেদের আসিবার কি হইল? পথে যেরূপ উত্তাপ, আসিবার কি সুবিধা হইবে? নির্ম্মল পিরেকে শুভাশীর্ব্বাদ। মহারাজার সঙ্গে আসিবার সম্বন্ধে নেলার সাহেব আমাকে খুব কড়া পত্র লিখিয়াছিলেন। আমিও তাহার একটি কড়া উত্তর দিয়াছি, তাহা নরম গরম; তাহা পাইয়া তিনি নরম হইয়া আবার পত্র লিখিয়াছেন। আজ "Lady Ripon"এর সহিত মহারাণীর দেখা করিবার কথা।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Tara View, Simla.

13th July, 1883.

প্রিয় করুণা,

তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া, ছেলেদের নিরাপদে প্রত্যাগমনসংবাদে নিশ্চিন্ত হইলাম। বর্ষাতে আজকাল আমার শরীরটা তত ভাল নহে। অরুচি কমে নাই, রাত্রির খাওয়া কিছু কমিয়াছে। ঘুমও তত ভাল হইতেছে না। তথাপি কলিকাতা হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল আছি। এবং লেখার পরিশ্রমও বিলক্ষণ হইতেছে। রাত্রিতে লালাদের

সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত চলে। বাস্তবিক লেখার ব্যাপারটা খুব বাড়িয়াছে, কি করি? প্রাতে এত কাজ পড়িয়াছে, বিশ্রামের উপায় দেখিতেছি না। সম্মুখে মনে হয়, যেন সমুদ্রসমান কার্য্য; এখানে কোথায় বিশ্রাম করিতে আসিলাম, না, কলিকাতা হইতে এখানে কার্য্যভার অধিক! আর সকলকে ছাড়িয়া যখন থাকিতেই হইবে, তখন না লিখিয়াই বা কি করি? তোমার হিসাব পাইয়াছি। পুরাতন দেনাতেই সকল্ টাকা গিলিয়া ফেলিতেছে। যাহা হউক, তোমার ছোট কাকাকে এ মাসের ৫০৲ টাকা ত্বরায় পাঠাইতে বলিবে। এবং ট্রাক্ট সোসাইটীর ৫০৲ টাকা হইতে কান্তিবাবুর দেনা শোধ করিয়া, অবশিষ্ট টাকা এখানে পাঠাইবে। আর কি কোন টাকার সুবিধা হয় নাই? কান্তি কি তোমাকে এখানে আসিবার জন্য কিছু বলিয়াছেন? তোমার কি সুবিধা হইবে? যেরূপ ভাল বিবেচনা করিবে, সেইরূপ করিবে। ত্রৈলোক্যবাবু কবে ছাড়িবেন? কিছু কিছু দ্রব্য আমাদের জন্য পাঠাইলে হয়। তালপাতার ২।৩ খানি পাখার খুব প্রয়োজন হইয়াছে। বিন কি নূতন বাড়াতে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন? সকল সুবিধা হইয়াছে তো? আমার আশীর্ব্বাদ সকলকে দিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

শুনিলাম, ছাপাখানার ঘর প্রস্তুত হইতেছে। কৈ, আমাকে তো কিছুই বল নাই। কিরূপ হইতেছে এবং কতদূর হইল?

২০০ আম্র ক্রয় করিয়া, ২৫টী মাকে, ২৫টী দাদাকে, ২৫টী কৃষ্ণবিহারীকে, ২৫টী ভগ্নীদিগকে এবং অবশিষ্ট ১০০ প্রত্যেক ভক্তপরিবারে ৫টী করিয়া।

হিমালয়,
২১শে জুলাই, ১৮৮৩.খৃঃ।

প্রিয় করুণা,

গত কল্য, বোধ করি, মহারাণীর টেলিগ্রাম পাইয়াছ। আমার পত্র হয়ত অদ্য পাইবে। যদি আগামী সপ্তাহে ছাড়া হয়, দ্রব্যগুলি সমুদায় সংগ্রহ করিয়া আনিবে। আরো কতকগুলি সামগ্রী চাই। উপরে যে নববিধানের নিশান আঁকা আছে, ইহার প্লেট, বোধ করি, কলুটোলায় সেই লোকের কাছে আছে। আমার নামের যে কার্ড, তাহারও প্লেট, বোধ করি, তাহার কাছে। এই দুইখানি অবশ্য আনিবে। আর New Dispensation কাগজে যে নববিধানের নিশান পূর্ব্বে ছাপা হইত, সেই Lead ব্লকটীও সঙ্গে আনিতে হইবে। সেটী ছাপাখানায় আছে। আমাদের বাটীতে বরফজল রাখিবার যে ভাল Electroplated জগ আছে, সেইরূপ ছোট, উহার আন্দাজ ⅔ size একটী জগ চাই। বোধ করি, Thomson কোম্পানীর দোকানে উহা ক্রয় করা হইয়াছিল। সে দোকানে কিম্বা অন্য কোন দোকানে ঐরূপ একটী ক্রয় করিয়া এখানে খুব সাবধানে আনিবে। না দাগ হয়, এজন্য ভাল করিয়া জড়াইয়া আনিবে। আন্দাজ ১০।১২ দাম। Silver নহে, Electroplate। ইংরাজের দোকানে অনুসন্ধান করিলে, বোধ করি, পাওয়া যাইবে। যদি বাঙ্গালীর ভাল দোকান থাকে, সেখানেও খুঁজিবে। ২।৩ টাকা অধিক লাগে দিবে। যদি উক্ত প্লেটদ্বয় কলুটোলার লোকের নিকট না থাকে, Gangoly কোম্পানীর নিকট অনুসন্ধান করিবে। বোধ করি, কলুটোলায় পাওয়া যাইবে। সেই ব্লকের লোকের কাছে। ওখানে ছেলেদের, মোহিনীর ও খোকার ভাল বন্দোবস্ত না করিয়া আসা হইবে না। তোমরা দুজনে একত্র আসিলে কি সেখানে অসুবিধা হইতে পারে?

স্ত্রীলোক বাটীতে, খুব ভাল ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তোমার যদি আসা হয়, return টিকিট লইবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Tara View, Simla,
26th July, 1883.

প্রিয় করুণা,

যদি তোমাদের আগামী রবিবারে যাত্রা করা হয়, সমুদায় দ্রব্যগুলি ঠিক করিয়া আনিবে। ভুল না হয়। যে বাক্স মধ্যে র-দলিল প্রভৃতি কাগজ সকল আছে, তাহাতে marriage billএর কতকগুলি manuscript printed কাগজ তাড়াবাঁধা আছে, সেইগুলি খুব যত্ন করিয়া আনিবে। না হারায়। আর ঐ বাক্সটি কোন স্থানে সাবধান করিয়া রাখিয়া আসিবে। ছোটদের জন্য ভাল বন্দোবস্ত করিবে, তাহাদের কোন প্রকার কষ্ট না হয়। যদি সত্যের মা থাকিতে চান, মন্দ নয়। বোধ করি, তাঁহার কোন আপত্তি হইবে না। Drawing roomএর দ্রব্যাদি যেন নষ্ট না হয়। আমার কতকগুলি lecturesও এই সুযোগে সঙ্গে আনিলে ভাল হয়। যদি সুবিধা হয়, Websters Dictionary খানি আনিবে। বরফের জগ কি কেনা হইয়াছে? ঐ রকমের যাহা হয়, একটি আনিতে হইবে। যদি ছোট না পাওয়া যায়, বড় আনিবে। কান্তি ইস্কুলের টাকার জন্য লিখিয়াছেন, বলিবে, ইন্দ্রের নিকট প্রসন্ন সেই ৫০০৲ টাকা জমা করিয়া লন। এখান হইতে এখন টাকা দিবার সুবিধা দেখিতেছি না। এখানকার টাকাকড়ি তো ফুরাইল। তার পর? আসিবার সময়ে কিছু বিক্রয় টিক্রয় করিয়া কতক টাকা আনিবার কি

সুবিধা হইবে না? সেখানে এবং এখানে যেরূপ দেনা হইয়াছে শুনিতেছি, তাহাতে বড় সুবিধা দেখিতেছি না। এই সমুদায় তো ফিরিয়া গিয়া আমার শোধ করিতে হইবে? তাহা হইলে আমার প্রত্যাগমন কেবল পরীক্ষার ব্যাপার। এই কয়েক মাসে ভয়ানক দেনা, তাহার উপর ব্যাঙ্কের দেনা হইতেছে। গজেন্দ্র বিনর শালের জন্য যদি টাকা দেন, সেই টাকা তোমরা পথে খরচ করিতে পার। মহারাণীর নিকট হইতে পরে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

নির্ম্মল, পিরে, বৌ, বিনি ও সকলকে আশীর্ব্বাদ। আসিবার সময়ে কতকগুলি খড়কে ও পায়রার পালক আনিবে।

গয়া,

১৬ই নভেম্বর ১৮৭৯ খৃঃ।

প্রিয় সুনীতি,

তোমার পত্র বাঁকিপুর আসিয়া প্রাপ্ত হইলাম। সংসারের কলহ কোলাহল কি বন্ধ হইবে না? তোমরা কি এতই অক্ষম যে, একটা কোন রকম বন্দোবস্ত করিতে পার না? ঝিগুলোকে একটু ধর্ম্মকথা শুনাইতে পার না? বাটীতে এত উপাসনা হয়, তাহাদের গায়ে কি তাহার একটু বাতাস লাগে না? এখানে আমাদের ভারি ধুমধাম চলিতেছে। গয়াতে খুব যাত্রী। আমরাও একপ্রকার যাত্রী। ওদিকে হিন্দুরা গোলমাল করে, এদিকে আমরাও কীর্ত্তনাদি করি। সে দিন পথের মধ্যে কালীর মূর্ত্তি বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া যাইতেছে, আমরাও সেই খানে মশাল জ্বালাইয়া

কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছি। বক্তৃতাতে প্রায় হাজার লোক হইয়াছিল। হিন্দি ভাষাতে বক্তৃতা হইয়াছিল। এখানে অনেক প্রকার দ্রব্য বিক্রয় হয়। টাকা থাকিলে ক্রয় করিবার খুব সুবিধা। আমরা গত কল্য বুধগয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। যেখানে বুদ্ধদেব বসিয়া ধ্যান করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের তলায় বসিয়া আমরা প্রার্থনা করিলাম। রাত্রিতে তথাকার মহন্তের বাটীতে আহার করিলাম। অদ্য এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর উপাসনা হইল। তোমরা কেমন আছ? আর কি আলীপুরে যাওয়া হইয়াছিল? বড় বড়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। রাজাকেও শুভাশীর্ব্বাদ দিবে। আমাদের, বোধ হয়, অধিক বিলম্ব হইবে না। পরিশ্রম অধিক হইতেছে। আর দুই তিন স্থান দেখা হইতে পারে।

তোমাদেরই

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Lily Cottage,

72 Upper Circular Road, Calcutta.

21st October, 1880.

প্রিয় সুনীতি,

আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদিগকে সে দিন বিদায় দেওয়া অবধি সকলেই অবসন্ন। আমরা ভাল আছি। নির্ম্মল আমাদের ভালবাসা লইয়া যাইতেছে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Lily Cottage,
72 Upper Circular Road, Calcutta.
১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১ খৃঃ।

প্রিয় সুনীতি,

তোমাকে তথাকার লোকেরা যে প্রকার আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। প্রজাদিগের খুব আহ্লাদ ও উৎসাহ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মহারাজা ও মহারাণী উভয়কে রাজধানীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তাহাদের রাজভক্তি কি উথলিয়া উঠিবে না? শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ডাঙ্গরাই ও শ্রীশ্রীমতী রাজমাতাকে আমাদের সাদর নমস্কার জানাইবে। তাঁহারা যে এত করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা বাধিত হইয়াছি। বিশেষতঃ রাজমাতা যেরূপ আদর করিতেছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা কেমন আছ লিখিবে। সেদিন Lady Ripon এর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি তোমার কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কুচবিহার ভালবাস কি না। এখানে লাটুর বিবাহ হইয়াছে এবং বিশ্বনাথ বাবুর বিধবা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তোমার শরীর কেমন, মহারাজা এখন কোথায়, তাহা লিখিবে। এখানকার মঙ্গলসংবাদ জানিবে। তোমার মার ছবি একখানি পাঠাইয়াছি, বোধ করি, পাইয়াছ। কেমন হইয়াছে? আমার একখানি ছোট ছবি পাঠাইতেছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

Lily Cottage,
72 Upper Circular Road, Calcutta,
২৩শে মে, ১৮৮১ খৃঃ।

প্রিয় সুনীতি,

তোমার পত্র পাইয়াছি। সেখানকার ভয়ানক বজ্রাঘাতের কথা অন্ন প্রসন্নের পত্রে পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করিলেন; তোমরা যে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছিলে, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। মহারাজা যে একটী ইংরাজী প্রার্থনা পাঠ করিয়াছিলেন, ইহাতে যার পর নাই সুখী হইলাম। আমার ইচ্ছা যে, একদিন পাঁচটি টাকা খরচ করিয়া সকল চাকরবাকরকে খাওয়ান হয় এবং সকলকে আমাদের শুভ ইচ্ছা ও ভালবাসা জানান হয়। তুমি যদি আমাদের হইয়া পাঁচ কিম্বা দশটি টাকা এ বিষয়ে খরচ কর, তাহা হইলে ভাল হয়। এত বড় বিপদ হইতে তোমরা রক্ষা পাইলে! ধন্য দয়াময় ঈশ্বর! এখানে সেদিন যে ঝড় হইয়াছিল, তাহাও খুব ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমরা সকলে এক প্রকার আছি ভাল। বিনীর কেবল একটু অসুখ। আজ অনেকটা ভাল আছে। মন্দিরে ছেলেরা গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। খুব মিষ্টি লাগে। নির্ম্মল পিরে থাকিলে, তাহাদের খুব উৎসাহ ও আনন্দ হইত। মহারাজের ও ছেলেদের পত্র পাইয়াছি, বোধ করি, শীঘ্র উত্তর দিব। আগামী কল্য দক্ষিণেশ্বর যাইবার কথা আছে। প্রসন্ন দুর্গাদাস মহামায়া সকলকে আশীর্ব্বাদ জানাইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা,
৬ই জুন, ১৮৮১ খৃঃ।

প্রিয় সুনীতি,

এখানে মণিকা বিবাহের সমুদায় আয়োজন ঠিক করিয়াছে। সে বলিল যে, তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে এবং রাজার সঙ্গে ভোঁপলের বিবাহ হইবে। আর বোধ করি তোমার মার সঙ্গে সুচারুর বিবাহ হইবে। এক রকম স্থির হইল আর ভাবনা নাই !! আর একদিকে নূতন বিবাহের কথা শুনিয়াছ ? সুকো নাকি তোমাকে পত্র লিখিয়াছে ? আমাকেও একখানি পত্র লিখিয়াছে ? আমি এখনও উত্তর লিখি নাই। ক্রমে বিলক্ষণ গোল হইয়া উঠিতেছে। ইতিপূর্ব্বে মহারাজাকে আমি একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি, তুমি তাহা দেখিয়াছ। আমি তোমাকে বারম্বার বলিয়াছি, প্রিয় সুনীতি, অকারণ কলহ বিবাদ করিও না, উদারভাবে ক্ষমা করিয়া সংসারধর্ম্ম রক্ষা কর। তোমার অসুখ শুনিলে পিতার মন কি সুস্থির হইতে পারে ? তোমার অসুখে আমার অসুখ। অতএব আমি আবার তোমাকে অনুরোধ করি, একটু সহিষ্ণু হইয়া দুইটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া, রাগ ভুলিয়া যাইবে। এখন তোমার শরীর কেমন আছে ? বোধ করি, শীতপ্রদেশে উপকার লাভ করিয়াছ। এখানকার সংবাদ মঙ্গল।

তোমাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সেদিন একজন সাহেব আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, সে ব্রাহ্ম হইতে চায়।

কলিকাতা, কমলকুটীর ;
৭ই জুলাই, ১৮৮১ খৃঃ।

প্রিয় সুনীতি,

তুমি এখন কেমন আছ ? পাহাড়ের জল বাতাসে, বোধ করি, তোমার রোগ অনেকটা কমিয়াছে। এখানে বিনর বিবাহের জন্য আর একটী পাত্র উপস্থিত। সে দিন একেবারে পাত্রটী আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। বোধ করি, তোমার মা সমুদায় কথা বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন। স্থির হইলে তোমাদিগকে লিখিব। থিয়েটরে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছ। যদি ভদ্রলোকেরা করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিশেষ আপত্তি নাই। সেদিন বল্ কিরূপ হইয়াছে ? বোধ হয়, মসুরি পাহাড়ে খুব সম্ভ্রান্ত ইংরাজ অতি অল্প। ছেলেরা কেমন আছে ? এখানকার মঙ্গল-সংবাদ জানিবে। বিবাহ শীঘ্র সুসম্পন্ন হইলে, তোমাদের শীঘ্র কলিকাতায় আসা হইতে পারে। সেদিন কুসুমের পত্র হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

তোমরা কি ধূমকেতু দেখিয়াছ ? এখানে রোজ দেখা যায়।

কলিকাতা,
১০ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ।

প্রিয় সুনীতি,

পথে আসিবার সময় সেদিন একটা বিপদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু বিপদ্-ভঞ্জন হরি কেমন আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিলেন! রাজাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়াছি। তোমার মা পথে পড়িয়া পাগলের ন্যায় যেরূপ কাঁদিতেছিলেন, তাহা দেখিলে সকলেরই

দয়া হয়। তিনি, বৌ ও বিন তিন জনে রাস্তায় যেন কাঙ্গালের ন্যায় অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন, আর যত লোক, সাহেব বাঙ্গালী, তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। "ভজা" পড়িয়া গিয়াছিল। কাহারও কিছু আঘাত লাগে নাই এবং মজা করিয়া হাসিতেছিল। বোধ হয়, ট্রামের রাস্তায় এরূপ ঘটনা বর্ষা কালে সর্ব্বদাই ঘটে। আসিবার সময় তোমরা খুব সাবধানে আসিবে। একখানি special trainএ সিলিগুড়ি পর্য্যন্ত আসিলে ভাল হয়। আমরা Sara ঘাটে পালকি পাই নাই, মেয়েরা সকলের সম্মুখে হাঁটিয়া আসিলেন। তোমরা একজন লোক পূর্ব্ব দিনে পাঠাইয়া দিবে, পাল্‌কির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে। আমরা সকলে ভাল আছি। গত কল্য উপাসনার সময় দয়াময়ের লীলাখেলার কথা খুব বলিলাম ও কাঁদিলাম। কি আশ্চর্য্য তাঁহার স্নেহ! কি চমৎকার তাঁহার খেলা! বিপদে ফেলেন, আবার বাঁচাইয়া দেন। ধ্রুবেন্দ্রনাথকে আমার হইয়া চুম্বন করিবে। দুর্গাদাসকে বলিবে, উপরের ঘরে Cooch Behar Report আছে, আনাইয়া লইতে বলিবে এবং যাহার বই, তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বলিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সেখানে আমাদের কতকগুলি দ্রব্য পড়িয়া আছে, সঙ্গে করিয়া আনিবে।

কলিকাতা, রবিবার ;

ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ।

প্রিয় সুনীতি,

তোমাকে সেখানে রাখিয়া আমরা সকলে চলিয়া আসিলাম, ইহাতে তোমার মনে অবশ্যই কষ্ট হইয়াছে, আমরাও দুঃখের সহিত বিদায় লইয়া

আসিলাম। সেখানে একজন লোক তোমার সঙ্গী হইয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এতদিনে সেরূপ লোক পাওয়া গেল না। মহামায়া মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কাণপুরে যাইবেন, এরূপ কথা শুনিতেছি। সুতরাং তাঁহার আশা করা বৃথা। আমার বোধ হয়, সত্যের মা ওখানে গেলে তাঁহার দ্বারা কার্য্য চলিতে পারে। খুব শান্ত ও গরিব এবং পরিশ্রম করিতেও পারিবে। আর অহঙ্কার নাই, এ একটী বিশেষ গুণ। যদি ছেলে দুইটী রাখিয়া কেবল মেয়েটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তাহা হইলে চলিতে পারে। মেয়ে দুষ্ট, কিন্তু খুব সাবধান করিয়া দিলে হইবে। যদি তোমার মত হয়, আমরা পাঠাইবার উপায় করিব। আর অন্য লোক দেখিতেছি না। এবার কুচবিহারে গিয়া আমাদের খুব লাভ হইয়াছে এবং বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। যে বিশুদ্ধ প্রণালীতে নামকরণ সমাধা হইয়াছে, তাহার জন্য দয়াময়কে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। তথায় হরিনাম স্থাপিত হওয়াতে চিরকল্যাণের দ্বার মুক্ত হইল। তোমার রাজ্য এখন শ্রীহরির রাজ্য হইল। আর ভয় কি? তোমার সেখানকার প্রার্থনা সম্বন্ধে তোমার মা সেদিন এখানে ঠাকুরঘরে খুব প্রশংসা করিয়া প্রার্থনা করিলেন। তোমার হৃদয় চিরদিন ঈশ্বরের মঙ্গলচরণে আশ্রিত হইয়া থাকুক এবং নিত্য শান্তি সম্ভোগ করুক। রাজাকে আমরা খুব ভালবাসি। তোমরা দুই জনে কুশলে রাজ্যপালন করিয়া সুখী হও এবং ধর্ম্ম ও শান্তি বিস্তার কর, এই আমার আশীর্ব্বাদ। তোমার মার আশীর্ব্বাদ ও সুচারুর প্রণাম গ্রহণ করিবে।

চিরদিন তোমাদের
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

Lily Cottage,
Calcutta, 8th November, 1883.

শুভাশীর্ব্বাদ,

আজ খুব আনন্দের দিন। এই শুভদিনে আমরা সকলে তোমাদিগকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, গ্রহণ কর। এখানে আজ বিশেষ প্রার্থনা হইল এবং উপাসনার পর নূতন ঠাকুর দালানের পত্তনভূমি স্থাপন হইল। তোমাদের অভিষেকের দিনে ঐ নূতন মন্দিরটির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল। অদ্য প্রাতঃকালে মহারাজাকে তারযোগে এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, "Long may you live to enjoy your exalted position. Be faithful to God, loyal to Victoria, kind to your subjects." তোমাদের কুশল লিখিবে।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতিদেবীকে লিখিত পত্র।

২৪শে কার্ত্তিক, ১২৯০ সাল
(৯ই নবেম্বর, ১৮৮৩)
কলিকাতা, শুক্রবার

প্রিয়তম মহারাজ!

বাহিরের ব্যাপার সম্পন্ন হইল, এখন আমাদের মনের কথা, আন্তরিক স্নেহের কথা শ্রবণ করুন। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় অনুরাগ, আদর, ভক্তিস্নেহেতে পূর্ণ। প্রত্যেকে একটি একটি মালা গাঁথিয়া আপনার গলদেশে পরাইতেছে। আলিঙ্গন করুন।

মহারাজ, প্রেমসাজে সজ্জিত হইয়া এখন একবার পৃথিবীপতির দিকে লক্ষ্য করুন। আপনার মস্তকের উপর সেই দয়াময় পরমেশ্বরের হাত। আজ হইতে আপনি যেমন আমাদিগের পতি হইলেন, তেমনি আবার সেই দয়াময় পিতা আপনার পতি হইলেন। আপনার দয়ার উপর যেমন সমুদায় প্রজাবর্গ নির্ভর করিবে, তেমনি আপনিও দয়ার জন্য দিবানিশি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত সেই পরম পিতাকে ডাকিবেন। দেখুন, কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! জগদীশ্বর আপনার মস্তকে রাজ্যের মুকুট পরাইয়া দিলেন। সেই মুকুট যেন চিরদিন সূর্য্যের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়া, সহস্র সহস্র লোককে আনন্দিত করে।

মহারাজ, মহারাণী, এই গুরুতর রাজ্যব্রতে আপনারা পরস্পর সখা সখী ভাবে থাকুন। মহারাজা তরুবর হইয়া অসংখ্য লোককে ছায়া দান করিবেন এবং মহারাণী সুকোমল লতা হইয়া মহারাজার হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন এবং সমুদায় রাজ্যকে সুখী করিবেন।

মহারাজ, আপনার হৃদয় সুখের আবাস হউক। আপনার চক্ষু সুদর্শন হউক, আপনার জিহ্বা মধু বর্ষণ করুক, আপনার হস্ত মঙ্গল আচরণ করুক। পৃথিবীর কল্যাণ আপনার হস্তে। পরম পিতা পরমেশ্বর আপনাকে মুক্তহস্তে আশীর্ব্বাদ করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

৪ঠা অক্টোবর ১৮৭৯ খৃঃ।

[১৮৭৯ খৃঃ জন্মদিন উপলক্ষে কুচবিহারের মহারাজাকে পত্রে যে উপদেশ উপহার দিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ]

ধর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তব্য :—আত্মাতে এবং সত্যেতে প্রতিদিন ঈশ্বরের পূজা করিবে এবং তোমার প্রার্থনা যেন সংক্ষিপ্ত ও মিষ্ট হয়। ঈশ্বরকে

তোমার পিতামাতা জানিয়া ভালবাসিবে, তাঁহাকে তোমার প্রভু জানিয়া অনুসরণ করিবে, তোমার রাজা ও বিচারক জানিয়া ভয় করিবে, তোমার বন্ধু জানিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তোমার পরিত্রাতা জানিয়া পূজা করিবে। সৌভাগ্যের সময় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে, বিপদ দুঃখের সময় সাহায্যের জন্য তাঁহারই দিকে তাকাইবে। সকল অবস্থাতে ঈশ্বরপরায়ণ হইবে, তিনি ইহলোক এবং পরলোকে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

নৈতিক :—তোমার রিপুকে সংযত করিবে এবং সকলের প্রতি দয়া-ও-ক্ষমাশীল হইবে। সৎসাহস ও মনুষ্যত্বসহকারে সত্য বলিবে। গরিবের সাহায্য করিবে, দুঃখীকে সান্ত্বনা দিবে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিবে। ন্যায়বান হইবে, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিবে।

পারিবারিক :—তোমার মাতাকে ভক্তি করিবে। অবিচলিত বিশ্বস্ততাসহ তোমার স্ত্রীকে ভালবাসিবে। তোমার সকল আত্মীয়স্বজনকে প্রীতিপূর্ণ আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবে। পবিত্র ও সুখী পরিবারের সুখ অন্বেষণ করিবে।

— শারীরিক :—যত্নপূর্ব্বক স্বাস্থ্যরক্ষা করিবে, কারণ শরীরই আত্মার বাসভবন। বিশুদ্ধ বায়ু তোমার রক্তকে পরিষ্কার করুক এবং পুরুষোচিত ব্যায়াম তোমার অঙ্গকে বলীয়ান করুক। তোমার আহার নিয়মিত এবং মিতাচারসম্পন্ন হউক, যেন অল্প কিম্বা অধিক না হয়। "সকাল সকাল শয়ন ও সকাল সকাল উত্থানের" বিধি অবলম্বন করিবে। যাহাতে মত্ততা হয়, এমন দ্রব্য স্পর্শ বা আস্বাদন করিবে না।

জ্ঞানবিষয়ক :—তোমার মনকে আবশ্যকীয় জ্ঞান-সঞ্চয় দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং এমন ভাবে অধ্যয়ন করিবে, যাহাতে মনে প্রজ্ঞা ও সাধনপরতন্ত্রতা বিধান করে। সৎপুস্তক সকলকে বন্ধু বলিয়া এবং নির্জ্জনসঙ্গী বলিয়া ভালবাসিবে। শিক্ষারই জয়, শিক্ষার আদর করিবে এবং বিজ্ঞানে আনন্দ

অন্বেষণ করিবে। চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, তত্ত্বালোচনা এবং মানবচরিত্র ও সকল বস্তু অধ্যয়ন দ্বারায় তোমার শিক্ষাকে পূর্ণ করিতেচেষ্টা করিবে।

সামাজিক :—সকলের প্রতি প্রিয় ও ভদ্র ব্যবহার করিবে। নারী-জাতিকে সম্মান করিবে। যাঁহারা তোমাপেক্ষা বয়সে, মান্যে বা বিদ্যায় জ্যেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে। সমাজে তোমার উপযুক্ত পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবে। তোমার মর্য্যাদানুরূপ বেশভূষা করিবে, তাহা মূল্যবানীয় হইবে, কিন্তু জাঁকজমকীয় নহে।

রাজনৈতিক :—ভক্তি করিবে তোমার সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে, যাঁহাকে ঈশ্বর এদেশ শাসনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আইন অধ্যয়ন করিবে, ন্যায় বিচার ও আইনের উচ্চ ভাব আলোচনা করিবে এবং যখন তুমি রাজত্ব করিবার উপযুক্ত হইবে, তখনকার উপযুক্ত রাজমর্য্যাদানুরূপ জ্ঞানেতে এবং নীতিতে আপনাকে সুশিক্ষিত করিবে। তোমার উচ্চ ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং মহান্ দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে। ছয় লক্ষ লোক উচ্চ আশান্বিতচিত্তে তোমার রাজ্যশাসনের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রজাদিগকে সুশাসনের নৈতিক এবং বৈষয়িক সৌভাগ্য বিধান করা তোমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হউক এবং ঈশ্বরের আলোক যেন তোমার রাজ্যকে আদর্শরাজ্য করিতে তোমার সহায় হয়।

———

তারাভিউ, শিমলা

পরম কল্যাণীয়, আগষ্ট, ১৮৮৩।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্র ভূপ বাহাদুর—

শুভাশীর্ব্বাদ,

আগামী কল্য ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে তুমি আমার ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে। বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্ন

খাইয়া এবং সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহ মাতাইবে। তুমি—

সুনীতিনন্দন হৃদয়রঞ্জন।
নৃপেন্দ্রনন্দন নয়ন-অঞ্জন॥
প্রসন্নবদন মধুরগঠন।
প্রাণের ভূষণ মোহনদর্শন॥

এখানে আসিয়া "পাপাচিয়া, চপ", কুস্তি, চুম্বন যত মজার ব্যাপার জান, সমুদায় থলি ঝাড়িয়া, বিদ্যা বুদ্ধি বাহির করিয়া সকলকে সুখী করিবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, কিছু মনে করিবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে এবং Kiss Hand শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
মাতামহ।

গয়া,
১৩ই নভেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ।

প্রিয় সাবিত্রী,

আমরা অদ্য বৈকালে গয়াতে পৌঁছিলাম। এটী একটী তীর্থস্থান। এখানকার বন্ধুরা খুব সমাদর করিয়াছেন। রাস্তায় কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তোমার পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। তোমার জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে আমরা একত্রে মজফরপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। অদ্য আর লিখিবার সময় নাই। আর আর সকলের পত্র পাইয়াছি।

তোমাদেরই
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বাঁকিপুর,
২৫শে নভেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ।

প্রিয় সাবিত্রী,

তোমার পত্র-পাঠে সুখী হইলাম। আমরা গাজীপুরে যাইব, মনে করিয়াছিলাম এবং প্রাতঃকালে উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে একখানি পত্র পাইলাম। উহাতে এই লেখা আছে যে, ডুমরাওনের রাজা আমাদিগকে সেখানে যাইতে বলিয়াছেন। আমরা অদ্যই সেখানে যাত্রা করিতেছি; সেখান হইতে, বোধ করি, আসিবার সময় আরায় থাকিব। তাহার পর সোণপুর দেখিবার কথা। গত কল্য রাজার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি অনেক কথা বলিলেন, তোমরা সকলে জাহাজে বেড়াইতে গিয়াছিলে, সে কথাও বলিলেন। মহারাজা প্রায় দশ দিন সোণপুর থাকিবেন। হয়তো প্রায় এক সময় সকলেরই ফিরিতে হইবে। তোমরা বাটীর ভিতরের দুইটী উঠান খুব পরিষ্কার করিয়া রাখিলে ভাল হয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

"Tara View", Simla,
19th July, 1883.

প্রিয় বিন,

কলিকাতা কি এত গরম যে অসহ্য? তাহা হইলে তো সেখানে খুব গরম হইতেছে। এখানকার ঠাণ্ডার পর গরমে আরও অধিক ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। এখানে মধ্যে মধ্যে খুব বৃষ্টি হয়, আবার এক একবার পরিষ্কার হয়। আর কিছুদিন এখানে থাকিলে, বোধ করি, তোমার

শরীর খুব ভাল হইত। খুকী কেমন আছে? তেমনি ঠিক গোলাপ ফুলের মতন আছে তো? ফুটফুটে গোলাপ ফুল? আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। তোমাদের কি নূতন বাসায় এখন যাইবার সুবিধা হইল না? কোন গোল হইয়াছে নাকি? যদি সুবিধা না হয়, এখন তথায় যাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বাটীতে যথেষ্ট ঘর আছে, কোন কষ্ট হইবারও সম্ভাবনা নাই। নূতন বাটীতে সমুদায় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। ব্যবস্থা না করিয়া তাড়াতাড়ি যাইবার প্রয়োজন নাই। বিরাজের মা কি তোমার কাছে থাকিবে? ব্রাহ্মণ, চাকর চাকরাণী সকলই চাই। এখানকার উপাসনা নিয়মিতরূপে লেখা হয় না। কখন কখন তোমার দিদি আসিয়া লেখেন। ওখানে কিরূপ উপাসনা হইয়া থাকে? তোমার দাদাদের কি এখানে আসিবার খুব ইচ্ছা? সুখ, কান্তি দুই জনেই চলিয়া আসিলে তোমাদের কে দেখিবে? একজন না থাকিলে কি চলিবে?

* * * *

...এখানকার সংবাদ ভাল। গজেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ।

তোমাদেরই শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

"Tara View", Simla,
১৫ই সেপ্টেম্বর, 1883

[সাবিত্রী দেবীকে]

শুভাশীর্ব্বাদ,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমু, আপনার প্রার্থনীত্ হইয়াছ শুনিয়া

দুঃখিত হইলাম। তুমি যে তারে খবর দিয়াছিলে, তাহার উত্তর দিয়াছি, বোধ করি, পাইয়াছ। আমার শরীর অনেকটা ভাল হইতেছিল, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ খুব খারাপ হইয়াছে। কিছুতেই সারিতেছে না, অথচ অনেক চেষ্টাও হইতেছে। আর কিছুদিন থাকিলে যদি আরোগ্য হয়, তাহা হইলে তাড়াতাড়ি করিয়া কলিকাতায় যাওয়া ভাল নহে। কিন্তু যেরূপ রোগ বাড়িতেছে, তাহাতে ঠিক বলা যায় না, এখানে আর কতদিন থাকিলে শরীর খুব সুস্থ হইবে। কেহ কেহ শীঘ্র কলিকাতায় যাইতে বলিতেছেন। তোমার মাও খুব ব্যগ্র হইয়াছেন। দেখা যাউক, কি হয়। আমার আবার অর্শ-রোগ হইয়াছে। ডাক্তারেরা যেরূপ পরামর্শ দেন, সেইরূপ চলিতে হইবে।

তোমার নূতন বাটীতে নূতন সংসার দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। কবে তোমার বাটীতে গিয়া খাইব? গজেন্দ্র সম্বন্ধেও যাহা যাহা শুনিতেছি, তাহাতে বড় আহ্লাদ হইতেছে। তোমার কন্যা এখন কেমন? গোলাপের মত আবার কি হইয়াছে? সকলকে আশীর্ব্বাদ।

তোমাদেরই শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

দিল্লী,

৫ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ।

শুভাশীর্ব্বাদ,

কোন প্রকারে বহুকষ্টে এখানে অদ্য আসিয়া পৌঁছিয়াছি। জয়পুরের সংসারবাবুর ভাই হেমবাবুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছি। ইঁহারা খুব যত্ন করিতেছেন। পথে বড় গরম, আর অত্যাচারও বিলক্ষণ হইতেছে। তোমরা কেমন আছ ... হয়, এখান হইতে কল্য কাণপুরে যাত্রা করিব। ...ার কিছুদিন এখ...

শ্রীকে—

কলিকাতা, কমলকুটির ;
২৮শে মে, ১০৮১ খৃঃ।

প্রিয় নির্ম্মল,

তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। তোমরা চলিয়া আসিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? সেখানে কি ভাল ভাল বস্তু দেখিবার নাই? আমরা সঙ্গে থাকিলে হয়তো খুব ধুমধাম করা যাইত এবং রোজ রোজ নূতন নূতন মজা হইত। তোমরা এত লোক রহিয়াছ, গোলমাল করিয়া দিন কাটাইতে পার না? এখানে কয়েক দিন রাস্তায় রাস্তায় জমাট কীর্ত্তন হইয়াছে। আজকাল বৃষ্টির জন্য একটু বিঘ্ন হইতেছে, কয়েক দিন গান হয় নাই। মন্দিরে বালকেরা গান করিতেছে। রাজা ও দিদিকে খুব সেবা করিবে। সমস্ত দিন কি কর, তাহা লিখিবে। আজ মহারাজার টেলিগ্রাম পাইয়াছি। বিনি একটু ভাল আছে। সকলকে ভালবাসা জানাইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হিমালয়,
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ।

প্রিয় নির্ম্মল,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা সকলে কেমন আছ? ওখানে গরম, না, বৃষ্টি হইতেছে? মহারাণীদের ১৫ দিবসে যাত্রা হইবে, আমাদের এখনও কিছু ঠিক হয় নাই। আমার শরীর আবার খারাপ হইয়াছে। এই জন্য কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র পলায়ন ক… য়, আপনার প্রার্থনা… সহ বলেন, অক্টোবর

অতি চমৎকার সময়, সে সময়টা দেখা উচিত। ডাক্তারের মতের উপর সমুদায় নির্ভর করিতেছে। আমার কলিকাতায় শীঘ্র ফিরিবার আকর্ষণ নাই। আমাকে টানিতেছে না। বরং পাহাড়ে আকর্ষণ আছে। তোমরা খুব লেখা পড়া করিতেছ তো? লোকে বলে, আমার ছেলেদের লেখা পড়ায় তত মন নাই। এ কথায় আমার বড় কষ্ট হয়। মনোযোগ দিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া আমাকে সুখী করিবে? আমার আশীর্ব্বাদ লইবে ও সকলকে দিবে।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকে—

দিল্লী,
৫ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ।

প্রিয় নির্ম্মল,

শিমলা হইতে যে সকল পত্রাদি কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে যে পত্রগুলি আছে ও কলিকাতায় যদি অন্য পত্র আসিয়া থাকে, তৎসমুদায় একখানি packet করিয়া envelopeএ পূরিয়া Brahmo Somaj, Cawnpore এই ঠিকানায় শীঘ্র পাঠাইবে। যেদিন এই পত্র পাইবে, সেই দিনই পাঠাইবে। খবরের কাগজ পাঠাইও না, কেবল পত্র।

শ্রীকে—

াঁর কিছুদিন এখ:

পরমকল্যাণীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্র ভূপ বাহাদুর

শুভাশীর্ব্বাদ।

আগামী কল্য জন্মোৎসব উপলক্ষে তুমি
আমার ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে।
বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্ন খাইয়া এবং সকলের সঙ্গে আমোদ
প্রমোদ করিয়া গৃহে যাইবে। তুমি

সুনীতিনন্দন হৃদয়রঞ্জন।
নৃপেন্দ্রনন্দন নয়নঅঞ্জন॥
প্রসন্ন বদন মধুর গঠন।
প্রাণের ভূষণ মোহন দর্শন।

এখানে আসিলে "পাপা টিয়া, চপ," কুন্তি, ভুবন, যত মজার
ব্যাপার দেখ সুন্দর খালি ফাড়িয়া বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইয়া
করিয়া সকলকে সুখী করিবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম,
কিছু মনে করিবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে এবং
একটী Kiss hand শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।..

অনুবাদিত পত্রাবলী

("আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)

শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড উইলিয়ম জে, পটার,
আমেরিকা ইউনাইটেড ষ্টেটের স্বাধীন ধর্ম্মসভার
সম্পাদক সমীপে।

ভ্রাতঃ,

বিগত ২৪শে অক্টোবরের (১৮৬৭ খৃঃ) আপনার স্বাগত-সম্ভাষণ-পত্রিকায় যে সদয় স্নেহসম্ভাষণ, যথার্থ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকাশ আছে, উহা আমি অতি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি। আমাদের মধ্যে যে দূরতা আছে, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি এবং আধ্যাত্মিক বন্ধুতার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, আমাদিগের হৃদয় পরস্পরের অতি সন্নিকট অনুভব করিতেছি।

পৃথিবীর এ অংশে সহস্র হৃদয়ে আপনাদের ভ্রাতৃত্বের আহ্বান-বাক্য প্রতিবাক্য লাভ করিয়াছে এবং সত্যধর্ম্মবিস্তারের কার্য্যে সহযোগী হইবার জন্য. এক পিতার সন্তান হইয়া, আমরা আমাদের হস্ত আপনাদের হস্তের সহিত অনুরাগসহকারে সম্মিলিত করিতেছি।

কি সান্ত্বনাপ্রদ, কি উৎসাহপ্রদ এই চিন্তা যে, আজ পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল হইতে ভারতে আমরা বিনীতভাবে যে ধর্ম্মসংস্কারের মহত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, সেই কার্য্য পৃথিবীর অন্যতম দিকস্থ ভ্রাতৃমণ্ডলী হইতে সহানুভূতি ও প্রতিপোষণ লাভ করিল, এবং ভারত ও আমেরিকা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই হইতে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া, স্ফীত একতান-সঙ্গীতে, সর্ব্বোচ্চ জগৎস্রষ্টার গৌরব গান করিবে।

'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' অবগতির জন্য, আপনার প্রার্থনানুসারে, আমাদের

মণ্ডলীর ক্রমিকোন্নতি, লক্ষ্য ও অনুষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি নিম্নে অর্পণ করিতেছি।

আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যৎকালে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশীয়গণের মনে হিন্দু পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি প্রতিভাত করিয়াছিল, সে সময়ে ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়—সম্ভব যে, ইঁহার নাম আপনারা শুনিয়াছেন—ব্রাহ্মসমাজ বা ঈশ্বরার্চ্চনা-সভা নামে মহান্ পরমেশ্বরের পূজার জন্য কলিকাতায় একটি মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। তাঁহার দেশীয় ব্যক্তিগণ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হন, এ বিষয়ে প্রবর্ত্তনা এই মণ্ডলী-স্থাপনের সাক্ষাৎ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সফলতাসহকারে নিষ্পন্ন করিবার জন্য, হিন্দুগণের আদিম শাস্ত্র বেদকে তিনি তাঁহার সমুদয় ধর্ম্মশিক্ষার মূল করিলেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদে বিশ্বাস ও তৎসম্পর্কীণ পূজা পুনরুদ্দীপন করা কেবল তাঁহার উদ্দেশ্য, এইটি তিনি সকলকে জানাইলেন।

কিন্তু ইহা ছাড়াও তাঁহার অতি উচ্চ ও প্রশস্ত লক্ষ্য ছিল। সকল জাতির সাধারণ পিতা মহান্ ঈশ্বরের অর্চ্চনায় মিলিত হইবার নিমিত্ত, কোন প্রভেদ না করিয়া, সকল প্রকারের লোককে তিনি আহ্বান করিলেন; এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন হিন্দু শাস্ত্রের, তেমনি খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে বাইবেল ও কোরাণের প্রবচন প্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম বস্তুতঃ একেশ্বরবাদপ্রধান। এই জন্যই তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, তাঁহার মণ্ডলীতে যে উপাসনা হইবে, তাহা এমন উদার ও প্রশস্ত হইবে যে, সমুদায় ধর্ম্মজগতের লোক মধ্যে উহা একতাবন্ধন সুদৃঢ় করিবে। কার্য্যতঃ ব্রাহ্মসমাজ কেবল একটি হিন্দু একেশ্বরবাদী মণ্ডলী হইল এবং উল্লিখিত লক্ষ্য দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। উপাসকের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়িতে লাগিল, আমার শ্রদ্ধেয়

বন্ধু এবং সহযোগী বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে সমাজের ভার নিপতিত হইল।

ইনি সমাজে নূতন জীবন দান করিলেন, এবং ইহার কার্য্য সমধিক পরিমাণে বাড়াইলেন। কতকগুলি মত ও বিশ্বাসে এবং জীবনের পবিত্রতাসাধন জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া, তিনি এই উপাসকদলকে বিশ্বাসিদলে পরিণত করিলেন। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা বাহির করিলেন, আচার্য্য নিয়োগ করিলেন, অনেকগুলি উপাসনা ও মতসম্পর্কীয় পুস্তিকা মুদ্রিত করিলেন এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে শত শত ব্যক্তিকে সমাজভুক্ত ও বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজা রামমোহন-রায়-স্থাপিত সমাজের আদর্শে শাখাসমাজ স্থাপিত করিলেন।

একাল পর্য্যন্ত বেদকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং সমাজের সভ্যগণ বেদান্তী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। প্রায় কুড়ি বৎসর গত হইল, বেদকে অভ্রান্ত শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখা নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং প্রকৃতি ও ধর্ম্মসম্পর্কীণ মানবীয় সহজ জ্ঞান ঈশ্বরের শাস্ত্র-প্রকাশস্থল, এই উদার অনবদ্য ধর্ম্মমূল উহার স্থানাভিষিক্ত হইয়াছে। সেই হইতে ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমণ্ডলী হইয়াছে, এবং ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টানিটির সহিত 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' যে সম্বন্ধ, উহারও প্রাচীন মতবিশ্বাসের সহিত এখন সেই সম্বন্ধ। উহার উন্নতি এখানেই স্থগিত হয় নাই। একথা সত্য যে, উহার মূল মত ও বিশ্বাস সেই সময়েই স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত উহা অপরিবর্ত্তিত আছে; কিন্তু ঐগুলিকে জীবনে পরিণত এবং কার্য্যতঃ উদার ও বিশুদ্ধ ভাবের ক্রমোন্নতি সাধন করিবার নিমিত্ত, গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিলক্ষণ সংগ্রাম ও যত্ন চলিতেছে। হিন্দুগণের যে সকল সামাজিক এবং পারিবারিক ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের দোষের সংস্রব আছে, ইহা দেখিয়া, সমাজ হইতে বিচ্যুত এবং অত্যাচারিত হইবার

ভয় সত্বেও, প্রত্যেক সত্যপ্রিয় সরল ব্রাহ্মের সেই সকল ব্যবহারের উচ্ছেদ-সাধন কর্ত্তব্য হইল। অধিকসংখ্যক এই সাহসিক কার্য্য হইতে দূরে রহিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণের সংস্কৃত সংস্কার ও হিন্দুগণের পৌত্তলিকতা-সংস্রুত সামাজিক জীবন, এ দুইয়ের মধ্যে নির্ব্বিবাদ অথচ বিবেকের অননুমোদিত একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। পরিশেষে অতি অল্পসংখ্যক অগ্রসর হইলেন এবং যে সত্যধর্ম্ম বৎসরে বৎসরে উন্নত হইয়া জাতিভেদের উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতাদান প্রভৃতি বিবিধ সংস্কারকার্য্য উপস্থিত করিল, সেই সত্যধর্ম্মের মূলোপরি হিন্দুসমাজের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থান-সংশোধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আমাদের মণ্ডলীকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ ভাব ও হিন্দু সামাজিক জীবনের দোষ হইতে বিমুক্ত এবং সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য নিজের শাস্ত্র, সমুদায় দেশের ব্রহ্মনিষ্ঠগণকে নিজের লোক, এবং সমগ্র সামাজিক জীবনকে বিবেকের নিদেশের অনুগত করিয়া, উদার ও বিশুদ্ধ মূলোপরি সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে "ভারত-বর্ষীয়" ব্রাহ্মসমাজ নামে অগ্রসর ব্রাহ্মগণ একটি সমাজে বদ্ধ হইয়াছেন।

এই সমাজ ভারতবর্ষে যতগুলি ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহাদিগের সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে এবং সমুদায় দেশে নিয়মপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে আমাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতে চান। আমাদের মণ্ডলী সুতরাং একটি দলবদ্ধ ব্রাহ্মমণ্ডলী, ভারত ইহার উৎপত্তিভূমি বটে, কিন্তু ইহার লক্ষ্য সার্ব্বভৌমিক; কেন না পৌত্তলিকতা, অযুক্ত সংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ, এক সত্য ঈশ্বরের পূজা ও এক সত্য ধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার এবং সমগ্র ব্যক্তি ও সমগ্র জাতির মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সংশোধনপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের ধর্ম্ম করা উহার উদ্দেশ্য।

আমাদিগের মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা ঠিক গণনা করিয়া বলিবার সম্ভাবনা নাই, কেন না আমাদিগের মধ্যে কোন প্রকার দীক্ষাপ্রণালী নাই। এরূপ জ্ঞানপ্রধান আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে এরূপ অনুষ্ঠান সম্ভবও নয়, অভিলষণীয়ও নয়। উপরে যে প্রতিজ্ঞাপত্রের উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে বা তদপেক্ষা সহজবিশ্বাসব্যঞ্জক নিদর্শনে প্রায় দুই সহস্র লোক স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যতীত আমাদিগের দেশে সহস্র সহস্র লোক আছেন, যাঁহারা মনে মনে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, এবং আমাদিগের ধর্ম্মের মূল মতে আস্থাবান্, অথচ তাঁহারা কোন একটি বাহিরের নিয়ম অনুসরণপূর্ব্বক আমাদের মণ্ডলীর সভ্য হইতে চাহেন না।

বস্তুতঃ কথা এই, আমি যেমন বিশ্বাস করি, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে ব্রহ্মনিষ্ঠতার দিকে কালপ্রভাবে চিত্তের গতি হইয়াছে, এখানেও ঠিক তেমনই। যাঁহারাই ভাল ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারাই সেই পৌত্তলিকতা পরিহার করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম আলিঙ্গন করেন, কেহ কেহ সংসারী হইয়া যান, অবশিষ্ট সকলে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কোন না কোন আকারে ব্রাহ্ম হন।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এবং প্রদেশে এখন ষাটটির অধিক ব্রাহ্মসমাজ আছে। এই সকল স্থানে ব্রাহ্মগণ সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একত্র হন। তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানধর্ম্মে যিনি উন্নত, তাঁহাকে সকলে মনোনীত করেন, তিনিই সেই দেশের ভাষায় উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আমাদিগের মণ্ডলীতে যে উপাসনা হয়, তাহাতে সঙ্গীত, উপদেশ, প্রার্থনা, ধ্যান এবং হিন্দুশাস্ত্র, কখন কখন অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রবচন পাঠ হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ সময়ে ইংরাজীতেও উপাসনা হইয়া থাকে।

আমাদিগের ধর্ম্মের বিস্তৃতভাবে প্রচার জন্য দেশীয় এবং ইংরাজী ভাষায় দার্শনিক এবং জীবননিষ্ঠ ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে। দেশের অনেক লোক এ সকলের গ্রাহক এবং পাঠক। আমাদিগের প্রচারের অঙ্গীভূত "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক একখানি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা আছে, ইহাতে রাজকীয়, সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রায় বারটি প্রচারক আছেন, যাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে যাহা কিছু দান সংগৃহীত হয়, তদুপরি তাঁহাদিগের নির্ভর। এই দানে জীবনধারণার্থ যাহা কিছু প্রয়োজন, তন্মাত্র নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইঁহারা দেশের নানাস্থানের ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষিতগণের নিকটে—কোন কোন সময়ে নিম্নশ্রেণীর নিকটে—আমাদিগের ধর্ম্মের সত্য প্রচার করেন। দেশের নানা স্থানে যে সকল ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবন রক্ষা ও সজীব করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এবং ব্রাহ্মসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য, এই সকল প্রচারকগণের সোৎসাহ নিঃস্বার্থ যত্ন অতীব প্রবল জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

আপনার নিকটে যে দুইখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠাইয়াছি, তাহা হইতে আমাদিগের ধর্ম্মমত কি, জানিতে পাইবেন। তবে আমি এস্থলে এইমাত্র বলি, যে ধর্ম্মে "ঈশ্বর পিতা ও মানবমাত্র ভ্রাতা" এইটি মূলমত, এবং যে ধর্ম্মে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য গ্রহণ এবং সকল জাতির ঋষি মহর্ষিগণকে সম্মান করে, সেই ধর্ম্ম স্বীকারপূর্ব্বক, আমরা আপনাকে ও 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' অন্যান্য সভ্যগণকে সমবিশ্বাসী এবং একই পবিত্র কার্য্যের সহকারিরূপে গ্রহণ করিয়া, আমরা আমাদিগের হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

গভীর আহ্লাদ এবং ভ্রাতৃপ্রেমজনিত উৎসাহে, আপনার প্রেরিত

সংবাদ ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র সমবিশ্বাসী ব্রাহ্মগণের নামে আমি সাদরে গ্রহণ করিতেছি এবং "স্বাধীন ধর্ম্মসভা" যে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহার প্রতিসম্ভাষণ অর্পণ করিতেছি। বিশ্বাস করুন, এ কেবল ব্যাবহারিক সম্ভাষণবিনিময় নয়। এ সময়ে আমেরিকা জাতির সহানুভূতি ভারতের পক্ষে অতীব অমূল্য, এবং ভারতীয় জাতি আনন্দোৎসাহে উহা গ্রহণ করিতেছে। অনেক বিপৎ কষ্টের সহিত সংগ্রাম এবং অসাধারণ বিঘ্ন বাধা ও অত্যাচার বহন করিয়া, পৌত্তলিকতা এবং পাপাচারের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলোকের নিমিত্ত, আমরা অনেককাল উদ্বিগ্ন-চিত্তে শ্রম ও প্রার্থনা করিয়াছি এবং একা করুণাময় ঈশ্বরই আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। এখন তাঁহার প্রদত্ত আলোক লাভ করিয়া যেমন আমরা আনন্দ করিতেছি, তেমনি অন্যান্য দেশে ইহার আশীষ-বিস্তারের জন্য গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিতেছি। ঈদৃশ সময়ে আমেরিকাতেও এইরূপ কার্য্যের নিমিত্ত উদ্যোগ চেষ্টা হইতেছে, আপনি এই আনন্দকর সংবাদ দিলেন; ইহাতে আমাদের হাতের বল এবং আমাদের আনন্দ, বিশ্বাস ও আশা শতগুণ বাড়িল। আমরা এখন অনুভব করিতেছি—এরূপ অনুভব আর কখনও করি নাই—ঈশ্বরের ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার মিথ্যামত ও সম্প্রদায় বিনাশ করিয়া, সমুদায় জাতিকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে মিলিত করিয়া, পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইবে, এবং ইহা আমাদিগের পক্ষে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের বিষয় যে, উন্নতমনা আমেরিকাবাসিগণ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ধর্ম্মমণ্ডলীর পথ পরিষ্কার করিবার জন্য আমাদের সহযোগী হইয়াছেন। এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার পক্ষে ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন।

"স্বাধীন ধর্ম্মসভায়" কার্য্যবিবরণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে অবগত রাখিবেন বিশ্বাস করিয়া এবং উহার কল্যাণ ও কৃতকৃত্যতার নিমিত্ত

প্রার্থনা অর্পণ ও শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মবাদিম্বের সত্যবন্ধনে হৃদয়ের সহিত আপনার হইয়া থাকি।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

[এডেন হইতে ভারতীয় ব্রাহ্মভ্রাতৃবৃন্দকে পত্র]

এডেন,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ,

আমাদের দয়াময় পিতার করুণা তোমাদের সঙ্গে অবস্থিতি করুক এবং তোমাদের শান্তি হউক। আমার ঈশ্বরকে ভিন্ন দেশে—অতি দূরস্থিত পশ্চিম প্রদেশে—সেবা করিবার জন্য আমি এক্ষণে দূরস্থ হইয়াছি; কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে তোমরা আমার সঙ্গে রহিয়াছ, আমার প্রীতি, স্নেহ এবং প্রার্থনা মধ্যে তোমরা স্থিতি করিতেছ। কারণ আমি তোমাদিগকে স্বদেশী এবং সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃগণ বলিয়া প্রীতি করি, এবং আমার যাবজ্জীবন তোমাদিগকে সেবা করিতে আমি অভিলাষ করি। তোমাদের এই অনুপযুক্ত ভৃত্যকে তোমরা স্মরণ করিও। ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব এবং তোমাদের গুরু কর্ত্তব্যগুলির বিষয়ে আমি সময়ে সময়ে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা সমস্ত স্মরণে রাখিও। আমি যে স্থানে গিয়া উপনীত হই, আমার ভরসা, আধ্যাত্মিকভাবে আমরা সকলেই পরমেশ্বরের পবিত্র মন্দিরে, তাঁহার চরণচ্ছায়ানিম্নে অবস্থান করিব। পরমেশ্বর আমাদিগকে পৌত্তলিকতা এবং পাপকূপ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন এবং তাঁহার বেদীর চতুষ্পার্শে আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে

একপরিবার করিয়াছেন, এবং প্রীতির চিরস্থায়ী ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের হৃদয় চিরকাল একত্র অধিবাস করুক; যদিও সাগর, মহাসাগর এবং মহাদেশ সকল আমাদের শরীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, আমাদের যেন কখন আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদ না হয়। পরমেশ্বর কেন আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা অবগত নহ? এই জন্য যে, আমরা চিরদিন তাঁহার—কেবল তাঁহারই—পূজা এবং সেবা করিব। এই অভিপ্রায়ে তোমরা তাঁহার সহিত অনতিক্রমণীয় প্রতিজ্ঞা-পাশে সম্বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইতে তোমরা তিলার্দ্ধ দূরে অপসরণ করিতে পার না। তোমরা এক প্রভু—বিশ্বের সেই পরম নিয়ন্তার ভৃত্য, কেবল তাঁহারই তোমরা সেবা এবং আরাধনা করিবে। তোমরা আর কাহার সন্নিধানে মস্তক প্রণত করিতে পার না। তোমরা যদি এরূপ কর, তবে মিথ্যা কথা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, ঘোর রাজবিদ্রোহ এবং ব্যভিচার হইবে। পরমেশ্বর তাঁহার প্রচুর করুণারূপ মূল্য দিয়া তোমাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, তোমরা এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই; তোমরা এখন আর শরীর, মন কিংবা হৃদয়কে পৌত্তলিক দেবতাসকলকে বিক্রয় করিতে পার না। মনুষ্য, পশু অথবা নীচ কীটদিগের পূজা আর তোমরা করিতে পার না। তোমরা পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপেও আর কোন মতে যোগ দিতে পার না, কারণ সেই অবিশুদ্ধ পদার্থ—পৌত্তলিকতা—তাহার অণুমাত্র স্পর্শও অপবিত্র করে। প্রত্যেক আকার প্রকারের পৌত্তলিক পূজা তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেবল ইহা নয়, তোমাদিগকে আরও অধিক করিতে হইবে। যে ভয়ানক পৌত্তলিকতার প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সহিত তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যে তেত্রিশকোটি দেবদেবী এই দেশে রাজত্ব করিতেছে, তোমাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মসংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। যে জঘন্য

মিথ্যা হইতে ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্বদেশীয়দিগকে উদ্ধার করিতে তোমরা সমস্ত শক্তির সহিত চেষ্টা কর। তোমরা যদি সত্য পাইলে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অন্যকে বণ্টন করিয়া দিবার গুরুভার তোমাদিগকে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তোমরা পৌত্তলিকতাকে অমঙ্গল বলিয়া প্রতীতি করিয়া থাক, তবে তাহা সমূলে বিনাশ করিতে তোমরা বাধ্য হইয়াছ। সেই পরম প্রভুর নিকট বিশ্বাসী এবং রাজপরায়ণ হও এবং তাঁহার রাজ্য সর্ব্বদিকে বিস্তার কর। এই মিথ্যা পূজার মূলোৎপাটনে বিনম্রভাবে ও একাগ্রমনে যত্ন কর, এবং এক ঈশ্বরের পবিত্র পূজার শুভ ফল সকল দূর দুরান্তরে বিকীর্ণ কর।

তোমরা যে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে কেবল বিশ্বাস করিবে, তাহা নহে, কিন্তু অবিভক্তহৃদয়ে তাঁহাকে প্রীতি করিবে। তোমাদের আত্মার ন্যায় তোমাদের হৃদয়ও কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর করিবে। যেমন বিশ্বাসে, সেইরূপ প্রীতিতেও তোমরা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হইবে! কারণ সত্যই যেমন মনের পৌত্তলিকতা আছে, সেইরূপ আবার হৃদয়েরও পৌত্তলিকতা আছে; যদ্যপি একটী পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত হইয়াছ, তবে অপরটি হইতেও মুক্ত হইতে চেষ্টা কর। এরূপ অনেকে আছে, যাহারা বিশ্বাস এবং পূজা সম্বন্ধে কোন দেবদেবী স্বীকার করে না; কিন্তু হৃদয়ের কোন পুত্তলিকা, যাহাকে তাহারা আর আর তাবৎ পদার্থ অপেক্ষা অধিক প্রীতি করে, তাহার নিকট আপনাদিগকে বিক্রয় করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। এই আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা-বিষয়ে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতে চাই। বাহ্যিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু যে সমস্ত বন্ধন হৃদয়কে সংসারের বিবিধ মোহে আবদ্ধ করে, তাহা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সম্পূর্ণরূপে

ইহাকে ঈশ্বরে উৎসর্গ করা—ইহা কঠিন, নিতান্ত কঠিন জানিবে। কিন্তু যদি তোমরা ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত হইতে অভিলাষ কর, তবে তোমাদিগকে তাহাও করিতে হইবে। কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের পূজায় যদি বাহ্যিক পৌত্তলিকতা হয়, তবে পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র, ধন-মানকে ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক ভালবাসাও আন্তরিক পৌত্তলিকতা। ব্রাহ্ম এতদুভয়কেই ঘৃণা ও পরিহার করিতে বাধ্য। মনুষ্যগণ যখন ঈশ্বর-সন্নিধানে উপনীত হয়, তখন সচরাচর হৃদয়কে পশ্চাতে রাখিয়া আসে, এবং তাঁহাকে নির্জীব শুষ্ক এবং প্রাণশূন্য রীতিতে পূজা করে। তাহাদের পূজার অর্থ—কতকগুলি প্রণালীগত শব্দের বারংবার উচ্চারণ; তাহাদের প্রার্থনা—কেবল একটি অজ্ঞাত ও তাহাদের সদৃশ হৃদয়শূন্য পদার্থবিশেষের প্রতি শূন্য জল্পনামাত্র। তথাপি যখন তাহারা সংসারের সেবা করে, তখন তাহারা কেমন প্রোৎসাহী হয়, কেমন আগ্রহের সহিত ইহাকে প্রীতি করে, কেমন অন্তরের সহিত ইহার সুখ সকল অনুসন্ধান এবং সম্ভোগ করে! তাহারা মন্দিরে হৃদয়-এবং-জীবনবিহীন, ধনদেবতার সেবার সময়ে একেবারে জীবন ও উৎসাহে পরিপূর্ণ! ভ্রাতৃগণ, তোমরা তাহা-দিগের মত হইতে পার না। তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা দ্বারা তোমরা ঈশ্বরকে হৃদয় দান করিতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতে বাধ্য হইয়াছ। তাঁহাকে একমাত্র প্রকৃত বন্ধু এবং চিরন্তন পিতা—তোমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহামূল্য রত্ন এবং মধুরতম আনন্দ জানিয়া, তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমাদিগের প্রীতি করিতে হইবে। তাঁহার প্রেমময় করুণা, তাঁহার অপাত্রের প্রতি দয়া, যাহা তিনি অনুদিন তোমাদের প্রতি বর্ষণ করিতেছেন, তাহা একবার ভাব দেখি। তিনি কেমন জীবন্তভাবে তোমাদিগকে প্রীতি করেন, তিনি তোমাদের মঙ্গল এবং পরিত্রাণের জন্য কেমন ব্যাকুল, তিনি দিনের প্রতি মুহূর্ত্ত কেমন স্নেহপূর্ব্বক তোমাদের

প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন, এবং তোমাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অভাব সকল পূর্ণ করিতেছেন। যদি একবার ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবে নিশ্চয় দেখিবে, সংসার অপেক্ষা ঈশ্বরের সমধিক আকর্ষণ আছে, এবং আর আর যাবতীয় বস্তু হইতে তোমাদিগের নিকটে তাঁহারই অধিকতর প্রিয় হওয়া উচিত। যিনি এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং দয়ালু, তাঁহাকে প্রীতি করিতে তোমাদিগের কোন যুক্তি তর্কের প্রয়োজন হইতে পারে না। কেবল তাঁহার প্রেম-ও-করুণাময় মুখশ্রী অবলোকন কর, তাঁহার পুত্রস্নেহের উচ্চতা এবং গাম্ভীর্য্য অনুভব কর ; তাহা হইলেই প্রকৃত ভক্তির তাড়িতযোগে তোমাদিগের হৃদয় তৎক্ষণাৎ সমুত্তেজিত হইবে, তাঁহার দয়ায় পরাভূত হইয়া, তাঁহার চরণতলে তোমরা পতিত হইবে, এবং পিতৃভক্তির পবিত্র অনুরাগে তোমাদের হৃদয় আক্রান্ত হইবে। তখন তোমরা আর তাঁহাকে সংসারের মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিপূর্ব্বক শীতলভাবে ফলাফল গণনা করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিবে না, কিন্তু স্বার্থহীন প্রীতির অপ্রতিহতবেগে তোমরা নীয়মান হইবে। 'যেমত মৃগ জলাশয়ের নিমিত্ত কাতর হয়', ব্রাহ্মও তাঁহার ঈশ্বরের নিমিত্ত সেইরূপ কাতর হন। যেমন কৃপণ তাঁহার স্বর্ণের প্রতি সংলগ্নচিত্ত হইয়া থাকেন, ব্রাহ্মও সেইরূপ তাঁহার ঈশ্বরকে কোন মতে ছাড়েন না। যেমন সংসারী ব্যক্তি সংসারকে সর্ব্বস্বরূপে দর্শন করে, এবং তাহার জন্য আর সকলই পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে তাঁহার ধনপ্রাণ এবং আনন্দ মনে করেন, এবং তাঁহার নিমিত্ত আর সকলই পরিত্যাগ করেন। তিনি ধন্য, যিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরে আনন্দিত হন। প্রিয় ভ্রাতৃগণ, জীবন্ত সরল প্রার্থনার সাহায্যে ঐ পদে উত্থান করিতে চেষ্টা কর। যেখানে আছ, সেখানে থাকিও না। তোমাদের পুত্তলিকাবিনাশকার্য্য সুসম্পন্ন কর। যেমন তোমরা মনের পুত্তলিকা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, তদ্রূপ তোমরা হৃদয়ের পুত্তলিকা-সকলকেও দূর

করিয়া দাও, এবং সেই পরম পুরুষকে তথায় একাকী রাজত্ব করিতে দেও। তোমাদের প্রীতিকে এ প্রকার সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে দেও, যেন তাঁহার সেবা হইতে তোমাদিগকে আর কিছুতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে না পারে। তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হও, তাহা হইলে তোমরা ইহজীবনে এবং পরজীবনে অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে থাকিবে।

[নটিঙ্ঘামের যাজকগণের পত্রের উত্তর]

লণ্ডন,

১লা আগষ্ট, ১৮৭০ খৃঃ।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ,

আমি নিতান্ত দুঃখিত যে, ম্যাঞ্চেষ্টারে আপনাদের ২০শে জুনের লিখিত যে পত্র প্রাপ্ত হই, অসুস্থতানিবন্ধন যথাসময়ে আমি তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। আমার সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষে আমার কার্য্যসম্বন্ধে আপনারা যে সহানুভূতি এবং সমুৎসুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে দিন। যাঁহাদের মত আমার মত হইতে ভিন্ন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঈদৃশ সহানুভূতির কথা আসাতে, উহা আমার নিকটে যথার্থই বিশেষরূপে মূল্যবান্ ও উৎসাহবর্দ্ধক। আমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি, উহার মূল, উহার সার—বিশ্বাস, বিনয়, অনুতাপ, প্রার্থনা ও ঈশ্বরসহ যোগ। এই যোগে আমি এবং আমার ব্রহ্মবাদী বন্ধুগণ পুণ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ করিয়া থাকি। ইতঃপূর্ব্বে এতগুলি খ্রীষ্টান উপদেষ্টা একত্র মিলিত হইয়া, উদারভাবে এই সকলেতে তাঁহাদিগের হৃদগত অনুমোদন আর কখন প্রকাশ করেন নাই। আমি এ জন্য আহ্লাদিত

এবং কৃতজ্ঞ যে, যে সকল ব্যক্তি আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, আপনারা তাঁহাদের ধর্ম্মসম্পর্কীণ সত্য ও ভাব স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়াছেন! অপিচ আমি সরলহৃদয়ে বিশ্বাস করি যে, ঈদৃশ উদারভাব খ্রীষ্টসমাজের সমুদায় বিভাগে প্রবল হইবে, এবং এই ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও অধিক বন্ধুভাবে ভাববিনিময় করিতে প্রবৃত্ত করিবে।

আপনারা আপনাদের মণ্ডলীর যে বিশেষ মতগুলিকে নিতান্তপ্রয়োজনীয় মনে করেন এবং সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেন যে, আমি সেগুলি গ্রহণ করি, তৎসম্বন্ধে সসম্ভ্রমে আমায় বলিতে দিন যে, আমি সেগুলি স্বীকার করিতে পারি না, কেন না আমার অন্তরস্থ ঈশ্বরবাণীর সহিত সেগুলি মেলে না। এ সকল বিষয়ে আমার কি ভাব, অনেক পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং পত্রে সে সম্বন্ধে বিচার করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি ব্রহ্মবাদী হইয়া এক জীবন্ত ঈশ্বরকে আমার পিতা ও পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং আমার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থিভাবে কেবল তাঁহারই করুণার উপরে নির্ভর করি। প্রভু ঈশ্বরই আমার আলোক, আমার জীবন; তিনিই আমার মত, আমার পরিত্রাণ, আমার আর কিছু চাই না। আমার পিতার প্রিয় সন্তান বলিয়া আমি খ্রীষ্টকে সম্ভ্রম করি; আমি অন্যান্য ঋষি ও ধর্ম্মার্থনিহত-গণকে সম্মান করি, কিন্তু সকলের অপেক্ষা আমি আমার ঈশ্বরকে ভালবাসি। পিতার নাম অপেক্ষা আর কোন নাম তেমন সুমিষ্ট নহে, তেমন প্রিয় নহে। খ্রীষ্ট-জীবনবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল জ্ঞানের কথা লিখিত আছে, তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি ও পালন করি; কিন্তু সমুদায় গ্রন্থ অপেক্ষা, সমুদায় বাহ্য উপদেশাপেক্ষায়, ঈশ্বর গোপনে আমাদিগের নিকটে যে পরিত্রাণপ্রদ সত্যালোক প্রকাশ করেন,

তাহা শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করি যে, যে কাল হইতে আমি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তিনি আমার আত্মাকে রক্ষা করিয়াছেন, বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোক এবং শান্তিলাভ করিতে আমায় সমর্থ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারই নিকটে চিরবিশ্বস্ত থাকিতে আমার অভিলাষ, এবং আমি ভরসা করি, বিবিধ সম্প্রদায়, বিবিধ মণ্ডলীর শুষ্ক কঠোর উদ্বেগকর মতের ধর্ম্মের জন্য আমি কখন আমার মধুর সহজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। আমি ব্রহ্মবাদী হইয়া ঈশ্বরের পিতৃত্বে ও মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি। আমি সাম্প্রদায়িক হইতে পারি না। আমার এদেশে অবস্থিতিকালে, যতদূর সম্ভব, সমুদায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছি, আর সকলকে পরিহার করিয়া কোন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনাকে একীভূত করি নাই। পূর্ব্বপশ্চিমস্থ সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় এক প্রশস্ত ব্রহ্মবাদের ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়া সকলে পিতাকে পূজা করেন, সেবা করেন এবং যিশু খ্রীষ্টের মতে অনন্ত জীবনের উপায়স্বরূপ ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে প্রীতিরূপ সার্ব্বভৌমিক মতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন, ইহাই দেখিবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যাকুল।

বিবদমান খ্রীষ্টানসম্প্রদায়-সকলের মতগুলি গ্রহণ করিতে যতই কেন আমি অনিচ্ছুক হই না, আমি এইটি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া জানাইতে ভিক্ষা করিতেছি যে, যথার্থ খ্রীষ্টানজীবনের কল্যাণকর ভাব অন্তরস্থ করিতে আমি ব্যাকুল। খ্রীষ্টের মত বিনম্রভাব, আত্মসমর্পণ, প্রীতি এবং আত্মত্যাগ আমি অন্বেষণ করি, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত এদেশের নরনারীর জীবনে সেইগুলি যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, আমি সে সকল নিজের এবং নিজের দেশের ব্যবহারের জন্য বিনয় ও কৃতজ্ঞতাসহকারে গ্রহণ করিব।

আপনাদের মঙ্গল এবং ঈশ্বরেতে প্রেম ও পবিত্রতার, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের

আধ্যাত্মিক সম্মিলনের জন্য, প্রভূত প্রার্থনা ও অভিলাষসহকারে, জাতিসমূ-হের সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃত্বে চিরদিন আপনাদেরই—

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

[মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারী
কর্ণেল পন্‌সনবরুকে লিখিত]

লণ্ডন,
আগষ্ট, ১৮৭০।

প্রিয় মহাশয়,

বিগত শনিবার (১৩ই আগষ্ট, ১৮৭০) মহারাজ্ঞী দয়া ও অবনতি স্বীকারপূর্ব্বক সাক্ষাৎকার দ্বারা আমায় যে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভিক্ষা করিতেছি। এই সাক্ষাৎকার আমায় এবং দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মহারাজ্ঞীর আমাদিগের দেশের প্রতি যত্নের অতি আহ্লাদকর উৎসাহকর নিদর্শন প্রদর্শন করে; এবং আমি বিশ্বাস করি, যে অনুরাগ ও রাজভক্তির বন্ধনে আমরা রাজ-সিংহাসনের সহিত বদ্ধ, এতদ্দ্বারা সেই বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইবে। মহা-রাজ্ঞী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পত্নীর যে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়টি চিরদিন আমি আহ্লাদ ও গৌরবের সহিত স্মরণে রাখিব। আমার পত্নী এবং সাধারণতঃ ভারতবর্ষের সমুদায় মহিলা ইহা জানিতে পারিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, তাঁহাদিগের কল্যাণের জন্য তিনি ঈদৃশ স্নেহযুক্ত।

আমি নিতান্ত অনুগ্রহ মনে করিব, যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজোচিত উচ্চসম্মানভাজন প্রিন্সেস্ লুইসকে, তৎপ্রতি যে অতি সরল

গভীর সম্মাননা পোষণ করি, তাহার বিনীত চিহ্নস্বরূপ এই পত্রের সহিত প্রেরিত পুস্তিকাগুলি গ্রহণ করিতে বলেন।

পত্রমধ্যে প্রেরিত করলিপি রাজোচিত উচ্চসম্মানভাজন রাজকুমারের সানুগ্রহ গ্রহণার্থ।

করুণাময় ঈশ্বর মহারাজ্ঞীকে এবং রাজপরিবারকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।

আমি, প্রিয় মহাশয়, নিতান্ত সত্যতঃ আপনার

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

লণ্ডন,

৬৫ গ্রাভার্ণর পার্ক,

ক্যাম্বারওয়েল,

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০।

প্রিয় মহাশয়,

গভীর কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানের সহিত মহারাজ্ঞীর প্রেরিত উপহার বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি। মহারাজ্ঞী এবং রাজোচিত উচ্চসম্মান-পাত্রী রাজকুমারী আমার প্রতি যে উদার যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিতেছি; এই সকল রাজানুগ্রহের সারবৎ ও মূল্যবৎ চিহ্নের উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত আমার প্রার্থনা ও উচ্চাভিলাষ থাকিবে।

অতি সত্যতঃ আপনার

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

[ইংলণ্ডের বন্ধুগণের প্রতি]

মিশর,

১লা অক্টোবর, ১৮৭০ খৃঃ।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ,

ঈশ্বরের প্রসাদ আপনাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকুক। তাঁহার পবিত্রাত্মা আপনাদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, চির-আনন্দিত করুন। আমার ভ্রাতৃ-প্রেম আপনারা গ্রহণ করুন। অশ্রুপূর্ণনয়নে আমি আপনাদের নিকট হইতে, আপনাদের দেশের প্রিয় সমুদ্রবেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া-ছিলাম। যদিও সে দেশে আমি অল্পদিন বাস করিয়াছি, কিন্তু আপনাদের প্রেমের বলে আমার হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে। শত আকর্ষণে আপনারা আমার নিকটে প্রিয় হইয়াছেন; যদিও শরীরগত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি যে অধ্যাত্ম সুদৃঢ় অনুরাগের বন্ধনে আমরা বদ্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিব না। ইংলণ্ড এখন দৃষ্টির বহি-র্ভূত,—আমার এবং আপনাদের মধ্যে প্রকাণ্ড সমুদ্রের তরঙ্গরাজি—এখন আর ইংলণ্ডের হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, মনোহর পুষ্প, সুরম্য হর্ম্ম্য, নির্জ্জন শিলোচ্চয়, মধুময় গৃহ, মহৎ দানানুষ্ঠান আমার নয়নপথে পতিত হই-তেছে না। তথাপি আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ইংলণ্ড চিরন্তন স্থান লাভ করিয়াছে। আপনাদিগকে বন্ধু বলিয়া, বন্ধু কেন, আমার ভাই ভগ্নী বলিয়া চিরদিন ভালবাসিব, এবং আপনাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলার্থ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব। আপনারা যে দয়া ও বদান্যতাসহকারে আমাকে আপনাদের গৃহে গ্রহণ করিয়াছেন, যে স্নেহ-সহকারে আপনারা আমাকে, যখন আমি ক্ষুধিত ছিলাম, আহার করাইয়াছেন, যখন ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, যখন পীড়িত হইয়াছিলাম, তখন আমার শুশ্রূষা করিয়াছেন, উহা আমি

চিরদিন কৃতজ্ঞতাসহকারে স্মরণ করিব এবং আপনাদের প্রীতির যে অনেকগুলি চিহ্ন আপনারা দিয়াছেন, সেগুলি যত্নের সহিত রক্ষা করিব। ইংলণ্ড, আমি তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ; একজন অকিঞ্চন ভারতবাসীর প্রতি তোমার দয়ার জন্য ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার প্রচারকার্য্যে কৃতকৃত্যতার জন্য, প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিই। আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষসমর্থনের জন্য আপনাদের নিকটে গিয়াছিলাম; উহার দুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ অভাবপূরণ নিমিত্ত আপনারা প্রস্তুত, এবিষয়ে অনেক সময়ে উৎসাহ সহকারে আমায় যে আপনাদের কৃতসঙ্কল্পতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যখন আমি উহা ভাবি, তখনই আমার আহ্লাদ উপস্থিত হয়। আমি ব্যগ্রতাসহকারে আশা করি যে, যে বিষয়ে আপনাদের চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে, শীঘ্রই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে এবং আমি আপনাদিগের নিকটে যে যে বিষয়ে একান্ত সংস্করণ—দীনগণকে শিক্ষাদান, নারীগণের উন্নতিসাধন, সুরাব্যবসায়-নিবারণ, দেশীয় সংস্কারকগণের সংস্কারকার্য্যে রাজকীয় প্রতিবন্ধক অপনয়ন—চাহিয়াছিলাম, ঐ সকলের সংসাধন জন্য উপায় অবলম্বিত হইবে। এই সকল দেশসংস্করণকার্য্য অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য, ইংলণ্ড, সাহায্য কর, অহো, সাহায্য কর; আমরা এবং আমাদের ভাবী বংশ ও সন্তান-সন্ততিগণ তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব।

কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর ব্যাপক কার্য্য আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাহারও কিছু হইয়াছে। আমার অনেক দিনের আদর্শ—পূর্ব্বপশ্চিমের আধ্যাত্মিক যোগ—স্বপ্ন নহে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যথাসময়ে উহা সিদ্ধ হইবে। ইংলণ্ডে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস গাঢ় হইয়াছে, ধর্ম্মসম্পর্কে কালের গতি আমার আশাকে সুদৃঢ় করিয়াছে। পশ্চিম দেশীয় খৃষ্ট-

মণ্ডলীর প্রতিশাখাতেই সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল পরিহার এবং বিশ্বাস ও উপাসনা-সম্বন্ধে প্রশস্তভূমি স্বীকার করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িকতার অশেষ বৃদ্ধিতে যে ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনারা কষ্টানুভব করিতেছেন, এবং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরস্পরের প্রতি আরও উদার ও মতসহিষ্ণু হওয়া আপনাদের উচিত। আপনাদের প্রশস্ত হৃদয় ক্ষুদ্র মন্দিরে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে অক্ষরে বিনাশ করে, তাহা হইতে, যে ভাবে প্রাণদান করে, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আপনাদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে, তাহারও সুস্পষ্ট লক্ষণ আমি দেখিতে পাইয়াছি। আঠার শত বর্ষ খ্রীষ্টধর্ম্মে স্থিরতর মতের পর মত সংযুক্ত হইয়াছে, তত্ত্বের পর তত্ত্ব রাশীকৃত হইয়াছে, আজ প্রকাণ্ড ধর্ম্মগ্রন্থের গুরুভারে খ্রীষ্টভাব নির্ব্বাপিতপ্রায়। সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিদিন গ্রন্থ, মত, চার্চ্চ ও অনুষ্ঠানের সমাধিমধ্যে খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু সত্যের বাণী গম্ভীরভাবে কর্ণে নিনাদিত হইতেছে,—তিনি সেখানে নাই। তাঁহারা মতের শুষ্ক কূপে জীবনবারি অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইতেছে না। সাক্ষাৎ অনুভবের ক্লেশকর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, আজ ইংলণ্ড যেন বলিতেছে,—"আমি মতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, সম্প্রদায়সমূহে আমার বিতৃষ্ণা উপস্থিত। জীবন্ত বিশ্বাসের সহজ ভাবে আমি আমার ঈশ্বরের পূজা করিব, এবং প্রীতিপূর্ণ বিশ্বাসের মধুরতায় আমি ঈশ্বরের সকল সন্তানসহকারে সহযোগিত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হইব।" অন্যান্য জাতিরও এই প্রকার বাসনা ও মনের গতি প্রতীত হয়। যথার্থই পৃথিবী সেই সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীর পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে মণ্ডলী ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ভিন্ন আর কিছুই জানে না। অতীত কালের ইতিহাস এই দিকে দেখাইয়া দেয়,—বর্ত্তমান যুগ ইহাই চায়, সর্ব্বত্র ইহারই

প্রাভাতিক জ্যোতি, আনন্দচিহ্ন বিদ্যমান। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, ইহা আগমন করিবে। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার প্রকৃত মণ্ডলী সংস্থাপন জন্য আমরা সকলে মিলিত হই। প্রতি জাতি, তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল সত্য ও মঙ্গলের বীজ আছে, জাতীয় জীবনে যাহা কিছু পবিত্র ও স্বর্গীয় আছে, তাহা লইয়া আসুন। কোন জাতি, কোন সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া সমুচিত নয়, কেন না প্রত্যেকের ভিতর দিয়াই ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন, এবং কালের গতিতে কোন না কোন আকারে সত্য প্রত্যেকটির ভিতরে সঞ্চিত রহিয়াছে। ইংরেজ ভাই সকল, আপনাদের সঙ্গে আপনাদের শ্রেষ্ঠ পরোপকারব্রত, পরিশ্রমশীলতা, উদ্যমশীলতা, এবং বিজ্ঞানের প্রতি সম্মাননা,—যে বিজ্ঞান মানুষের নিকটে অভিব্যক্ত গৌরবান্বিত নিত্যবহমান, অপৌরুষেয় দেববাণী—আপনাদের সঙ্গে লইয়া আসুন। উদারচেতা আমেরিকাবাসিগণ, নবভাব, নবসভ্যতা, আত্মা ও মনের যৌবনোচিত সরসতা লইয়া আপনারা আসুন। পাশ্চাত্যদেশীয় সমুদায় জাতি, আপনাদের যাঁহার যে সত্যধন আছে, লইয়া আসুন। এখনও বৃত্ত পূর্ণ হইল না। প্রাচ্যদেশীয় জাতিসকল তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতা, তাঁহাদের উদার ভক্তি, সোৎসাহ বিশ্বাস, গম্ভীর আধ্যাত্মিকতা এবং তাঁহাদের প্রাচীন বন্দনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে ভাব ও চিন্তার যে অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা লইয়া আগমন করুন। প্রাভাতিক আলোকের সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রাচ্যদেশ আসুন। ইহা হইলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বৃত্ত পূর্ণ হইবে। এইরূপ পাশ্চাত্য-দেশের বিজ্ঞানরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং প্রাচ্যদেশের দেবনিশ্বসিতরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র একত্র মিলিত হইয়া ঈশ্বরের প্রবচন হইবে। এইরূপে একের "মন ও বল" অপরের "হৃদয় ও আত্মা" ঈশ্বরসেবায় মিলিত হইবে। এই-রূপে পরোপকারব্রতের ভাব যাহা "সকল প্রকারের কল্যাণ সাধন

করিয়া পরিভ্রমণ করে" এবং ভক্তিময় ভাব, যাহা "উপাসনার্থ পর্ব্বতোপরি গমন করে", এ দুই মিশ্রিত হইয়া মানবের স্বর্গীয় জীবনের একতা সাধন করিবে। এইরূপে পৃথিবীস্থ সমুদায় সম্প্রদায়, সমুদায় বংশ, সমুদায় জাতি ঈশ্বরের উদার মণ্ডলী গঠন জন্য—এক জীবনীশক্তিতে পরিপুষ্ট, এক প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত, এক দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায়—বিবিধ সূত্রবিশিষ্ট, অথচ সমতানে বাদ্যমান মহান্ সর্ব্বনিয়ন্তার স্তোত্রের সুমধুর সঙ্গীতে সংমিশ্রিত-বিবিধস্বর বীণা-সদৃশ—একত্র মিলিত হইবে। এইরূপে এই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে,—"তাহারা পশ্চিম হইতে, পূর্ব্ব হইতে, উত্তর হইতে, দক্ষিণ হইতে আসিবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে উপবেশন করিবে।" কি প্রকাণ্ড ভাব! প্রকাণ্ড কি নয়? বন্ধুগণ, এইটি প্রত্যক্ষ করিতে যত্ন করুন; এবং আপনাদের দেশ, আমার দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি আপনাদের প্রশংসনীয় যত্নের ফল লাভ করুন এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হউন। ইহা আমাদের পিতার ইচ্ছা যে, তাঁহার সকল সন্ততি মিলিত হইবেন এবং এক-পরিবার হইয়া তাঁহার পূজা করিবেন। অতএব আসুন, আমরা আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একত্র মিলিত হই।

আমার গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে প্রাচীন দেশ মিশরে কিছুকাল স্থির-গতি হইয়া, আমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে আমার নেত্র নিক্ষেপ-পূর্ব্বক, বিনীত দাসভাবে উভয়দিকস্থ ভ্রাতৃবৃন্দকে সত্বর পিতার গৃহে গমনের জন্য অনুনয় করিতেছি। এস, ভাই সকল, ভগিনীসকল, পৃথিবীর নানা বিভাগ হইতে প্রীতি-ও-আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে এস, এস, আমরা সকলে তাঁহার চারি দিকে মিলিত হইয়া, তাঁহার পবিত্র চরণ চুম্বন করি এবং তাঁহার পবিত্র নাম গান করি।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণগানে রোধি তাঁর দ্বার
নভস্থল্য উচ্চধ্বনি করি উত্থাপন,

রসনা দশ সহস্রে ভরে ধরা তাঁর
নিলয়-নিচয় স্তোত্র-নিনাদে সঘন ?

প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন। তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ অনুগ্রহ সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হউক, এবং তাঁহার সন্তানগণের নিকটে শান্তি ও পবিত্রতা আনয়ন করুক।

বিদায়
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

১৮৭২ খৃঃ।

ডাঃ নর্ম্মাণ চিবার্স এম্, ডি,
" জে. ফেরার এম্ ডি, সি এস্ আই
" জে ইয়াট এম্ ডি,
" এস্ জি চক্রবর্ত্তী এম্ ডি,
" ডি বি স্মিথ এম্ ডি,
ডাঃ টি ই চারলস্ এম্ ডি,
" চন্দ্রকুমার দে এম্ ডি,
" মহেন্দ্রলাল সরকার এম্ ডি,
" টামিজ খাঁ বাহাদুর
সমীপেষু *

ভদ্র মহোদয়গণ,

ভারতের জনসমাজসম্পর্কে একটি অতি গুরুতর বিষয়ে আমি আপনাদের মত বিনীতভাবে প্রার্থনা করি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এ দেশে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে, উহা লোকদিগের নীতি, সমাজ ও শরীরসম্বন্ধে নিতান্ত অনুপকারী, এবং উন্নতির পথে প্রধান ব্যাঘাত। বিদ্যা ও জ্ঞানের বিস্তারবশতঃ, এই ব্যবহার হইতে যে অকল্যাণ উপস্থিত, তাহা সকলে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ইহার

* বালিকাগণের বিবাহযোগ্য বয়স নির্দ্ধারণ জন্য ডাক্তারগণের অভিমত চাহিয়া এই পত্র লিখিত হয়।

প্রতীকার হয়, তৎসম্বন্ধে অভিলাষ বাড়িয়াছে। এই সংস্কার-কার্য্যের গুরুত্ব যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দেশীয় বালিকাগণের বিবাহযোগ্যকাল স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য ইহা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্গণের মত গ্রহণ করা হয় যে, তদ্দ্বারা দেশীয় সমাজ পরিচালিত হইতে পারে। অতএব আমি বিনীতভাবে আপনাদিগের নিকটে নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা প্রকৃত ঘটনা দ্বারা যাহা অবগত হইয়াছেন, সেগুলি এবং দেশের জলবায়ু ও অন্যান্য প্রভাব, যদ্দ্বারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নারীগণের শারীরিক পরিণাম নিয়মিত হয়, সযত্নে বিচারপূর্ব্বক দেশীয় বালিকাগণের যৌবনারম্ভের বয়স কি, এবং ন্যূনপক্ষে তাহাদের বিবাহযোগ্য কাল কি, আপনারা বিবেচনা করিয়া লিখিবেন। আপনাদিগকে এইরূপে লিখিবার স্বাধীনতা গ্রহণ করিলাম, আশা করি, তজ্জন্য কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

বিনীত আপনাদের চিরবাধ্য ভৃত্য

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

[মিস্ কলেটের নিকট শ্রীকেশবচন্দ্রের পত্র]

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ।

আপনি মিরারে যে পত্র লিখিয়াছেন, মনে করিবেন না, আমি সে পত্রে দোষারোপ করিতেছি। এখানি শান্ত, সম্ভ্রান্ত, অনুত্তেজিত, বন্ধু-সমুচিত সৎপরামর্শে পূর্ণ, প্রশংসনীয় প্রতিবাদ। আমার বলিবার বিষয় এই, যে বৃত্তান্তোপরি প্রতিবাদ স্থাপিত হইয়াছে, উহা ঠিক নয়, পূর্ণও নয়। মিরারে যে সকল প্রবন্ধ ও উদ্ধৃত বিষয়গুলি ছিল, সেগুলি আপনাকে ভ্রমে ফেলিয়াছে। আমি স্বীকার করি, ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যে কোন

ব্যক্তি আছেন, তিনিই ভ্রান্তিতে পড়িবেন। বস্তুতঃ পত্রিকায় যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে বন্ধুগণের ভয় পাইবার কথা এবং যদি তাঁহারা ইহাতে এতদূর ভয় পান, আমাদের কার্য্যের তাঁহারা প্রতিবাদ করেন, তাহাতে আমাদের বশ্যভাব স্বীকারই সমুচিত। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা ঠিক আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করে না। আমাদের লেখা আমাদের জীবনাপেক্ষা অতিরিক্ত। আমাদের মধ্যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্র-সাধন বাস্তবিক যাহা আছে, তদপেক্ষা অধিক বাড়াইয়া লেখা। আপনি যদি এখানে আসিয়া আমাদিগকে দেখেন, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে প্রকারের বৈরাগ্যের কথায় আমাদের ইংরেজ বন্ধুগণের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ হইয়াছে, তাহার অল্পই আমাদের মধ্যে আছে। যদি আমরা রোমান কাথলিক অথবা ভারতের সন্ন্যাসিগণের মত হইতাম, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধে যে দোষারোপ হইয়াছে, সে দোষারোপের আমরা উপযুক্ত হইতাম। কিন্তু এখানে যাহারা প্রকৃত ব্যাপার জানেন, তাঁহারা এরূপ কিছু বলেন না। এটি আমি আপনা হইতে গোপন রাখিতে চাহি না যে, আমি বৈরাগ্য ভালবাসি এবং তাহাতে উৎসাহদানে অভিলাষী। কিন্তু লোকেরা যাহা বৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমার বৈরাগ্য সে বৈরাগ্য নয়। বন্ধু, আপনি আমায় বিলক্ষণ জানেন, যাহাতে বুঝিতে পারেন ; বিশ্বাস ও সাধুতার যতগুলি উপাদান আছে, আমার জীবনে তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে আমি নিয়ত যত্নশীল। আমি অনেক বার করিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু আমায় জাগ্রত রাখিবার কথা "সামঞ্জস্য"। আমার সমুদায় জীবন ও শিক্ষা ঐ মূলতত্ত্বের দিকে সংগ্রাম। উৎসাহ, দেশহিতৈষণা, ধ্যান, কর্ম্ম, আত্মত্যাগ, জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন, পারিবারিক ও সামাজিক অনুরাগ, আমার বৈরাগ্যের ভিতরে এ সমুদায়ই অন্তর্ভূত। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ সময়ে বৈরাগ্যের জন্য এত উৎসাহ

কেন ? বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই আমার উত্তর। এসময়ে সমাজে যে সকল অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, বিধাতা ইহাকেই তাহার ঔষধ দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রতিকারক ঔষধরূপ কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের প্রয়োজন। আমাদের লোকদিগের কত দিন ইহা প্রয়োজন হইবে, কি আকারের বৈরাগ্যই বা প্রয়োজন হইবে, যিনি আমাদের নেতা, কেবল তিনিই জানেন। ইহা এ সময়ের জন্য, ছয় মাসের জন্য, দুই বৎসরের জন্য, অথবা কোন মৃদু আকারে সমুদায় জীবনের জন্য থাকিতে পারে। অতএব এই সময়ের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ঔষধ বলিয়া ইহাকে মনে করুন।

[হিমালয়গিরি হইতে সহভারতবাসিগণকে কেশবচন্দ্রের পত্র]

নৈনিতাল,
১৬ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ।

নিরতিশয় প্রিয় ভ্রাতৃগণ,—করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের আত্মার সন্নিধানে ভাল ভাল আশীষ প্রেরণ করুন। স্বর্গ হইতে তোমাদের উপরে শান্তি ও আনন্দ অবতরণ করুক। তোমাদের প্রিয় ভ্রাতা এবং বিনত সেবক হইতে প্রিয় সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা দিতেছি এবং আমার সরল প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে সত্যেতে ও ভাবেতে সম্পন্ন হও এবং স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর। এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর, স্বর্গ ও পৃথিবীতে আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ভারতকে, ভ্রান্তি ও পাপের বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, তাহার রাজ্যে স্থানদান করিবার জন্য, একটি নবতর বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিধানসম্বন্ধে আমার হৃদয় সুখকর সংবাদ এবং আনন্দকর শুভবার্ত্তাতে পূর্ণ; অনুগত দাসের ন্যায় আমি এই সকল

তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিব। জান এবং বিশ্বাস কর যে, আমিও বিনীতভাবে আপনাকে আর সকলের মত নববিধানের প্রেরিত ও দাস এই আখ্যার অধিকারী সাব্যস্ত করি। আমি কি তাঁহাদের মধ্যে এক জন নই, যাঁহাদিগকে বিধাতা এই উচ্চ অভিপ্রায়সাধনার্থ নিয়োগ করিয়াছেন? আমার জীবনের কার্য্য অস্বীকার করাতে, অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে, আত্মাকে অসত্যবাদিত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে বিদ্রোহিত্বের অপরাধে অপরাধী করা হয়। আমি কি ঈশ্বরসন্নিধানে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাসাক্ষ্যদায়ী হইব এবং নরকাগ্নিতে আত্মাকে দগ্ধ করিব? ঈশ্বর এরূপ না করুন! পৃথিবীতে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য পিতা কর্ত্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছি, এবং যে লবণ আমি খাই, তৎপ্রতি আমাকে বিশ্বস্ত থাকিতে হইবে। আমি তোমাদের মধ্যে কেন আছি? আছি আমার সহপাপিগণকে নববিধানের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য। আমায় সম্মান করিও না, আমায় তোষামোদ করিও না, সাধু মহাজন বা মধ্যবর্ত্তীর নিকটে যেমন, তেমন করিয়া আমার নিকটে প্রণত হইও না; কিন্তু তোমাদের পদতলস্থ ভৃত্যের ন্যায় আমার প্রতি তোমরা ব্যবহার কর এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেবা গ্রহণ কর। ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগের নিকটে বিনীত প্রার্থনা করিতেছি, আমায় অস্বীকার করিও না; যে জলে আমি তোমাদের পাদধৌত করিতেছি. সেই জল আমার পরিত্রাণার্থ আমার পক্ষে জলাভিষেক হইবে। আমার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রভু ঈশ্বর হইতে আমি অনেকগুলি সংবাদ পাইয়াছি, সে সকল আমাকে যেরূপ আনন্দিত করিয়াছে, তেমনি তোমাদিগকেও আনন্দিত করিবে। যৎকালে আমি আমার পিতার সংবাদগুলি অর্পণ করি, তৎকালে তোমা-দের ভৃত্যের প্রতি অবধান কর।

হে হিন্দুস্থান, শুন, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই। তোমার

কল্যাণার্থ তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষবিধানের ধনাগার খুলিয়া দিয়াছেন এবং তোমায় নূতন বিশ্বাস, নূতন প্রেম, নূতন আশা ও নূতন আনন্দের সম্পদ্ অর্পণ করিতেছেন। এ কথা শুনিয়া কি তুমি আহ্লাদ করিবে না? সহভারতবাসিগণ, এই পবিত্র হিমালয়শিখর হইতে আমি তোমাদিগের নিকটে এই আনন্দকর সংবাদ ঘোষণা করিতেছি। প্রতিহৃদয় প্রতিগৃহকে আনন্দিত করিয়া, এই সংবাদ ভারতের একদিক্ হইতে আর এক দিকে গমন করুক। এই নবীন শুভসংবাদ কি মধুর! আমার আত্মা ব্রহ্মানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে এবং একতন্ত্রীযোগে সুখস্বরূপ ঈশ্বরের গৌরব গান করে। এই আনন্দের সময়ে কোন হৃদয় যেন বিবাদ না করে। আমরা সকলে ভারতের ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে মিলিত হই, এবং তাঁহার এই অনুগ্রহের নিদর্শন জন্য, জাতীয় কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক আনন্দকর মিলিত একতানসঙ্গীত উত্থাপন করি।

অনন্ত পরমাত্মা, যাঁহাকে চক্ষু দেখে নাই, কর্ণ শুনে নাই, তিনি তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহাকে বিনা অন্য দেবতা তোমরা গ্রহণ করিবে না। এই মহান্ প্রভুর বিরোধে তোমরা দুইটী দেবতা স্থাপন করিয়াছ। যে মন্দিরে এই দুই দেবতা স্থাপিত রহিয়াছে, সেই মন্দিরোপরি সর্ব্বশক্তিমানের গোলা বর্ষিত হইবে। অজ্ঞগণের হস্ত যে দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে, জ্ঞানগর্ব্বিগণের গর্ব্বিত কল্পনায় যে দেবতা কল্পনা করিয়াছে, এ দুইই প্রভুর বিরোধী। এ দুইকে তোমরা অস্বীকার ও পরিহার করিবে। তোমাদের অনেকে পাষাণ ও মৃন্নির্ম্মিত স্থূলচক্ষুর্গোচর দেবতা সকল পরিহার করিয়াছ, কিন্তু তৎপ্রতি যে আনুগত্য ছিল, উহা বর্ত্তমান যুগের সংশয়বাদ, চিন্তা ও কল্পনার সূক্ষ্ম সারভূতাংশ, বিবর্ত্তবাদের শূন্যায়মান প্রেতাত্মা ও কলাঘটিত চক্ষুগোচর জীবনশূন্য, অসৎ ও মৃত পুতুলসকলের প্রতি, স্থাপন করিয়াছ। জীবন্ত পরমাত্মার আরাধনা কর, যিনি

চক্ষু বিনা দেখেন, কর্ণ বিনা শোনেন, ওষ্ঠাধর বিনা বলেন, যিনি অদ্য, কল্য এবং নিত্য কালের জন্য আত্মাতে জীবনসঞ্চার করেন এবং তাহাদিগকে পরিত্রাণ দেন। যিনি মহান্ আত্মা যিহোবা, যাঁহার 'আমি আছি' নাম মেঘগর্জ্জন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে, সজ্ঞান বিশ্বাসচক্ষুতে তাঁহার অনন্ত বিদ্যমানতা দেখ, বিবেক-কর্ণেতে অন্তরে বাহিরে তাঁহার আত্মিক নিঃশব্দ শব্দ শোন এবং যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তন্মধ্যে তাঁহার বিধাতৃত্বের অঙ্গুলি আশ্বস্ততার হস্তে ধারণ কর। এইরূপে তোমরা সত্য ঈশ্বরেতে অনন্ত জীবন লাভ করিবে।

ঈশ্বর এবং স্বর্গগত সাধুগণের আত্মার সহিত অধ্যাত্মযোগ তোমাদের পক্ষে সত্য স্বর্গ; তোমরা অন্য কোন স্বর্গ চাহিবে না। স্বপ্নদর্শিগণের মেঘোপরিস্থ অপ্সরালোক, মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয়পরায়ণগণকল্পিত পার্থিব সুখভোগের অতিরিক্ত মাত্রায় দৃশ্যানুভব,, এ সকলকে তোমরা ঘৃণা করিবে। আত্মার আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসে তোমরা স্বর্গের আনন্দ ও পবিত্রতা অন্বেষণ কর। যে সকল আত্মা স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহারা কোথায় থাকেন, কোন মানুষ বলিতে পারে না, অস্থিমাংসযুক্ত মানবগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাঁহাদের সহিত আলাপও করিতে পারা যায় না। সুতরাং তোমরা তোমাদের আত্মার অন্তরতম প্রদেশে বিশ্বাস, প্রেম এবং চরিত্রের একতায় তাঁহাদের সঙ্গ অন্বেষণ করিবে। এমন কি, তোমাদের প্রাত্যহিক উপাসনা ও যোগ মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র স্বগনিকেতনের আভাস দেখিতে পাইবে এবং তোমাদের পিতৃনিলয়ের আনন্দের আস্বাদ লাভ করিবে।

মনুষ্যপরিবারের জ্যেষ্ঠ, সকল দেশের, সকল কালের মহাজন, সাধু, ঋষি, ধর্ম্মার্থনিহত, প্রেরিত, প্রচারক এবং হিতৈষিগণকে জাতীয়পক্ষপাতবিরহিত হইয়া, তোমরা সম্মান করিবে ও ভালবাসিবে। ভারতীয় সাধুগণ

যেন তোমাদের সম্মান ও অনুরাগ একাধিকার করিয়া না লন। ভারতসন্তান বলিয়া তাঁহাদিগকে তোমাদের জাতীয় অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা দাও, মানব বলিয়া তাঁহাদিগকে মানবহৃদয়ের সার্ব্বজনীনপদোচিত আনুগত্য ও অনুরাগ অর্পণ কর। প্রতি সাধু ব্যক্তি এবং মহাপুরুষ ঐশ্বরিক সত্য ও মঙ্গলভাবের বিশেষ উপাদানের বাহ্যপ্রকাশ। এজন্য স্বর্গের প্রতিসংবাদ-বাহকের চরণতলে বিনীতভাবে উপবেশন কর, এবং তাঁহার যে সংবাদ তোমাদিগকে দিবার আছে, তাহা তাঁহা হইতে গ্রহণ কর। অধিকন্তু তাঁহার দৃষ্টান্ত ও চরিত্র, তাঁহার বিশেষ শিক্ষা ও সদ্‌গুণনিচয় তোমাদের জীবনের সঙ্গে সম্যক্ প্রকারে এমনি একীভূত করিয়া লও যে, তাঁহার মাংস তোমাদের মাংস, তাঁহার রক্ত তোমাদের রক্ত, তাঁহার ভাব তোমাদের ভাব হইয়া যায়। এইরূপে ঈশ্বরের সকল সাধুগণ, যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের হউন না কেন, তোমাদের আত্মার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। নিত্যকালের জন্য তোমরা তাঁহাদিগেতে এবং তাঁহারাও তোমাদিগেতে বাস করিবেন।

গোঁড়াম, ধর্ম্মান্ধতা, পরমতাসহিষ্ণুতা নববিধানের ভাবের একান্ত বিরোধী জানিয়া, উহাদিগকে নিয়ত পরিহার করিবে। তোমাদের বিশ্বাস অসর্ব্বান্তর্ভাবক না হইয়া সর্ব্বান্তর্ভাবক হউক। তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়িক অনুরাগ না হইয়া সার্ব্বভৌমিক ঔদার্য্য হউক। যদি তোমরা কেবল আপনাদের লোক, আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনগণকে ভালবাস, ইহাতে আর তোমাদের কি গৌরব? যদি তোমরা কেবল আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্তগণকে ভালবাস ও সম্মান কর, এবং অবশিষ্ট পৃথিবীকে ঘৃণা কর, প্রত্যেক ছোট সম্প্রদায় কি তাহাই করে না? যদি তোমরা কেবল একটী মণ্ডলী, একখানি গ্রন্থ, এক জন মহাজনকে ঈশ্বরের বলিয়া ভাব, তদ্ব্যতিরিক্ত আর সকলই তোমাদিগের নিকটে মিথ্যা ও

ঘৃণার সামগ্রী হয়, তাহা হইলে তোমরা কি সংসারের সঙ্কীর্ণমনা গোঁড়ামর অনুসরণ করিয়া, অন্ধকার ও মারাত্মক বিদ্বেষে গিয়া পড় না? সকল সত্য, সকল কল্যাণকে যেখানে কেন পাওয়া যাউক না, ঐশ্বরিক বলিয়া ভালবাসা, তোমাদের গৌরব ও উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষা হউক। তোমরা নূতন সম্প্রদায় গড়িবে না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কে অন্তর্ভূত করিয়া লইবে। তোমরা নূতন ধর্ম্মমত সংস্থষ্ট করিবে না, কিন্তু সকল ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিবে। উদার ধর্ম্মবিশ্বাসের নবীন শাস্ত্রে সকল শাস্ত্র, সকল বিধান পূর্ণ হইল, সকল কালের জ্ঞান সংগৃহীত হইল, ইহাই দেখ।

অযুক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ যেমন যাহা তাহা বিশ্বাস করিয়া লয়, তোমরা তাহা করিও না। আমাদের প্রভু ঈশ্বর বলিয়াছেন, বিজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্ম হইবে। তোমরা সকলের উপরে বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে, বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে, বাইবেলাপেক্ষা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র প্রকৃতির ঈশ্বরের জীবন্ত শাস্ত্র। দর্শন, ন্যায় ও নীতিবিজ্ঞান, যোগ, দেবনিশ্বসিত এবং প্রার্থনা আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের শাস্ত্র। নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রতিবিষয় বৈজ্ঞানিক, কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগূঢ় রহস্য দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও না, স্বপ্ন বা কল্পনার প্রশ্রয় দিও না, কিন্তু পরিষ্কৃত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর, এবং যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তোমাদের সকল প্রত্যয় ও সকল প্রার্থনায় বিশ্বাস ও জ্ঞান সত্যবিজ্ঞানে একীভূত হইবে।

তোমাদের ধর্ম্ম ও নীতি যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, কিন্তু সর্ব্বদা অভিন্নভাবে স্থিতি করে। কারণ এ উভয়ই ঈশ্বরের এবং সত্য ও চরিত্রের কেবল ভিন্ন দিক। নীতিকে বাদ দিয়া ভক্তি অন্বেষণ করিও না, ঈশ্বরহীন হইয়া,

কর্ত্তব্যপরায়ণ ও চরিত্রবান্ হইতে যত্ন করিও না। সে প্রকারের সাধুতা, শুচিত্বপ্রদর্শন, বৈরাগ্য ও উপাসনাশীলতার সম্মান করিও না, যাহাতে নীতি ছাড়িয়া দিতে হয়, নীতিলঙ্ঘন হয়; যাহা নীতিবিরুদ্ধ, তাহা ধর্ম্মসিদ্ধ নহে, এবং ইহাও নিশ্চয় জান, কিছুই যথার্থ নীতিসিদ্ধ নয়, যাহা ধর্ম্মসঙ্গত নয়। ভক্তি ও নৈতিক পবিত্রতার পূর্ণতাই নববিধান। ঈশ্বরের ন্যায়সম্পর্কে সাবধান হও; তোমার ভক্তি দৃশ্যতঃ যতই কেন গভীর হউক না, নৈতিক বিধি ও কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন হইলে, উহা ইহকাল ও পরকালে নিশ্চয় তোমায় উপযুক্ত দণ্ড দান করিবে। ভ্রাতৃগণ, সকল বিষয়ে পূর্ণতার দিকে প্রযত্নসহকারে যত্ন কর, এবং অনন্ত উন্নতি তোমাদের মূলমন্ত্র হউক। কোন প্রকার সদ্‌গুণের প্রতি অবহেলা করিও না। মাধ্যমিকাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিও না। কতক দিন অগ্রসর হইয়া থামিয়া পড়িও না। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে সকল বৃত্তি ও ভাব দিয়াছেন, তাহাদের প্রতিটির পূর্ণতা সাধন করিতে করিতে নিত্যোন্নতির পথে চলিতে থাক। দীনতা ও আত্মার্পণে, প্রার্থনা ও যোগে, হিতৈষণা ও ন্যায়ে, সত্যানুসরণ ও সত্যতায়, বিনম্রতা ও ক্ষমায়, জ্ঞানোৎকর্ষসাধন ও কায়িক স্বাস্থ্যে, সকল গার্হস্থ্য এবং সামাজিক ধর্ম্মে পূর্ণতার উচ্চতম আদর্শ অধিকার করিতে যত্ন কর। এইরূপে ক্রমোন্মেষে চরিত্রের সামঞ্জস্য তোমাদের প্রত্যক্ষবিষয় হইবে।

সর্ব্বোপরি, বন্ধুগণ, প্রার্থনাকে তোমাদের জীবনের উচ্চতম ব্যাপার কর। তোমাদের আপনার উপরে আস্থা স্থাপন করিও না, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বরের উপরে আস্থা স্থাপন কর। সরলতা ও ব্যগ্রতাসহকারে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর। দৈনিক প্রার্থনা তোমাতে স্বর্গ হইতে বল ও জ্ঞান, পবিত্রতা ও আনন্দ উপস্থিত করুক। একা, সকলের সঙ্গে, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া, দৈনিক জীবনের বিষয়কর্ম্মমধ্যে প্রার্থনা কর। তোমার

সর্ব্বপ্রকার শোভনীয় এবং লভনীয় অনুসর্ত্তব্য বিষয়গুলিকে প্রার্থনার অধীন কর। প্রার্থনা তোমার জীবনের আগুন্তবর্ণ হউক। ভারতবর্ষ ব্যগ্র প্রার্থনা এবং আনন্দকর যোগের ভূমি হউক।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার সম্মানিত গুরু সেন্ট পলের যতই কেন আমি অনুপযুক্ত না হই, আমি তাঁহারই ভাবে এই পত্র লিখিতেছি। যে খৃষ্টকে তিনি অত প্রদীপ্তভাবে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং যাঁহাতে তিনি নিয়ত বাস করিতেন, সেই খৃষ্টে পূর্ণবিশ্বাস হইতেই তিনি পত্র লিখিয়াছেন। এরূপ পত্র অতি অল্প লোকেই লিখিয়াছেন। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমি আমার এই সামান্য পত্র এক জন মহাজনের নামে বা তাঁহার প্রেরণায় লিখিতেছি না; কিন্তু জীবিত ও মৃত, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল মহাজনগণের নামে লিখিতেছি। আমি হিন্দু বা খ্রীষ্টান হইয়া লিখিতেছি না, ব্রাহ্ম হইয়া লিখিতেছি, এবং আমি অতি সুগম্ভীরভাবে স্বর্গস্থ সকল সাধুগণের পবিত্র ও মধুর সঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদিগের নিকট স্বর্গের পরিবারের সুখকর ভ্রাতৃত্ববন্ধনের শান্তি ও গৌরবের প্রশংসা করিতেছি।

ভক্তিভাজন আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র তপোনিলয় হিমালয়ে আমি আছি। এই পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশ সকল ভারতের প্রাচীন মহত্বের স্মৃতি জাগ্রৎ করিয়া তুলে। কি সুগম্ভীর, কি পবিত্র সেই ভূমি, যেখানে বহু হিন্দু ঋষি ভগবদারাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

হে হিমালয়, আমায় অনুপ্রাণিত কর, এবং তোমার সঙ্গে ভারতের ঈশ্বরের গৌরব কীর্ত্তন করিতে দাও। পার্ব্বত্য বায়ু এবং পার্ব্বত্য নিশ্বসিতে আমায় সবল কর, এবং পর্ব্বতাধিষ্ঠিত দেবতার সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে আমায় উপযুক্ত কর যে, আমি আমার জীবনের কার্য্যের উপযোগী উচ্চচিন্তা ও ভাবনিচয় লাভ করিতে পারি। হে শ্রদ্ধেয় হিমালয়, আমার

পিতৃপুরুষগণ তোমার গৌরবকীর্ত্তনে আনন্দিত হইতেন, আমি তোমার নিকটে বিদায় গ্রহণ করি। আমার হৃদয়ে যেন আমি নিয়ত তোমায় প্রত্যক্ষ করি।

আমেরিকার মিসিগান হইতে রেঃ ই, এল, রেক্সফোর্ড কেশবচন্দ্রকে ১৮৮১ খৃঃ, ২৩শে মে যে পত্র লেখেন, তাহার উত্তর :—

সম্ভ্রান্ত বন্ধু এবং ভ্রাতা,

এই দূর দেশ হইতে আপনি যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, উহা যে কত আনন্দ-ও-অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলাম, কথায় তাহা ঠিক ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না। আপনার সস্নেহ সম্ভাষণ এবং সহৃদয় সহানুভূতি অতীব উৎসাহজনক। অধিকন্তু আপনি যেমন অনুভব করেন, তেমনি যাঁহারা অনুভব করেন, তাদৃশ সহস্র ব্যক্তির পক্ষ হইয়া আপনি যখন কথা কহিতেছেন, তখন আপনার এ সকল কথার বিশেষ মূল্য! যে ভগবানের মঙ্গল কার্য্য করিতে আমি আহূত হইয়াছি, এ সকল কথা সে কার্য্যে আমার হস্তকে দৃঢ় এবং হৃদয়কে উৎফুল্ল না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই উদার উন্নত চিন্তাশীল আমেরিকা প্রদেশে যদি আপনার উপাসক-মণ্ডলীর ন্যায় সহস্রসংখ্যক উপাসকমণ্ডলী থাকেন, যাঁহারা সকলেই "ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব" স্বীকার করেন এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে যথার্থ বিশ্বাসী আছেন, তাঁহাকে সহযোগিত্বের দক্ষিণহস্ত-দানে প্রস্তুত, তাহা হইলে এটি একটি আশা-ও-আশ্বস্ততা-উদ্দীপক এবং পৃথিবীর ভবিষ্যদ্-ধর্ম্মসম্পর্কে অত্যুৎসাহকর বাস্তবিক ঘটনা। ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে এতগুলি আশাপূর্ণ কার্য্যনিরত লোক লইয়া যথাসময়ে প্রচুর শস্য হইবে, এ সম্বন্ধে আমরা আনন্দের সহিত অবশ্য প্রতীক্ষা করিব। প্রত্যেক নরনারী নির্ভয়ে সাধুতাসহকারে উৎসাহপূর্ব্বক অথচ বিনয়ে ও

প্রার্থিভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্য করুন, পূর্ণ সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রভু তাঁহার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন। ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ অনুগ্রহ ও জীবন্ত দেবশ্বসিতসম্পৎ প্রচুর। আমাদের চারিদিকে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তন্মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বর ও বিধাতা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংশয় ও অবিশ্বাস খণ্ডন করিতেছেন। আমরা দেখি, আর বিশ্বাস করি। যে নূতন শুভসংবাদ আমাদিগকে সত্য, আনন্দ এবং পবিত্রতা দান করিতেছে, উহার প্রমাণ মৃত পুস্তক বা জীবনহীন শ্রুতিপরম্পরা নহে, কিন্তু সচেতন আত্মাগুলির সাক্ষাৎ উপলব্ধি। শত শত বৎসর যাবৎ যে গভীর অন্ধকার এই দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই অন্ধকার মধ্যে নববিধান অগ্নিসদৃশ। আমেরিকাবাসী আমাদের সেই সকল ভ্রাতার সহিত সৌহার্দ্দপূর্ণ গভীর হইতে গভীরতাপ্রাপ্ত সহযোগিতায় আমাদের হৃদয়ের ঐক্যসাধন আমি কত অভিলাষ করি। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আপনার উপাসক-মণ্ডলীকে আমার প্রীতি অর্পণ করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে নিশ্চয়াত্মক বাক্যে জ্ঞাপন করিবেন, আমি তাঁহাদিগের সহানুভব অতি মূল্যবান মনে করি? ঈশ্বর তাঁহার ভাবী মণ্ডলীর গঠনের জন্য আমেরিকা এবং ভারতবর্ষকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সহযোগিত্বে অধিক হইতে অধিকতর মিলিত করুন।

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি আমার বন্ধু ও সহযোগিগণকে এত দূর উৎসুকচিত্ত করিয়াছিল যে, নববিধান পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আপনার উপদেশও "সণ্ডে মিরার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ঈশ্বরপ্রেমে চিরদিনের জন্য আপনার

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

[মেজর টকরকে নিম্নস্থ যে পত্র শ্রীমদাচার্য্যদেব লিখিয়াছিলেন, তাহা "মুক্তিফৌজের" "ওয়ার ক্রাই" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়]

অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ।

প্রিয় মহাশয়,—

আপনি যে সস্নেহ সংবাদ দিয়াছেন, তৎপ্রাপ্তি স্বীকার করিতে গিয়া এই কথা বলিতেছি যে, আপনাদের পরীক্ষা এবং বিপৎকালে আমাদের অতি সামান্য সহানুভূতি যে আপনারা এমন উদারভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি অতি আহ্লাদিত হইয়াছি। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রভূত মতভেদ-সত্ত্বেও আমরা যে ঈদৃশ ভ্রাতৃসমুচিত সহানুভূতি অর্পণ করিয়াছি, তাহা আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের লোক অত্যাচরিত হইলে, তৎপ্রতি যা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই। আপনারা যে নিষ্ঠুরভাবে অন্যায়রূপে অত্যাচরিত হইয়াছিলেন, তাহার অন্য কোন কারণ নাই ; এই কারণ যে, আপনাদের ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম লৌকিকাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আপনারা ভারতসমাজের নামে অত্যাচরিত ও বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; সুতরাং প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় লোকের গুরুতর কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আপনাদের প্রতি যাঁহারা অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদিগের কেবল সহানুভূতি নাই, তাহা নহে, আপনি এবং আপনার সঙ্গিগণ যে নিষ্ঠুর অন্যায় ব্যবহারের বিষয় হইয়াছেন, তাহার তাঁহারা প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত। এদেশের রাজবিধি, হিন্দুজাতির ভাব, উভয়ই এ ব্যবহারের প্রতিকূল। উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টানগণ আপনাদের দীন সহধর্ম্মিগণের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস পরীক্ষাধীন করিতেছেন, এই অবনতিসূচক দৃশ্য-দর্শনে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম লজ্জিত। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, এদেশের সমাজের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের প্রকাশ্য

প্রতিবাদ করিয়া দোষবিমুক্ত হইয়াছেন। আপনাদের অনুকূলে তাঁহারা যে আবেদন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের উচ্চমনা রাজপ্রতিনিধি তৎসম্বন্ধে কি করেন, এখন ইহাই দেখিবার বিষয়। তিনি কি মতসহিষ্ণুতা প্রতিপোষণ করিবেন না? আপনারা প্রতিবিধান করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইহা জ্ঞানের কার্য্য হইয়াছে। ক্ষমা করুন, বহন করুন, অন্তে বিনয়েরই জয় হইবে। আপনি আপনার সঙ্গিগণের জন্য আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম এবং হৃদ্গত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করুন, আমায় বিশ্বাস করুন যে,—

ভারতে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের জন্য
চিরদিন আপনারই
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

[পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকটে নববর্ষে কেশবচন্দ্রের পত্র]

১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ।

পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রধান জাতি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়, মূষা-ঈশা-বুদ্ধ-কনফিউসস্-জোরেস্তার-মোহম্মদ-ও-নানক-শিষ্যগণ, বিস্তৃত ভারতার্য্যমণ্ডলীর প্রশস্ত বহুশাখা এবং সেই সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু, ঋষি, প্রধান ধর্ম্মযাজক, জ্যেষ্ঠ ও আচার্য্য, ইঁহাদিগের নিকটে, ঈশ্বরের ভৃত্য, আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী পবিত্র কলিকাতানগরীস্থ নববিধানমণ্ডলীর প্রেরিতত্বে আহূত শ্রীকেশবচন্দ্রের নিবেদন।

আপনাদের প্রতি দেবপ্রসাদ ও আপনাদের চিরশান্তি হউক।

যেহেতুক আমাদিগের পরমপিতার পরিবারে সাম্প্রদায়িক বিবাদ

বিসংবাদ বিচ্ছেদ ও বৈরভাব বিরাজ করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা সমধিক তিক্তভাব, অসুখ, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, সমর, শোণিতপাত, প্রাণহননাদি উপস্থিত।

যেহেতুক ধর্ম্মের নামে ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর, ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার, ভগিনীর প্রতি ভগিনীর বিরোধ কেবল নানা বিরোধের কারণ, তাহা নহে, এটি ঈশ্বর ও মানববিরোধী পাপ।

এজন্য পুণ্যময় ঈশ্বর পৃথিবীতে শান্তি, প্রেম, মিলন ও একতার শুভ-বার্ত্তাপ্রেরণের অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার অপরিমেয় করুণায় প্রাচ্যদেশীয় আমাদের নিকটে তাঁহার নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির নিকটে ইহার সাক্ষী হইবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন।

ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন:—"আমার নিকটে সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত ঘৃণিত, আমি ভ্রাতৃবিরোধ সহ্য করিব না।

আমি প্রেম ও একতা চাই, আমি যেমন এক, তেমনি আমার সন্তান-গণ একহৃদয় হইবে।

কালে কালে মহাজনগণের মধ্য দিয়া আমি কথা কহিয়াছি। যদিও আমার বিধান বহু, তথাপি তন্মধ্যে একতা আছে।"

কিন্তু এই সকল মহাজনগণের শিষ্যেরা পরস্পর বিবাদ ও সংগ্রাম করিয়াছে, পরস্পর ঘৃণা করিয়াছে, এক অপরকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে।

তদ্দ্বারা তাহারা দিব্যধাম হইতে আগত বার্ত্তাসমূহের একতা বিস্মৃত হইয়াছে। যে বিজ্ঞানে উহাদিগের একতাবন্ধন হয়, সে বিজ্ঞান তাহাদিগের চক্ষু দেখিতে পায় না, হৃদয় স্বীকার করে না।

মানবগণ, শ্রবণ কর; তানলয় একই অথচ বাদ্যযন্ত্র বহু, দেহ একই

অথচ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহু, আত্মা একই অথচ প্রতিভা বহু, একই শোণিত অথচ জাতি বহু, একই মণ্ডলী অথচ মণ্ডলী বহু।

সেই সকল শান্তি-সংস্থাপকেরা ধন্য, যাহারা সকল ভেদ মিলনে পরিণত করে, ঈশ্বরের নামে শান্তি, শুভকামনা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে।

আমাদের প্রভু ঈশ্বর এই সকল কথা আমাদিগকে কহিয়াছেন, এবং আমাদিগের নিকটে অতি আনন্দকর নবীন শুভবার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই দেশে তিনি এই সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সমুদায় শাস্ত্র, সমুদায় মহাজন সুষমসমাধানে মিলিত হইয়াছেন।

আমায় এবং আমার প্রেরিতভ্রাতৃগণকে প্রেমময় পিতা পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিকটে এই শুভসংবাদ ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, সকলে একশোণিত একবিশ্বাস হইয়া ঈশ্বরেতে আনন্দিত হউক।

এইরূপে সমুদায় বিসংবাদ তিরোহিত হইবে, সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিবে, স্বয়ং ঈশ্বর ইহা বলিয়াছেন।

হে ভ্রাতৃগণ, এই বিশ্বজনীন নবীন সংবাদ আপনারা গ্রহণ করুন, আমি বিনীতভাবে আপনাদিগকে এই নিবেদন করিতেছি।

ঘৃণা করিবেন না, কিন্তু আপনারা পরস্পরকে প্রীতি করুন; পিতা যেমন এক, তেমনি আপনারা সত্যেতে এবং ভাবেতে এক হউন।

যে কোন জাতি বা মণ্ডলীমধ্যে ভ্রম এবং অপবিত্রতা আছে দেখিতে পান, সে সমুদায় আপনারা পরিহার করুন; কিন্তু কোন শাস্ত্র, কোন মহাজন বা কোন মণ্ডলীকে ঘৃণা করিবেন না।

সর্ব্ববিধ কুসংস্কার, ভ্রম, অবিশ্বাস, সংশয়, পাপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহার করুন এবং পূত ও পূর্ণ হউন।

ঈশ্বরের জন বলিয়া আপনারা প্রতিসাধু, প্রতিমহাজন, এবং প্রতি-ধর্ম্মার্থনিহতব্যক্তিকে প্রীতি ও সম্ভ্রম করুন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান আপনারা সংগ্রহ করুন এবং সকল কালের সাধুগণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ ও আত্মসাৎ করুন।

এইরূপে পুরুষোত্তমজনগণের অতি প্রমত্ত ভক্তি, গভীরতম যোগ, স্বার্থনাশকর গাঢ় বৈরাগ্য, প্রোৎসাহপূর্ণ হিতৈষণা, সুদৃঢ় ন্যায় ও সত্য এবং উচ্চতম সত্য ও পবিত্রতা আপনাদের হউক।

সর্ব্বোপরি আপনারা পরস্পরকে ভালবাসুন এবং আপনাদের সর্ব্ব-প্রকারের ভিন্নতা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিসর্জ্জন দিন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আপনারা আমাদের প্রেম গ্রহণ করুন, আপনাদের প্রেম আমাদিগকে দিন এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম একহৃদয় হইয়া নববিধানের আনন্দগীতি সঙ্গীত করুন।

এসিয়া এবং ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা বিবিধ বাদনযন্ত্রে নববিধানের প্রশংসা করুন, এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্ব গান করুন।

(ইউরোপ ও আমেরিকা, ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া, চিন ও জাপানের প্রধান প্রধান পত্রিকাসম্পাদক এই লিপি তাঁহাদের সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিবেন, বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করা যাইতেছে।)

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে হিমালয় হইতে ঘোষণাপত্র

হিমালয়,

২৪শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ।

আজ (২৪শে মে) আমার রাণীর জন্মদিন। ভারত, আনন্দ কর। সমগ্রদেশস্থ স্বদেশীয় নরনারী, বন্ধুগণ, সমবিশ্বাসিগণ, আনন্দ কর। বৃটিশ জয়পতাকার নিম্নে যাহারা নিরাপদে জীবনযাপন করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকে আজ এই আনন্দের দিনে সকৃতজ্ঞ আনন্দ করুক। ভিক্টোরিয়ার

কল্যাণকর শাসনাধীনে যে সকল কল্যাণ সম্ভোগ করিতেছে, তজ্জন্য কোটি কোটি নরনারী আজ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্তোত্রনিনাদ ভগবৎসন্নিধানে প্রেরণ করুক। আমাদের দয়াশীলা মহারাজ্ঞীর নামে নূতন সঙ্গীত গান করি। মহোচ্চ হিমালয় "ঈশ্বর রাণীকে আশীর্ব্বাদ করুন" এই শব্দ নিনাদিত করুন; গভীর গর্জ্জনে তরঙ্গমালা তুলিয়া, বলয়বেষ্টন প্রকাণ্ড সমুদ্র সেই আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত করুন। ঈশ্বর বলিতেছেন, রাজভক্ত লোকদিগের ওষ্ঠাধরে "রাণী" "আমাদের প্রিয় রাণী" "আমাদের কল্যাণী রাণী" এই শব্দ উচ্চারিত হউক। সকল জাতি, সকল ধর্ম্মের নৃপগণ, নৃপতনয়গণ, অভিজাতগণ, জ্ঞানিগণ, সাধুগণ, ভক্তগণ, নরনারী ও বালক-বালিকাগণ ভারতের দূর দূরান্তর প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের মন্দিরে সমাগত হউন এবং তাঁহার পবিত্র সিংহাসন-সন্নিধানে রাজভক্তির কর অর্পণ করুন। পাঞ্জাবী ও সিন্ধি, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রী, বিহারী ও বাঙ্গালী, দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলেগুভাষী জাতি, পার্ব্বত্য ও আদিমজাতি, হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ ও পারসিক, সকলে আইস; তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন সমবেত তানলয়ে উন্নতমনা রাজ্ঞীর প্রশংসা গান কর এবং তোমাদের সঙ্গীতধ্বনিতে স্বর্গের প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হউক। হৃদয়শূন্য ভক্তি, লাভালাভগণনায় কপটবাধ্যতা-স্বীকার মহান্ ঈশ্বর কখন গ্রহণ করিবেন না; রাজা নয়, কিন্তু তাহার ছায়া বা সংজ্ঞামাত্র স্বীকার, অথবা ফলাফলবিচারপ্রণোদিত রাজনীতির হৃদয়শূন্য অবিশ্বাস তাঁহার সন্তোষের কারণ হয় না। হৃদয়োত্থিত উচ্ছ্বসিত অনুরাগ, পুত্রসমুচিত প্রকট ভক্তি, উদ্দাম অকৈতব কৃতজ্ঞতা, প্রমত্তোৎসাহপূর্ণ রাজভক্তি, এই সকলের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ; এই সকল আজ আনন্দোৎসবের দিনে অর্পিত হইবে। আমাদের রাজ্ঞী উৎকৃষ্টগুণসম্পন্না, ভূমণ্ডলে যত সকল শাসন-প্রবৃত্ত নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মেতে শোভনগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা,

প্রকৃতপক্ষে সুকোমল স্নেহময়ী আমাদিগের মাতা, রাজ্যসম্পর্কে যে সকল বিবিধ কল্যাণ আমরা সম্ভোগ করিতেছি, তাহার উৎস, রাজ্ঞীসমুচিত সদ্‌গুণে যথাযোগ্য অত্যুন্নত। অনুরক্তসন্তানসমুচিত রাজভক্তি-উপহারে আমরা ঈদৃশী মাতা রাজ্ঞীর সম্মাননা করিতেছি, অপিচ পৃথিবীর অধিরাজকে স্বীকার করিতে গিয়া আমরা স্বর্গাধিরাজের বিধাতৃত্ব স্বীকার করি। আমরা ইঁহার সম্মান করিতে গিয়া, যিনি ইঁহাকে আমাদের শাসনকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা গৌরবান্বিত করি। সত্যই আমাদের সাংসারিক ও নৈতিক শিক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে ইংলণ্ডের শাসনাধীনে স্থাপন করিয়াছেন। পার্থিব রাজশাসনপ্রণালীর সঙ্গে যে সকল ভ্রম ভ্রান্তি অপূর্ণতা সংযুক্ত আছে, সে সকলেতে যদিও সময়ে সময়ে দেশশাসন কলঙ্কিত হয়, তথাপি দেখ, সর্ব্বাভিভবকারী বিধাতা তাঁহার মঙ্গলসঙ্কল্প কেমন সাধিত করিয়া লইতেছেন, এবং সমগ্র ভারত ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে বিবিধ জাতির মধ্যে তাহার প্রাপ্য স্থান এবং স্বর্গরাজ্য তাহার আসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রকার অসন্তোষের ছল দূরে পরিহার করিয়া, ভগবদধীন মাতা রাজ্ঞীর প্রতি গভীর রাজভক্তি অর্পণ করি। এ সময়ে ভারতে জাতীয় বিদ্বেষ প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছে, এবং লোকদিগের অসন্তোষ ও বিরাগ উদ্দীপন ও বর্দ্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা যেন এই সকল প্রতিকূল প্রভাবের অধীন না হই; কিন্তু আমাদের দয়াশীলা রাজ্ঞী ও তাঁহার অভিজাত প্রতিনিধি—যিনি ভগবৎপরিচালনায় আমাদের এত উপকার করিয়াছেন—দৃঢ়তাসহকারে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করি। উৎসাহপ্রমত্ত রাজভক্তিসহকারে সমগ্র ভারত আজ আনন্দ প্রকাশ করুক এবং সকলে মিলিত হইয়া করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ সম্রাট মহারাজ্ঞী, রাজপরিবার, ইংলণ্ডস্থ মন্ত্রিবর্গ,

ভারতস্থ অভিজাত রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার সহযোগিগণের মস্তকে বর্ষিত হউক, এবং ইংলণ্ড ও ভারত অকপট সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, ইহ পরলোকের সুখ সৌভাগ্য উপার্জ্জন করুক।

তারাভিউ, সিমলা (ভারতবর্ষ)
২২শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ।

শ্রদ্ধেয় ডসন বরণ ডি ডি সমীপে—

শ্রদ্ধেয় প্রিয় মহাশয়,—আপনি আমায় যে স্নেহপূর্ণ আনন্দপ্রদ সত্য সত্য স্বাগতসম্ভাষণপত্র লিখিয়াছেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই। ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মদ্যপাননিবারণী সভার বন্ধুগণ ও আপনার সঙ্গে আনন্দে দিন কাটাইয়াছি, আপনি সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ হইতে সময়ে সময়ে শুভাকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করিয়া, মদ্যপান-নিবারণঘটিত সেই সঙ্কল্প জাগাইয়া রাখিব, আপনি ইহা চাহিয়াছেন। হাঁ, এখন আমার লিখিবার সময় উপস্থিত, এবং অতি আনন্দপূর্ণহৃদয়ে আমি লিখিতেছি, কারণ আপনারা সম্প্রতি অতি মহত্তর জয়লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি নিবিষ্টমনা, তাঁহারা সে জন্য সার উইল্‌ফ্রিড লসন্ এবং যুক্তরাজ্যের সম্মিলনী সভার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবেন। পরিশেষে ইংলণ্ডের ভীষণ রক্ষণশীলতা আপনারা পরাজিত করিয়াছেন, এবং এটি কিছু সামান্য লাভ নয়। বদ্ধমূল স্বার্থ, লাভালাভ, প্রবলতর সাধারণের মত, পদস্থ লোক, সভ্যতাসংশ্লিষ্ট পাপ, এ সকলের প্রতিকূলে আপনারা ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন। আপনারা কেমন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা, আপনারা যাহা করিয়া তুলিলেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে সম্ভ্রম দিবেন এবং সুরাপান-নিবারণের

সৈনিকগণের জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন। অনেকবর্ষব্যাপী ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন থাকিয়া, আপনারা গৌরবকর জয়লাভ করিলেন, ইহা কেবল তাঁহারই শক্তিতে। এখন আমরা সকলে মিলিত হইয়া, তাঁহার করুণাবিধানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দি। বন্ধু, ভ্রাতঃ, এ জয়ের ফল যেন আপনারা একা ভোগ না করেন, আমাদিগকেও উহার সমভাগী করুন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অবিচারসম্ভূত নিষ্ঠুর মদ্যসম্পর্কীয় আইনের দ্বারা, আমাদিগের লোকদিগকে হীন ও নীতিভ্রষ্ট করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, তাহার শোধন ও প্রায়শ্চিত্তের কি কাল উপস্থিত নয়? যখন তিনি রোগ দিয়াছেন, তখন তাহার ঔষধ দিন। (সুরাবিপণিস্থাপনে) "স্থানীয় অভিরুচি"র (Local Option) (অনুবর্ত্তনরূপ) আশীষ অর্পণ করিবার নিমিত্ত, দুঃখভারগ্রস্ত ভারতের ঈশ্বর গবর্ণমেণ্টের হৃদয়কে উন্মুখীন করুন। আমাদের বন্ধু মেস্তর বার্কারকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিন।

মদ্যপাননিবারণের পক্ষে আপনাদের
চির অনুরক্ত
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেনের পত্র *

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সমীপেষু

সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং

ব্রাহ্মমণ্ডলী যে আপনাকে লইয়া ঘোরতর আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছেন, মহাশয়ের তাহা অবিদিত নাই। কেহ বা আপনাকে কোপ-

* ৭৯ পৃষ্ঠায় এই পত্রের উত্তর দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন, কেহ বা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বিষণ্নবদনে আপনার দিকে চাহিয়া আছেন। আপনার বিপক্ষ স্বপক্ষ উভয়েই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক নিরপেক্ষ লোকেও কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনেকের এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, আপনার দ্বারাই নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইল, আপনার দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা প্রবেশ করিল, আপনার দ্বারাই অনেক ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান হইয়া গেল, এবং ব্রাহ্মমণ্ডলী নেড়ানেড়ীর দল হইয়া উঠিল ; আপনার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উন্নতি হইতেছিল, সেইরূপ দুর্গতিও হইল। প্রায় বৎসরাবধি এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। আপনার মৌনাবলম্বনই ইহার প্রধানতম কারণ। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, আপনার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বলা হইতেছে, সকলই সত্য ; নতুবা আপনি নিরুত্তর হইয়া রহিয়াছেন কেন ? সত্য বটে, উপাসনাকালে ঈশ্বরসমীপে সময়ে সময়ে আপনি মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটি কয়জন ব্রাহ্ম শুনিতে পান। সাধারণ সমীপে এতাবৎকাল আপনি কিছুই বলেন নাই। ইহাতে সাধারণের যে আপনার প্রতি কুসংস্কার বদ্ধমূল হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। যদি বলেন যে, এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্যের আমি কি উত্তর দিব, অন্তর্যামী ঈশ্বর ত আমার মনের ভাব সকলই জানেন, লোকাপবাদে আমার ক্ষতি কি ? সে কথা বলিলে চলিবে না। আপনি যে কিরূপ মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি আপনি জানেন না ? সকল ব্রাহ্মের চক্ষু যে আপনার উপর পড়িয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দুর্গতি অধিক পরিমাণে যে আপনার মতের উপর নির্ভর করিতেছে। এরূপ যদি না হইত, তবে এ আন্দোলন উপস্থিত হইত না। অতএব এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরদানে উদ্বিগ্ন ব্রাহ্মমণ্ডলীকে সুস্থির করিবেন। এতৎসম্বন্ধে যদি আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ-

পূর্ব্বক বলিবেন। ইহা নিশ্চয় জানি যে, এই পত্র লিখিয়া আমি আপনার হৃদয়ে আঘাত করিলাম, আপনাকে কাঁদাইয়া ছাড়িলাম। কিন্তু কি করি, উপায়ান্তর নাই। সাধারণ-সমীপে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিনীতভাবে নিবেদন, আপনি যেন মনে করেন না যে, আমি নিজের সন্দেহভঞ্জনার্থ মহাশয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধিত করিতেছি। সরলহৃদয়ে বলিতেছি, মহাশয়ের প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আন্দোলনসম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতেছি, তন্মধ্যে মহাশয়ের হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিবার মানসেই এই পত্র লিখিতে বাধিত হইলাম।

প্রথম প্রশ্ন—মনুষ্য স্বয়ং পাপীর পরিত্রাতা হইতে পারেন কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—মনুষ্যকে ভক্তি করা কতদূর সঙ্গত?

তৃতীয় প্রশ্ন—আপনার কি এরূপ বিশ্বাস যে, আপনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিলে পাপীর পরিত্রাণ হয়?

চতুর্থ প্রশ্ন—কোন কোন ব্রাহ্ম আপনার প্রতি যে প্রণালীতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, আপনি কি তাহার অনুমোদন করেন? যদি না করেন, তবে উহা নিবারণ করেন না কেন?

এই চারিটি বিষাক্তবাণে আপনার কোমলহৃদয় বিদীর্ণ করিলাম, ক্ষমা-গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা
৯ই আষাঢ়, ১৭৯১ শক,
(২২শে জুন, ১৮৬৯ খৃঃ)

অনুগত
শ্রীঠাকুরদাস সেন

পরিশিষ্ট

পত্রোল্লিখিত নামসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	পরিচয়
অক্রূর বাবু পৃঃ ১৬৭	জয়পুরস্থ জনৈক বন্ধু।
অক্ষয়কুমার দত্ত পৃঃ ২৩	স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক। ১৮৪০ খৃঃ মহর্ষির সহিত পরিচিত ও "তত্ত্ববোধিনী সভার" সভ্য হয়েন। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ খৃঃ পর্য্যন্ত অসাধারণ দক্ষতার সহিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদকতা করেন। ১৮৫২ খৃঃ "আত্মীয়-সভা" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, এই সভাতে "হাত তুলিয়া, অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত!!!"
অঘোর পৃঃ ৬৭, ৭০, ৮৫	শ্রদ্ধেয় ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী, জন্ম ১৮৪১ খৃঃ, প্রচারব্রতগ্রহণ ১৮৬৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৮১ খৃঃ। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত হন। বৎসরাধিককাল পরে ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে "সাধু অঘোর" নামে অভিহিত করেন।
অন্নদা পৃঃ ৭১	শ্রীযুক্ত অন্নদা চট্টোপাধ্যায়, আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম, পরে মুঙ্গেরে ভক্তিতীর্থের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং শুনিয়াছি, আচার্য্যদেবকে নিজেকে

নাম	পরিচয়
	অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হওয়াতে সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান।,
অমৃত পৃঃ ৯৬	শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী। কলিকাতার এক প্রাচীন ও সুপরিচিত পরিবারে ইঁহার জন্ম। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত কেশবচন্দ্রের সকল কার্য্যে সহায়তা করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য অভাবনীয় অল্প সময়ে সম্পূর্ণ হয়। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৬৪ খৃঃ, জন্ম ১৮৩৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৯১৩ খৃঃ।
আলু (ডাক নাম) পৃঃ ১২৯	আচার্য্যদেবের আত্মীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত (সিভিলিয়ন)।
আচার্য্যমহাশয় ৬০,১২১	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ইন্দ্র পৃঃ ১৮৪	কুমার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ, পাইকপাড়ার জমিদার।
উপাধ্যায় পৃঃ ১১৯	উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়।
উমানাথ পৃঃ ৯৬, ৯৯,১১৩, ১২০	শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ গুপ্ত, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী। অসাধারণ সারল্য, বিশ্বাস ও প্রেমোন্মত্ত আনুগত্যসহকারে কেশবচন্দ্রের সকল কার্য্যে ও প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃঃ "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকার সম্পাদকের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ১৮৭০ খৃঃ কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর "সুলভ সমাচার" নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন,

নাম	পরিচয়
	তাহার সম্পাদকের ভার ইঁহাকে দেন। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৬৫ খৃঃ, জন্ম ১৮৩৯—মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃ।
একরয়েড পৃঃ ৯২	Miss Akroyd, ইংরাজমহিলা বন্ধু। ইনি বিলাতে আচার্য্যদেবের পরামর্শে ভারতীয় মহিলাদের কল্যাণকল্পে জীবন উৎসর্গ করিবেন বলিয়া এদেশে আসেন। পরে Mr. Beveridge I. C. S.র সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।
কব পৃঃ ১৩০	মিস্ ফ্রান্সীস্ কব, তৎকালীন ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী লেখিকা। আচার্য্যদেবের বিশিষ্টা বন্ধু।
করুণা পৃঃ ১৭৮—১৮৪	করুণাচন্দ্র সেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি আচার্য্যদেবের অনেকগুলি প্রার্থনা লিখিয়া মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। জন্ম ১৮৬২ খৃঃ—মৃত্যু ১৯০৭ খৃঃ।
কলেট পৃঃ২৫, ২২৬	Miss Collet, ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণী ইংরাজ-মহিলা বন্ধু। আচার্য্যদেব ১৮৭০ খৃঃ ইংলণ্ডে গমন করিবার পূর্ব্ব হইতেই ইনি সংবাদপত্রে ব্রাহ্মসমাজ ও আচার্য্যদেব সম্বন্ধে গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাব্যঞ্জক প্রবন্ধ এবং পত্রাদি লিখিয়া, তাঁহার প্রচারের বিশেষ সাহায্য করেন। কুচবিহার-বিবাহের সময় প্রতিবাদ করেন।
কাউনটেস্ মেয়ো পৃঃ৮৮	ভূতপূর্ব্ব বড়লাট সাহেব লর্ড মেয়োর পত্নী।
কানাইলাল পাইন পৃঃ ৫৯	কলিকাতার কলুটোলানিবাসী বণিকসম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট ব্রাহ্ম। ১৮৭০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত ভারতসংস্কারক সভার অন্তর্গত "সুরাপান ও মাদকনিবারণী বিভাগের" সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নাম	পরিচয়
কান্তি পৃঃ ৯৫, ৯৭, ১০৬—১১৩	শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী। সর্ব্বজনপ্রিয় "কাকাবাবু" নামে পরিচিত। আচার্য্যদেবের পরিবার ও সংসারের কার্য্যভার চিরদিন বহন করিয়াছেন। "ভৃত্যের আত্মপরিচয়" নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৬৬ খৃঃ, জন্ম ১৮৩৮—মৃত্যু ১৯১৭ খৃঃ।
কারপেণ্টার পৃঃ ৮৭, ১৪৫	Miss Carpenter, জনহিতৈষিণী ইংরাজমহিলা বন্ধু। "Last days in England of Raja Ram Mohan Roy" গ্রন্থের রচয়িত্রী। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বড়লাটভবনে অতিথিরূপে অবস্থিতিকালে তিনি পদব্রজে সে স্থান হইতে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ভবনে যাতায়াত করিতেন। ২৪শে নভেম্বর, ১৮৬৬খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মিকাগণ "ব্রাহ্মিকাসমাজে" তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।
কালীনাথ পৃঃ ৯৮	শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত, মজিলপুর ও হরিনাভির শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ উৎসাহী ব্রাহ্মদলের অন্যতম। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য।
কালীশঙ্কর পৃঃ ১১৮	শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর দাস, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৮১ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৯০ খৃঃ।
কাশীরাম	লালা কাশীরাম, প্রচারক নববিধানমণ্ডলী, প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৯১৪ খৃঃ—মৃত্যু ১৯২৫ খৃঃ।
কুসুম পৃঃ ১৯০	শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ। শ্রীযুক্ত কালীনাথ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা।

নাম	পরিচয়
কৃষ্ণগোবিন্দ পৃঃ ১২৯	সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (সিভিলিয়ন), আচার্য্যদেবের বিলাতে অবস্থানকালে ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে ছিলেন।
কৃষ্ণবিহারী পৃঃ ১০৮, ১৮২	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন, একান্ত অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আচার্য্যদেবের পরিবার মধ্যে ইনিই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এলবার্ট কলেজের প্রথিতনামা অধ্যক্ষ ছিলেন।
কেদারনাথ	শ্রদ্ধেয় ভাই কেদারনাথ দে, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী। ব্রহ্মানন্দ ইঁহাকে "শান্ত সাধক" নামে অভিহিত করেন। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৭৮ খৃঃ, জন্ম ১৮৩৭—মৃত্যু ১৮৯১ খৃঃ।
কৈলাস পৃঃ ৯০	কৈলাসচন্দ্র বসু। আচার্য্যদেবের অনুগত ব্রাহ্ম-যুবক। শেষ বয়সে রঙ্গপুরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।
খুকী পৃঃ ১৯৯	আচার্য্যদেবের দৌহিত্রী। দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রীদেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, সুধাংশুবিকাশিনী। ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী।
খোকা পৃঃ ১৮৩	করুণাচন্দ্রের প্রথম পুত্র সুনন্দচন্দ্র সেন। আচার্য্যদেবের পৌত্র।
গজেন্দ্র পৃঃ ১৮৫, ১৯৯	কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যদেবের জামাতা, দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতা সাবিত্রীদেবীর স্বামী। কুচবিহারের মহারাজার আত্মীয়।
গিরিশচন্দ্র পৃঃ ১১০	শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী, প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৭২ খৃঃ। আরবী ও পার্সী

নাম	পরিচয়
	ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও কোরাণ হদিস প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। জন্ম ১৮৩৫—মৃত্যু ১৯১০ খৃঃ।
গোপাল পৃঃ ১৩৫	আচার্য্যদেবের আত্মীয় কর্ণেল জি, সি রায়।
গোপালবাবু পৃঃ ১১০	চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ, আচার্য্যদেবের অনুগত বন্ধু। তৎকালে এলাহাবাদে রেলওয়ে বিভাগে কর্ম্ম করিতেন।
গোবিনচাঁদবাবু পৃঃ১১৩	গোবিনচাঁদ ধর ?
গৌর পৃঃ ১০৯, ১১৬	শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী, প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৬৬ খৃঃ। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি আচার্য্য-দেবের জীবনী "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক অমূল্য গ্রন্থ-প্রণেতা। জন্ম ১৮৪০—মৃত্যু ১৯১২ খৃঃ।
ঘোষ পৃঃ ৯২	সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ।
চক্রবর্ত্তী পৃঃ ১০২	দীননাথ চক্রবর্ত্তী।
ছোট [illegible]টি পৃঃ ১২৪	দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।
ছোট বৌ পৃঃ ১৩৭	আচার্য্যদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনের পত্নী।
জগন্মোহিনী পৃঃ ১২৩—১৭৬	সতী জগন্মোহিনী দেবী। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। জন্ম ১৮৪৭—বিবাহ ১৮৫৬—স্বর্গারোহণ ১৮৯৮ খৃঃ।
জগদ্বন্ধু পৃঃ ৭১, ৭২	জগদ্বন্ধু সেন, মুঙ্গেরনিবাসী ভক্ত ব্রাহ্ম। ইঁহার রচিত অনেকগুলি সুমিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত আছে।

নাম	পরিচয়
জয়গোপাল সেন পৃঃ ৯৫	আচার্য্যদেবের জনৈক অনুগত বন্ধু। ইঁহার বেলঘরিয়াস্থ বাগানে 'ভারত আশ্রম' স্থাপিত হয়।
জয়পুর পৃঃ ১৬৯	জয়পুরের মহারাজা।
টকার পৃঃ ২৩৮	মুক্তি ফৌজের মেজর টকার।
ঠাকুরদাস সেন পৃঃ ৭৯, ২৪৬	কলিকাতার কলুটোলানিবাসী বণিকশ্রেষ্ঠ প্রাচীন ভক্ত ব্রাহ্ম। ১৮৬৮ খৃঃ, "ভক্তিবিরোধীদিগের আপত্তি-খণ্ডন" পুস্তিকার প্রণেতা।
ডাইসন পৃঃ ৮,৯	কৃষ্ণনগরের খৃষ্টীয় পাদ্রি।
ডাক্তার ডেভিস পৃঃ১৭৯	জনৈক ইংরাজ ডাক্তার।
ডাঙ্গরাই পৃঃ ১৮৭	মহারাণী, কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের পিতামহী।
ডুমরাঁও পৃঃ ১৯৮	মহারাজা ডুমরাঁও।
ত্রৈলোক্য পৃঃ ১০৩, ১১০,১১২,১৮২	সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, প্রচারক নববিধানমণ্ডলী। "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামে সাহিত্যসমাজে পরিচিত। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৬৭ খৃঃ, জন্ম ১৮৪০—মৃত্যু ১৯১৬ খৃঃ।
দাদা পৃঃ ৯৫, ১৪৮	সতী জগন্মোহিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল মজুমদার।
দাদা পৃঃ ১০৮, ১৮২	জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।
দীননাথ পৃঃ ৬৮, ৭১,৭২,৭৬,৭৮,৮৬, ৯১,১০২,১১৫	শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদার, প্রচারক নব-বিধানমণ্ডলী, প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৭৩ খৃঃ, সুদীর্ঘ-কাল আচার্য্য কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক নিয়োজিত বিহার

নাম	পরিচয়
	প্রদেশের স্থায়ী প্রচারক ছিলেন। জন্ম ১৮৩৯—মৃত্যু ১৯১৭ খৃঃ।
দীন পৃঃ ৮৬	শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে "গৃহস্থ সাধকের" ব্রত গ্রহণ করেন।
দুই দীন পৃঃ ৭১	শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার।
দুকড়ি পৃঃ ১৬৮, ১৭৪	ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ। তৎকালীন সুপরিচিত ব্রাহ্ম চিকিৎসক।
দুর্গাদাস পৃঃ ১৯১	ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেনের জামাতা।
দুর্গামোহন পৃঃ ১১২	সুপ্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাস। দানশীল ব্রাহ্ম ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, পরে সাধারণ সমাজের অন্যতম নেতা।
দুর্গামোহনের স্ত্রী পৃঃ ১১২	শ্রীযুক্তা ব্রহ্মময়ী দেবী। দানশীলা ব্রাহ্মিকা। ১১২পৃঃ মুদ্রিত পত্র লিখিবার সময় অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিত "ব্রহ্মময়ী-চরিত" সেকালের সুপরিচিত জীবনী ছিল।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ২৭, ৩৮	প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ১৮১৭ খৃঃ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ ১৮৪৩ খৃঃ, স্বর্গারোহণ ১৯০৫ খৃঃ।
ধ্রুবেন্দ্রনাথ পৃঃ ১৯১	আচার্য্যদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আদর করিয়া এই নাম দিয়া-

নাম	পরিচয়
	ছিলেন। পৌরাণিক গল্পে সুনীতিতনয় ধ্রুবের কথা স্মরণ করিয়াই এই নামে ডাকিতেন।
নগেন্দ্র পৃঃ ৯৮	প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইয়াছিলেন।
নর্থব্রুক পৃঃ ৯৪	লর্ড নর্থব্রুক, তৎকালীন বড়লাট বাহাদুর।
নির্ম্মল পৃঃ ১৪৪, ২০১,২০২	নির্ম্মলচন্দ্র সেন, দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১৮৬৯—মৃত্যু ১৯৩৬ খৃঃ।
নবকুমারপৃঃ৭১,১০২	নবকুমার চক্রবর্ত্তী ?
নিবারণ পৃঃ ২৯, ৩০, ১১৫	ভাগলপুরনিবাসী শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আচার্য্যদেবের অনুগত বন্ধু ও নিষ্ঠাবান্ সভ্য, নববিধানমণ্ডলী। ১৮৬৭ খৃঃ বরিশালের (লাখুটিয়া) জমিদার রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতী দীনতারিণী দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহানুষ্ঠান আচার্য্য কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে নূতন বিবাহপদ্ধতির প্রথম অভ্যুদয়।
নিকল্‌সন্ পৃঃ ১১৩	Miss Nicholson ইংরাজশিক্ষয়িত্রী, আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত নর্ম্মাল স্কুল।
নৃপেন্দ্র পৃঃ ১৯৭	মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুচবিহারাধিপতি জ্যেষ্ঠ জামাতা, শ্রীমতী সুনীতি দেবীর স্বামী। জন্ম ১৮৬২—বিবাহ ১৮৭৮—মৃত্যু ১৯১১ খৃঃ।
পটার পৃঃ ২০৬	রেবারেণ্ড জে পটার, আমেরিকা ইউনাইটেড ষ্টেটের স্বাধীন ধর্ম্মসভার সম্পাদক।

নাম	পরিচয়
পন্‌সন্‌বি পৃঃ ২১৮	কর্ণেল পন্‌সন্‌বি, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারী।
পুঁটি পৃঃ ৯১	প্রচারক ভাই প্রসন্নকুমার সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা, কেশব একাডেমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মন্মথনাথ দত্তের পত্নী।
পিগট পৃঃ ১২৪, ১৩০, ১৩৮, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১	মিস পিগট, চার্চ্চ অব্‌ স্কটল্যাণ্ডের প্রচারিকা, আচার্য্যদেবের ও তাঁহার পরিবারবর্গের বিশেষ বন্ধু।
পিরে পৃঃ ১৭৮, ১৮৫	(ডাকনাম) তৃতীয় পুত্র, প্রফুল্লচন্দ্র সেন।
প্যারী পৃঃ ১৬৭	শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী, প্রচারক নববিধানমণ্ডলী, অসাধারণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক যত্নের সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা ও উপদেশাদি লিখিয়া রাখিতেন বলিয়াই, এই অমূল্য সম্পদ্‌ রক্ষা পাইয়াছে। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৭০, মৃত্যু ১৯৩০ খৃঃ।
প্রতাপ পৃঃ ২৯, ৯৫, ১০৪, ১৬৭, ১৬৮	শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক নববিধানমণ্ডলী, আচার্য্যদেবের আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু। প্রচারব্রতগ্রহণ ১৮৬২ খৃঃ। ইনি পৃথিবীর নানা দেশে অসাধারণ বাগ্মিতার সহিত নববিধান প্রচার করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত আচার্য্যদেবের জীবনী সর্ব্বজন কর্ত্তৃক আদৃত। জন্ম ১৮৪০—মৃত্যু ১৯০৫ খৃঃ।
প্রফুল্ল পৃঃ ১৭৪	প্রফুল্লচন্দ্র সেন, তৃতীয় পুত্র। জন্ম ১৮৭২—মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃ।

নাম	পরিচয়
প্রবোধ পৃঃ ৯৫,১৬৭	প্রচারক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা।
প্রসন্ন পৃঃ ৮৭, ৮৯—৯১,১০০-১০২,১০৯,১১২—১১৪,১১৬,১৩৭,১৩৮,১৪৪	শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেন, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী, প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৭০ খৃঃ। আচার্য্যদেবের একান্ত অনুগত ও প্রিয় সহচর ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ তাঁহার সহিত বিলাত গমন করেন। জন্ম ১৮৩৮—মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃ।
প্রিন্সেস্ লুইস পৃঃ ২১৮	ভারতসাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কন্যা।
বঙ্গচন্দ্র পৃঃ ১২২	শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী ঢাকা নববিধানদাসমণ্ডলীর নেতা। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৭৩ খৃঃ। জন্ম ১৮৩৯—মৃত্যু ১৯২২ খৃঃ।
বরদা পৃঃ ৯৫, ১০৩	ভারত-আশ্রমবাসিনী শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। ইঁহার কন্যা দেশসেবিকা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।
বড় পুঁটি পৃঃ ১২৪, ১৩৮ ১৪৩	জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী।
বাবা পৃঃ ১৪৮	সতী জগন্মোহিনী দেবীর পিতা, বালীনিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মজুমদার।
বিজয় পৃঃ ৭৭,৭৮, ১১৩	সুপ্রসিদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রাচীন উৎসাহী ব্রাহ্ম প্রচারক। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সহিত প্রচারার্থে পূর্ব্ববাঙ্গালায় গমন করেন। ১৮৬৮ খৃঃ ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের সময় ব্রহ্মানন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু পরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া

নাম	পরিচয়
	আপনাকে "নরাধম জুডাস্" বলিয়া ধিক্কার দেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সাধু অঘোরনাথের সহিত আচার্য্যদেবের নিকট যোগ ভক্তি সাধন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। কুচবিহার বিবাহের সময় আবার বিরোধী হইয়া সাধারণ সমাজের প্রচারক হন। অবশেষে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন।
বিন, বিনি, বিনো	(ডাকনাম) দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।
বিশ্বনাথবাবু পৃঃ ১৮৭	শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায়, লক্ষ্ণৌনিবাসী দানশীল ব্রাহ্মবন্ধু।
বিরাজ পৃঃ ৯৫	শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত, শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়ের পত্নী, বরাহনগরনিবাসী চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা।
বিহারী পৃঃ ১২৯	শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত [সিভিলিয়ন]।
বিলাতী ভগ্নী পৃঃ ১৫৯	মিস্ শার্প দ্রষ্টব্য।
বীরে পৃঃ ৯৫	বিহারীলাল মজুমদার, সতী জগন্মোহিনী দেবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
বেচারাম পৃঃ ১২১	শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য।
বেন্‌কাটা স্বামী পৃঃ ৮৯	বেন্‌কাটাস্বামী নাইডু, মান্দ্রাজনিবাসী ব্রাহ্মবন্ধু।
বৌ পৃঃ ১৮৫	জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ, শ্রীমতী মোহিনী দেবী।
ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ২	ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।
ভজা পৃঃ ১৯১	(ডাকনাম) কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ সুব্রতচন্দ্র সেন, জন্ম ১৮৮১—মৃত্যু ১৯৩৮ খৃঃ।

নাম	পরিচয়
ভিক্টোরিয়া পৃঃ১৬০, ১৯৩, ২৪২	মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ভারতসাম্রাজ্ঞী।
ভোলা পৃঃ ১৩৮	(ডাকনাম) দ্বিতীয় পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র সেন।
মণিকা পৃঃ ১৮৯	শ্রীমতী মণিকা দেবী, চতুর্থা কন্যা। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী। জন্ম ১৮৭৭ খৃঃ।
মহামায়া পৃঃ ১৯২	শ্রীমতী মহামায়া বসু, প্রচারক ভাই মহেন্দ্রনাথ বসুর পত্নী।
মহর্ষি পৃঃ ১	প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মহেন্দ্র পৃঃ ১৭৫, ১৯২	শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী, অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত নববিধানের সেবা করিয়াছেন। আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক বেহার, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচারকালে, ইনি মহা উৎসাহে তাঁহার সহিত এই সকল স্থানে গমন করিয়াছেন। কিছুকাল পঞ্জাবে অবস্থিতি সময়ে গুর্মুখী ভাষা শিক্ষা করিয়া শিখধর্ম্ম অধ্যয়ন করেন। পরে বাঙ্গালা ভাষায় "নানকচরিত" নামক পুস্তক রচনা করেন। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর "Unity and Minister" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বার্দ্ধক্যজীর্ণ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একনিষ্ঠভাবে ইহার সম্পাদকতা করেন। প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৬৫ খৃঃ, জন্ম ১৮৩৮ —মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃ।
মহারাজ্ঞী পৃঃ ২১৮	মহারাণী ভিক্টোরিয়া।
মহারাজকুমার পৃঃ ১৯৬	রাজরাজেন্দ্র। আচার্য্যদেবের দৌহিত্র।

নাম	পরিচয়
মহারাজা পৃঃ ১১৪, ১১৫,১৮৭,১৯৪	মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুচবিহারাধিপতি। জ্যেষ্ঠ জামাতা।
মহারাণী পৃঃ ১১৪, ১৮৭,১৯৪	মহারাণী সুনীতি দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা।
মহারাণী পৃঃ ১৬০,১৬৩	মহারাণী ভিক্টোরিয়া।
মা পৃঃ ১২৮	সতী জগন্মোহিনী দেবীর মাতা, শ্রীযুক্তা নিত্যকালী দেবী।
মা পৃঃ ১২৭,১২৮, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯	আচার্য্যের মাতৃদেবী, শ্রীযুক্তা সারদাসুন্দরী দেবী। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণীর নামও "সারদা দেবী"।
মিস শার্প পৃঃ ১৪৫, ১৫৭, ১৫৯	মিস্ এলিজাবেথ শার্প, ইংরাজমহিলাবন্ধু, পরে Mrs Cobb। বিলাত অবস্থানকালে আচার্য্যদেব লণ্ডনে শার্প পরিবার গৃহে বহু সমাদরে আতিথ্য লাভ করেন।
মিসেস্ হারফোর্ড পৃঃ ১৫৫	জনৈক ইংরাজমহিলাবন্ধু।
মেয়ো পৃঃ ৮৮	লর্ড মেয়ো, ভূতপূর্ব্ব বড়লাটবাহাদুর।
মোহিনী পৃঃ ৯৩, ১০৩,১১৪,১৭৭	শ্রীমতী মোহিনী খাস্তগিরি, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরির কন্যা। পরে আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্র সেনের সহিত বিবাহ হয়। ইনি আচার্য্যদেবের অনেকগুলি প্রার্থনা লিখিয়া মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।
মৈত্রেয় মহাশয় পৃঃ ৭১	শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মৈত্র, প্রাচীন ব্রাহ্ম। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইঁহার ভগ্নীপতি ছিলেন। "বিবর্ত্ত-

নাম	পরিচয়
	বিলাস" নামক বৈষ্ণবধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ-প্রণেতা। ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনের বিবাহ হয়।
যদুনাথ দে পৃঃ ১১৯	কলিকাতার শিমলানিবাসী জনৈক বন্ধু।
যদুনাথ পৃঃ ২৯,৭৭,১০৪	শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রাচীন ব্রাহ্ম। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রচারকব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া, "নরপূজা" আন্দোলনে ব্রহ্মানন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন; পরে উভয়েই অনুতপ্ত হইয়া ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন। অবশেষে প্রচারকব্রত ত্যাগ করিয়া, পোষ্ট্যাল বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুচবিহারবিবাহের একজন প্রতিবাদকারী ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।
যদুবাবু পৃঃ ১১০,১১১	চন্দননগরের শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ, নববিধানমণ্ডলীস্থ গৃহস্থ সাধক। পোষ্ট্যাল বিভাগে কাজ করিতেন। কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা ও শিমলায় বাস করিতেন।
যদুবাবুর স্ত্রী	শিমলাবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষের পত্নী। তিনি আচার্য্যের শিমলা অবস্থানকালে ভক্তির সহিত সেবা ও যত্ন করিতেন।
যাদববাবু পৃঃ ১১৭	শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুচবিহার রাজ্যে উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। কুচবিহার-বিবাহপ্রস্তাব ইনিই প্রথম রাজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবের

নাম	পরিচয়
	নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে শেষ অবধি সমর্থন ও সাহায্য করিয়াছিলেন।
রাজকুমার পৃঃ ২১৯	মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পুত্র।
রাজকুমারী পৃঃ ২১৯	মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কন্যা।
রাজকুমারী লুইস পৃঃ ১৬৩	মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কন্যা।
রাজনারায়ণবাবু পৃঃ ৫৯—৬৩	শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু, প্রাচীন ব্রাহ্ম ও মহর্ষির সহযোগী। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তত্ত্ব-বোধিনী সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে "ব্রহ্মপরায়ণ দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।
রাজলক্ষ্মী, রাজু পৃঃ ৯৪,৯৫,১১২, ১২৪,১৪৪	শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী সেন, ভারত-আশ্রমবাসিনী ছিলেন। প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনের পত্নী।
রাজরাজেন্দ্র পৃঃ ১৯৬	রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাণী সুনীতিদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র, ব্রহ্মানন্দের দৌহিত্র।
রাজমাতা পৃঃ ১৮৭	মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মাতা।
রাজা পৃঃ ১৯০	মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ।
রাণী পৃঃ ১৬৪,২৪২	মহারাণী ভিক্টোরিয়া।
রাধারাণী, রাধে পৃঃ ৯৪	কুমারী রাধারাণী লাহিড়া, ভারত-আশ্রমবাসিনী ও চিরকুমারী ছিলেন। শ্রদ্ধেয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। পরে সুদীর্ঘকাল বেথুন (বীটন) বালিকাবিদ্যালয়ের সুদক্ষা ও সহৃদয়া শিক্ষয়িত্রীরূপে সকলের শ্রদ্ধাভাজনীয়া ছিলেন।

নাম	পরিচয়
রাম পৃঃ ৯১	শ্রদ্ধেয় ভাই রামচন্দ্র সিংহ, প্রচারক নববিধান-মণ্ডলী, প্রচারব্রত-গ্রহণ ১৮৭৫ খৃঃ, জন্ম ১৮৪১ -মৃত্যু ১৮৯৯ খৃঃ।
রামমোহন রায় পৃঃ ১৩৭, ১৪৬	ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়।
রেক্সফোর্ড পৃঃ ২৩৬	রেঃ ই, এল রেক্সফোর্ড (আমেরিকা)।
লক্ষ্মীনারায়ণবাবু পৃঃ ১০৮	লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার, ব্রহ্মানন্দের ভগ্নীপতি।
লর্ড লরেন্স পৃঃ ১৩০,১৩২,১৫৩	ভূতপূর্ব্ব বড়লাটবাহাদুর।
লাটু পৃঃ ১৮৭	জনৈক আত্মীয়।
লালাদের পৃঃ ১৮১	লালা কাশীরাম ও ললারাম পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম বন্ধুদ্বয়
লেডী রিপণ পৃঃ ১৮৭	ভূতপূর্ব্ব বড়লাট সাহেব লর্ড রিপণের পত্নী।
সত্যেন্দ্র পৃঃ ৩৬, ৪৮	শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ; সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ন। ব্রহ্মানন্দের সহাধ্যায়ী ও বিশেষ বন্ধু। ইঁহার দ্বারাই কেশবচন্দ্র মহর্ষির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।
সত্যের মা পৃঃ ১৯২	শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী গুপ্ত, প্রচারক ভাই উমানাথ গুপ্তের পত্নী।
সরল পৃঃ ১৭৪	সরলচন্দ্র সেন, চতুর্থ পুত্র। জন্ম ১৮৭৫ খৃঃ।
সংসারবাবু পৃঃ ২০০	সংসারচন্দ্র সেন, জয়পুর রাজ্যে উচ্চ কর্ম্মচারী (দেওয়ান) ছিলেন।

নাম	পরিচয়
সাবিত্রী পৃঃ ১১৪, ১৭৫,১৭৭,১৯৭ — ২০০	শ্রীমতী সাবিত্রীনারায়ণ, ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয়া কন্যা, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের পত্নী। ইনি আচার্য্যদেবের কতকগুলি হিমাচলের প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করেন। জন্ম ১৮৬৭—মৃত্যু ১৯৩২।
সিদ্ধেশ্বরবাবু পৃঃ ১০৭, ১১২	গাজিপুরের জনৈক অনুগত ব্রাহ্ম বন্ধু।
সুকো, সুখ পৃঃ ৯৫, ১২৪,১২৬,১৭৮	(ডাকনাম) করুণাচন্দ্র সেন, জ্যেষ্ঠপুত্র
সুকোর মা পৃঃ ১৭৬	সতী জগন্মোহিনী দেবী, ব্রহ্মানন্দের পত্নী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের ডাকনাম "সুকো" হইতে।
সুচারু পৃঃ ১৭৪	মহারাণী সুচারু দেবী, ব্রহ্মানন্দের তৃতীয়া কন্যা। ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী। জন্ম—১৮৭৪ খৃঃ।
সুদক্ষিণা পৃঃ ১০৩	কুমারী সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-আশ্রম-বাসিনী ছিলেন। পরে অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের পত্নী।
সুনীতি পৃঃ ৯৫, ১৭৫,১৭৯,১৮৫ —১৯৩	শ্রীমতী সুনীতি দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা। কুচবিহারাধিপতি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের পত্নী। ইনিও আচার্য্যদেবের কতকগুলি হিমাচলের প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করেন। জন্ম ১৮৬৪—মৃত্যু ১৯৩২ খৃঃ।
সৌদামিনী পৃঃ ১০৫, ১৬৯	শ্রীযুক্তা সৌদামিনী মজুমদার, প্রচারক ভাই প্রতাপচন্দ্রের পত্নী।
স্পীয়ারস্ পৃঃ ৮৭	মিষ্টার স্পীয়ারস্, ইংরাজবন্ধু।

নাম	পরিচয়
হেমবাবু পৃঃ ২০০	দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন।
হোলকার পৃঃ ১৮০	ইন্দোরের মহারাজা টুকাজী হোলকার। আচার্য্য দেবের বিশেষ বন্ধু, Albert Hall নির্ম্মাণের জন্য ৮০০০৲ মুদ্রা দান করেন।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

সঙ্গত	(১ম ও ২য় ভাগ)	১।।০
জীবনবেদ		।।০
ব্রহ্মগীতোপনিষৎ		৸/
সাধুসমাগম		।।০
আচার্য্যের প্রার্থনা	(১-৪ খণ্ড)	৪৲
আচার্য্যের উপদেশ	(১-১০ খণ্ড)	[illegible]।।০
সেবকের নিবেদন	(১-৫ খণ্ড)	৩।০
মাঘোৎসব		।।০
প্রতিমা		।০
বিধান ভগ্নী-সঙ্ঘ	(ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ)	১।০
অধিবেশন	(উপাসকমণ্ডলীর সভার নির্দ্ধারণ)	।।০
প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ		।।০
নবসংহিতা	(ইংরাজী হইতে অনুবাদ)	।।০
সুলভ সমাচার সঙ্কলন	(১ম খণ্ড)	।/০
ব্রহ্মানন্দের পত্রাবলী		।।০

True Faith...	0	4	0
Essays—Theological and Ethical ...	1	0	0
Discourses and Writings	0	8	0
Lectures in India, Vol. I and II ...	6	0	0
Keshub Chunder Sen in England (Being Diary, Sermons, Lectures, Epistles in England)	3	0	0
The Book of Pilgrimages (Being Keshub's Diaries and Reports of Expeditions) ...	1	8	0
The New Dispensation, Vol. I and II ..	3	0	0
Prayers, Vol. I and II	3	0	0
Yoga—Objective and Subjective ...	0	4	0
The New Samhita	0	4	0
Jivan Veda (or translations from his Spiritual Autobiography)	0	8	0